বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।
তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ভাই, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।„

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ আশ্বিন ১৪২৪
১৫ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি মনে করি এ প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। জমি ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর, রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, নামখারিজ, মাঠ জরিপ, রেকর্ড সংশোধন, ভূমি কর পরিশোধ, সরকারি জমি বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা কাজে মানুষকে ভূমি ব্যবস্থাপনার দারস্থ হতে হয়। ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সাধারণ জনগণকে প্রায়শই হয়রানির শিকার হতে হয়। তা ছাড়াও ভূমি ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, ভূমি সংক্রান্ত আইনের জটিলতাসহ বিভিন্ন অনুসঙ্গের কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা এখনো পুরোপুরি জনবান্ধব হয়ে ওঠেনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভূমি ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ, ভূমি জোনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান যুগোপযোগী করণের ফলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় স্বল্প সময়ে সেবাপ্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় তাদের সেবা পৌঁছে দিবে এই আমার প্রত্যাশা। মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম আগামী দিনে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাশের জন্য আমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী

ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও বিদ্যমান ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে ভূমি মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'জাল যার জলা তার' নীতির আলোকে 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি জমি সুরক্ষা ও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ''কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন'' নামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের ওপর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষি জমি সুরক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করছি। সারাদেশে জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১১,৫০৩টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আদর্শগ্রাম ও গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৮২,৫৩৫টি গৃহহীন পরিবারের গৃহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৯-২০১৬ সময়ে মোট ১৭২৪৭৯টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৮৯৩৯৩ একর খাসজমি বিতরণ করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম ও চর উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দকৃত সুবিধাভোগী ভূমিহীনদের জন্য আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য এবং ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য উদ্যোগী হতে আমি সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনগণের স্বার্থে সরকার 'বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০' পাশ করেছে। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি আশা করছি বর্তমান সরকারের নির্বচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে আপনারা সচেষ্ট থাকবেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ঘোষিত 'ভিশন-২০২১' এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমন্বয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সফল বাস্তবায়নে আমরা সকলেই একাগ্রভাবে কাজ করে যাবো এবং এটাই আমাদের কর্তব্য বলে আমি বিশ্বাস করি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অগ্রগতি নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শামসুর রহমান শরীফ, এম, পি
মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রতিমন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল। ছোট একটি কৃষি নির্ভর জনবহুল দেশ হিসেবে এ দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা জটিল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসকল জটিলতা নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সকল পর্যায়ের ভূমি সংক্রান্ত সরকারী কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে দূর্নীতিমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষে ডিজিটাইজেশনের কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের বেশকিছু উপজেলায় সাফল্যের সঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ এগিয়ে চলছে। ভূমি সংক্রান্ত মামলা, যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) থেকে শুরু করে ভূমি আপীল বোর্ড পর্যন্ত বিচার্য্য, সে সকল মামলার সেবা প্রদান কার্যক্রম ডিজিটাইজ্ড করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমাদের সকল পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো জমিজমার কাজে সরকারী সেবা গ্রহণে মানুষ যে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম ছাড়াও সারাদেশে নতুন করে সকল ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিস নির্মান, সকল জেলা প্রশাসকের অফিসের রেকর্ডরুম সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ভবন নির্মান এবং ঢাকার তেজগাঁয়ে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণসহ নানা ধরণের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের আওতায় ৫০ হাজার পরিবারকে পূনর্বাসনের কাজ চলছে।

আমরা জানি প্রতিবছর এদেশের প্রায় ১% কৃষি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে আমরা এ জমি নষ্ট করে ফেলছি। জরুরিভাবে এর প্রতিকার প্রয়োজন এবং একারণে ভূমি মন্ত্রণালয় Land Zoning প্রকল্পের কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আগামীতে কৃষি জমি রক্ষার জন্য Land Use Law করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে উর্বর কৃষি জমিকে অকৃষি কাজে ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

পরিশেষে আমি মনেকরি আমাদের সরকারের সকল উদ্যোগ সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দক্ষতা, সততা, আন্তরিকতা ও জনবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে ''বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রণয়ন একটি শুভ উদ্যোগ এবং এর মাধ্যমে প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আসবে বলে আমি মনে করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সাইফুজ্জামান চৌধুরী
প্রতিমন্ত্রী

ভূমি মন্ত্রণালয়

মোঃ রেজাউল করিম হীরা
সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ভূমি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বর্পূণ ও বড় মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় মানুষের মৌলিক অধিকার ভূমি মালিকানা নিয়ে কাজ করে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের সকল গৃহহীন, ভূমিহীন মানুষকে গৃহ ও ভূমি প্রদানের জন্য দিনরাত্রি কাজ করে যাচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এই কর্মজজ্ঞের সাথে একত্মতা ঘোষনা করে অবিরত কাজ করে চলেছে। যুগে যুগে ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য মানুষ নিরন্তন সংগ্রাম করে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেই সংগ্রাম আজো চলমান রয়েছে। ভূমি মালিকানায় নানাবিধ জটিলতার কারনে প্রতিনিয়ত মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক সময় এই বিরোধ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে রুপ নেয়। আমাদের আদালতসমূহে যে মামলার জট সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশই ভূমি মালিকানা সংক্রান্ত। ভূমি মালিকানায় সঠিকতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা গেলে আদালতসমূহে মামলা মোকদ্দমার জট দ্রুত কমে যাবে। দেশ ও সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি মারিকানা সঠিক ও নির্ভূলভাবে প্রকাশ ও সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ভূমি জরিপ, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করে চলেছে যা অত্যন্ত আশা ব্যাঞ্জক। ভূমি মন্ত্রণালয় তাদের সকল কর্মকান্ড, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, ভিশন-মিশন সন্নিবেশিত করে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আমি এই প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মঙ্গল কামনা করি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

মো: রেজাউল করিম হীরা, এম.পি
সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জয় বাংলা, জয় বংগবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আমাদের দেশ ও আমরা এর ব্যতিক্রম নই। একবিংশ শতাব্দীর 'Global এবং Conceptual' যুগে সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও জনসাধারণকে কাংখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার নিমিত্ত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন এবং যুগোপযোগী করা অপরিহার্য। ভূমি মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্য অর্জনে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরই ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান ও ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার মধ্য দিয়ে জনকল্যাণকর ভূমি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শুরু করেন। এছাড়া হত-দরিদ্র, গৃহহীন জনগণের আবাসন সমস্যা দূরীকরণার্থে আবাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিচালিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ এর বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ভূমি মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং সে মোতাবেক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় নতুন নীতি, আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনসমূহ যুগোপযোগীকরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন যুগোপযোগী করা হয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইনের বিধিমালা প্রণয়ন শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলেটেশন প্রকল্প, ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ করে পরিকল্পিত ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত আছে। ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, নামজারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তি ও ভূমি ব্যবহারে দক্ষতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সরকার সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এর কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যানবাহন সরবরাহ করছে। স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্তভাবে কাংখিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি রেজিস্ট্রেশন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ কার্যক্রম একত্রীকরণের (Electronic Linkage প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে বর্তমান সরকারের এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের একটি বাস্তব ধারণা লাভ সম্ভব হবে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ আব্দুল জলিল

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এম, পি, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।
পৃষ্ঠপোষক : জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম, পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-১৬ সম্পাদনা পরিষদঃ

০১	জনাব এ,ইউ,এস,এম সাইফুল্লাহ্, অতিরিক্ত সচিব	আহবায়ক
০২	জনাব জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ, যুগ্ম সচিব	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ আব্বাস উদ্দিন, উপসচিব	সদস্য
০৪	জনাব এহছানুল পারভেজ, উপসচিব	সদস্য
০৫	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপসচিব	সদস্য
০৬	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, সহকারী প্রধান	সদস্য
০৭	জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, প্রোগ্রামার	সদস্য

টেকনিক্যাল সহায়তাঃ

জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়।

প্রকাশনা উপদেষ্টা

জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

-: সূচিপত্র :-

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়ঃ	এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ	বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	১১
তৃতীয় অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী	৩৩
চতুর্থ অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ	৫৪
পঞ্চম অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৮১
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ	ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম	১১২
সপ্তম অধ্যায়ঃ	শোকেসিং-এ অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনী উদ্যোগ	১২২

প্রথম অধ্যায়ঃ এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি হচ্ছে এ দেশের অন্যতম জাতীয় আয়ের উৎস এবং দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের এ গুরু পূর্ণ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা, নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর(জেলা প্রশাসক), উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার(ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশীলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ ১. নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম ২. সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও ৩. উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীণ রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় “ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার” মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথাঃ

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা

হয় “ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়”। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় “ভূমি মন্ত্রণালয়” যা এখনো বলবৎ আছে।

মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

রূপকল্প (Vision):

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মাননীয় মন্ত্রী এবং তাঁকে সহায়তার জন্য একজন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে সচিব এবং একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিনজন যুগ্মসচিব (ক) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (খ) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) (গ) যুগ্মসচিব (আইন) রয়েছেন। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৮ জন উপসচিব ও ১ জন উপ-প্রধানের পদ রয়েছে। মোট শাখা রয়েছে ২৪টি।

মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার রাজস্ব প্রশাসনের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাকে সহযোগিতা করার জন্য একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আছেন। জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক নামে সমধিক পরিচিত) রাজস্ব বিষয়ে জেলার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তিনি অতিরিক্ত কালেক্টরের অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর সহায়তায় রাজস্ব বিভাগের কাজ সম্পাদন করেন। মাঠ পর্যায়ে আরো রয়েছে রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহন কর্মকর্তা(এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও), রেকর্ডরুম কর্মকর্তা। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কাজের তদারকি করে থাকেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলায় প্রধান রাজস্ব কর্মকতা হিসেবে কাজ করেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলোতে আছেন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহসিলদার) ও ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা (সহকারী তহসিলদার)।

মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রামঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ ;
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় ।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ;
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ ;
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ ;
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা ।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন ।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
অর্গানোগ্রাম

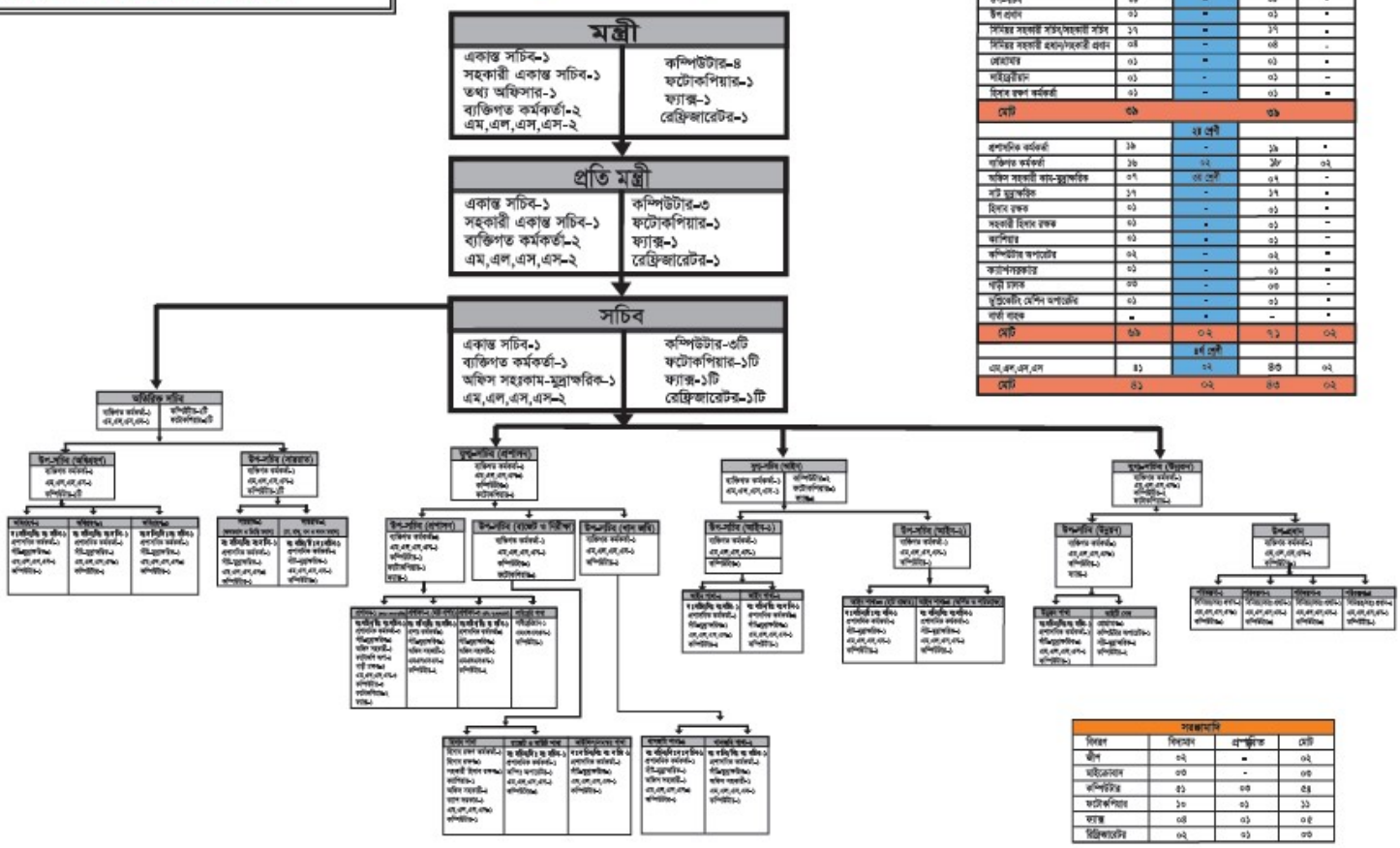

জনবলের সংখ্যা				
পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
তথ্য অফিসার	০১	-	০১	-
মোট	০৪	-	০৪	
প্রতিমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট		০৩	০৩	০৩
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্মসচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	৩৯		৩৯	
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৯	-	১৯	-
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৮	০২
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	০৫ শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশিনরক্ষার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	৬৯	০২	৭১	০২
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	৪১	০২	৪৩	০২

সরঞ্জামাদি			
বিবরণ	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রিফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী হচ্ছেঃ

ক. ভূমি স্বত্ত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ।

খ. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

গ. খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।

ঘ. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণ।

ঙ. সায়রাত মহাল (জলমহাল, চিংড়ী মহাল ও বালু মহাল হাটবাজার ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত প্রদান।

চ. অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।

ছ. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ।

জ. আইনসমূহ যুগোপযোগিকরণ।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরঃ

(ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড;

(গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;

(ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

(ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)

(চ) ল্যান্ড কমিশন।

অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মুখ্য কার্যাবলীঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ডঃ

১৯৮৯ সনে ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন মোতাবেক এই বোর্ডের সৃষ্টি হয়। ভূমি সংস্কার বোর্ডের কার্যক্রমঃ

১. বিভিন্ন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান।

২. ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সম্পর্কিত মাসিক সংকলিত প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ।

৩. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের মধ্যে বাজেট ছাড়করণ।

৪. কোর্ট অব ওয়ার্ডস ও এষ্টেট সমূহের ব্যবস্থাপনা, তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫. মাঠ পর্যায়ের সকল নন গেজেটেড কর্মচারীদের আন্তঃবিভাগীয় বদলী এবং

৬. পাঁচ লক্ষ টাকার উর্দ্ধের বালুমহাল, জলমহাল ও পাথর মহাল এর ইজারা বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদন।

ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ ক্ষমতা বলে এই বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ডের কার্যক্রমঃ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারদের আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আপীল/রিভিশন মামলার শুনানী ভূমি আপীল বোর্ডে নেয়া হয়।

১. ভূমি সংক্রান্ত মামলার শুনানী (রাজস্ব সম্পর্কীয়)।

২. নামজারী ও জমা খারিজ মামলা।

৩. সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা।

৪. ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা।

৫. ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা।

৬. খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা।

৭. পিডি আর এ্যাক্ট ১৯১৩ এর অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা।

৮. অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা।

৯. সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ন্যস্তকৃত দায়িত্ব পালন।

১০. অধীনস্থ ভূমি আদালত সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং

১১. ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ প্রদান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ

১. বিভিন্ন জেলার জরিপ পরিচালনা।

২. মৌজাওয়ারী নক্সা ও রেকর্ড প্রস্তুত।

৩. মৌজা, উপজেলা, জেলা ও সারাদেশের ম্যাপ মুদ্রণ।

৪. জরিপ স্বত্বলিপি মুদ্রণ।

৫. বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সীমানা নক্সা তৈরী, বিনিময় এবং অপদখলীয় সম্পত্তির বিরোধ নিস্পত্তি।

৬. আন্তঃবিভাগ, আন্তঃজেলা ও আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণে প্রশাসনকে সহায়তা করা।

৭. কারিগরী ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে থানা ও জেলা সীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়া।

৮. ভূমি সংস্কার ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ও আন্তঃসীমানা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৯. বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমি জরিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

১০. বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদেশের তথা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ, সীমানা পিলার সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা বিরোধ নিস্পত্তি ও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জরিপ পরিচালনা।।

১১. নদীতে জেগে ওঠা জমির জরিপকরণ।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১. জেলা ও থানা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এবং

২. বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৩. সরকারকে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্যস্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষনার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত দপ্তর অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত অফিসমূহের আয় ব্যয় নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করে থাকেঃ

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ

২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ

৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ

৪. ভূমি আপীল বোর্ড

৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প এবং

৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলায় দীর্ঘদিনের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চটগ্রাম জনসংহতি সমিতির 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় (৪ নং ধারা অনুসারে) ২০০১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' (২০০১ সালের ৫৩ নম্বর আইন) প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুসারে চেয়ারম্যানসহ মোট পাঁচজন সদস্য এই কমিশনের সদস্য। এঁরা হলেনঃ

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত পরিষদের একজন সদস্য;

(গ) সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকারবলে;

(ঙ) চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার বা কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন-

ক্রমিক	নাম ও পদবী	কার্যকাল
১	বিচারপতি আনোয়ার উল হক চৌধুরী	১৯৯৯ হতে ----
২	বিচারপতি আব্দুল করিম	১২/০৬/২০০০ হতে ----
৩	বিচারপতি মাহমুদুর রহমান	০১/১১/২০০১ হতে ২২/০২/২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত
৪	বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী	২০/০৭/২০০৯ হতে ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত
৫	বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ার উল হক	০৭/০৯/২০১৪ হতে ০৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য এলাকার জমিজমা বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। ১৯৯৯ সালের ৩ জুন গঠিত প্রথম এই কমিশনের চেয়ারম্যান এর দায়িত্বে নিয়োগলাভ করেন বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী। কমিশনের ২য় মেয়াদে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি আব্দুল করিম। ২০০১ সালের ০১ নভেম্বর হতে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। ২০০৯ সাল হতে দায়িত্ব পালক করেন বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী। বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ার উল হক।

২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে কিছু সংশোধন এনে ২০১৬ সালের ৬ অক্টোবর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৬' বিল সংসদে পাশ হয়।

এক নজরে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

(১) চরম দারিদ্র দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন

কৃষি খাস জমি বিতরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সারাদেশে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভূমিহীন ও অতি দরিদ্রদের মধ্যে মোট ১৫,৫৬৮টি ভূমিহীন পরিবারকে (স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে) মোট ১০,৪৬৭টি বন্দোবস্ত মোকদ্দমার মাধ্যমে ৮,৫৭৯.৫৩৮ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে ফলে তাদের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে এবং সমাজে নারীর, বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের, ক্ষমতায়ন হয়েছে।
গুচ্ছগ্রাম ২য় প্রর্যায় (CVRP) প্রকল্পের আওতায় ১৩৭টি গুচ্ছ গ্রামে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ৪,৫৫০টি গৃহহীন পরিবারকে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সৃজিত গুচ্ছগ্রাম গুলোতে ৫৭৪টি নলকুপ স্থাপন, ১২টি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, বৃক্ষ রোপণের জন্য ৪,৫৫০টি পরিবারের মধ্যে ২২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(২) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

সরকারি দপ্তর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক/আইটিপার্ক, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, বিভিন্ন বাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, হাসপাতাল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, শ্বশ্মানঘাট উন্নয়ন মূলক অবকাঠামো নির্মাণ, সামরিক স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য মোট ১২,৫৪৮.৮৬৯৯২ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) অনুকূলে ১০,২১১.৮৫ একর, হাইটেক পার্ক এর অনুকূলে ৭.৯৩৫ একর, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের অনুকূলে ১.৫২৫ একর, বিভিন্ন বাহিনীর অনুকূলে ১৫.১০৩২ একর, ধর্মীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১.২৫৫ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৫(১) (বি) মোতাবেক বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকগণ ৮,৩০৬.৭০৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করেছেন।

(৩) ভূমি সেবা অটোমেশন এবং ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- সিএস, এসএ এবং আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশে ৬১টি জেলার রেকর্ডরুমে এ পর্যন্ত ২কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার খতিয়ানের ডাটা কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে এবং ১৮,৫০০টি মৌজা ম্যাপ সিট স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং এবং১০,৩৬৮টি ম্যাপসিট ডিজিটাইজড করা হয়েছে।
- সকল জেলার রেকর্ডরুম হতে জনগণের চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটারাইজড খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও চাহিদা মোতাবেক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে খতিয়ানের জন্য আবেদন করে জমির মালিকগণ নিজ ইউডিসি থেকেই জমির খতিয়ান সংগ্রহ করতে পারছেন।
- জরীপ কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করার জন্য ইতিমধ্যে ১০০টি ইটিএস মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা, জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জেলার ডিজিটাল জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৪টি মৌজার মাঠ কাজ

(ডাটাএন্টি ও বুজারত) ১০২টি মৌজার তসদিক, ৪৯৭টি মৌজার আপত্তি ৯৩২ টি মৌজার আপিল ১০৫৩টি মৌজার চুড়ান্ত যাচ ২০৬৮টি মৌজার চুড়ান্ত মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

- সারাদেশের মোট ৩৫টি উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উদ্ভাবিত ল্যান্ড অটোমেশন উদ্ভাবন কাঠামোর আওতায় নামপত্তন মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।
- ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System-LIMS নামক সফটওয়্যার এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএলএমএস) এর আওতায় ৪৬টি উপজেলা/ সার্কেল ভূমি অফিসে নামজারি মোকাদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে যা খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।
- ভূমি আপীল বোর্ডের আপিল নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম ডিজিটাল করার অংশ হিসাবে Development of Web based Land Appeal Case Management Application System and Digital Library for Land Appeal Board নামক একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- PPNB কর্মসূচীর আওতায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা সিটিকর্পোরেশন এলাকাসহ ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবাং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১৩৭টি ইউনিয়ন/ পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট হতে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার ৯১টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ২৭১টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ৬৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৫৩টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার ৬০টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৫৫টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার ৫৮টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২৩৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪২টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ১০৫টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিসের অনুকূলে আইটি সামগ্রী (ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) সরবরাহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অফিসসমূহের জনবল সমূহকে আইটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং ভূমি অফিসসমূহে আইটি নেটোয়ার্কিং স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য ‘পে-রোল সাভিস সফটওয়্যার’ তেরী করে বেতন ভাতাদি, বিল তৈরী ও হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যামান ভূমি সংক্রান্ত রীট, মামলা-মোকাদ্দমা ডিজিটাল ওয়েতে মনিটরিংয়ের জন্য ‘সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ নামক একটি সফটওয়্যার develop করা হয়েছে।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ১১টি প্রকল্পে মোট ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

(৪) রাজস্ব সংগ্রহ

ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৬৭৪.৫৯ কোটি, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতিত অন্যান্য রাজস্ব খাতে ৪৪৫.৫৩ কোটি টাকা মোট ২,১২০.১২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

(৫) ভূমি জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১,০৭৯টি মৌজা জরীপ, ১২.০৭ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রস্তুত, ৩৮.৮৩ লক্ষ স্বত্বলিপি প্রকাশ, ৩৭.৩১ লক্ষ স্বত্বলিপি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর এবং ১৭৭.৯৮ লক্ষ স্বত্বলিপি জমির মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও ৯৬.০৩৮ লক্ষ ম্যাপ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। ০৯টি জেলার সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩০টি মৌজার ১০১টি জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয় করা হয়েছে।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে মোট ১২৪৩টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুন:নির্মাণ/মেরামত করা হয়েছে। এ ছাড়া মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং ভারতের তিনটি রাজ্যের জরিপ বিভাগের পরিচালকের মধ্যে তিনটি যৌথ সম্মেলন ও ৫টি যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধুনালুপ্ত ১১১টি ছিটমহলের ৩৪টি মৌজার মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ শেষে রেকর্ড মুদ্রণ করা হয়েছে। ডিজিটাল ম্যাপ প্রসেসিং এর জন্য ১০টি ক্যাডাস্টাল ম্যাপ ডাটা প্রসেসিং সফটওয়্যার ও ৪টি হাই পাওয়ার জিআইএস ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৩,৩৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫২ টি কোর্সে ৩৩৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৩২৯ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে মোট ৭৩৬ জন বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ২০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটারে দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৭) অডিট আপত্তি ও রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি

- ২০১৬-১৭ সালে প্রাপ্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১২৩১টি। অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৯২.৯৭ লক্ষ টাকা। এ সময় নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি ১৩২৮টি (বকেয়াসহ) এবং নিষ্পত্তির সাথে সম্পর্কিত টাকার পরিমাণ ১৫২৬.২৭ লক্ষ টাকা।
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনার আওতায় সারাদেশে মোট ২৩.৬৫ লক্ষ নামপত্তন মোকদ্দমা, ৪৬,৯৪৪ টি মিস মোকদ্দমা এবং ১৭,৫৪৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

(৮) ইউনিয়ন/উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য প্রগতি ইন্ডাজট্রি থেকে ৯৬টি ডাবল কেবিন পিক আপ ক্রয় করা হয়েছে যা ৯৬ টি উপজেলা ভূমি অফিসে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সারাদেশে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণের নিমিত্ত বিদ্যমান দুর্বল অবকাঠামো এর পরিবর্তে নতুনভাবে ৩১০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ কাজ শেষ হয়েছে। অপরদিকে ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ কাজের প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদন হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া পুরাতন ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ মেরামতের জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণি ৩৫৪ টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১৪৬টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরিপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে নিয়েগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রা:) ৩য় শ্রেণির ২৩টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১২টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাজেট ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

(ক) বাজেট ২০১৬-১৭

সম্পুরক মঞ্জুরী ও বরাদ্দ দাবী (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ১০৭৭.৭৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৪১৩.২৮ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে অনুন্নয়ন খাতে ৯৪৬.৩৬ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৪৪৯.২১ কোটি। অনুনয়ন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল **১৪৯১.০৩** কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	বিবরণ	সংশোধিত ২০১৬-১৭	বাজেট ২০১৬-১৭
	প্রশাসন		
৪৬০১	সচিবালয়	৯২,৩১,৬৫	২৩৮,৫৬,৫৯
৪৬০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক-রাজস্ব	১৪,৬৩,৭৩	১৫,১১,০০
৪৬০৭	ভূমি সংস্কার বোর্ড	৬,৫০,০০	৬,২৫,০০
৪৬০৯	ভূমি আপীল বোর্ড	২,৯৩,৩৩	২,৮৬,৮৩
৪৬১১	ল্যান্ড কমিশন	১,৪৩,১০	৬৮,১৭
	মোট-প্রশাসন	**১১৭,৮১,৮১**	**২৬৩,৪৭,৫৯**
	ভূমি ব্যবস্থাপনা		
৪৬৩২	জেলা কার্যালয়সমূহ	৯২,০০,০০	৯১,০৯,৩৪
৪৬৩৩	উপজেলা কার্যালয়সমূহ	১৯৪,০০,০০	১৯৪,৩১,৬৭
৪৬৩৪	ইউনিয়ন ভূমি অফিসমূহ	৩৮০,০০,০০	৩৭৬,৯০,৪৯
৪৬৩৬	ভূমি প্রশিক্ষণকেন্দ্র	৪,০১,০৭	৩,৩৩,৮৮
৪৬৩৭	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৫৮,৫৪,০৫	১৪৮,৬২,০৩
	মোট-ভূমি ব্যবস্থাপনা	**৬৮২,৩৩,২২**	**৮১৪,২৭,৪১**
	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী		
৪৬৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী		
	মোট-রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচী:		

	(ক) উপমোট **(অনুন্নয়ন খাত):**	৯৪৬.৩৬	১০৭৭.৭৫
	(খ) উপমোট (উন্নয়ন খাত)	৪৪৯.২১	৪১৩.২৮
	সর্বমোট- ভূমি মন্ত্রণালয় (ক+খ)	১৩৯৫.৫৭	**১৪৯১.০৩**
	কথায়ঃ	এক হাজার তিনশত পচানব্বই কোটি সাতান্ন লক্ষ মাত্র	এক হাজার চারশত একানব্বই কোটি মাত্র।

খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সুদূর প্রসারি চিন্তাভাবনার ফসল রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেমাত্রা নিয়ে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২০ কে সঠিকভাবে, দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করেছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি অনন্য উদ্ভাবন কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনার আলোকে এক অর্থ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে চুক্তি করতে হয়। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রমকে বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে বিভক্ত করে উক্ত নির্দেশক কিভাবে কতটুকু বাস্তবায়ন করা হবে তা এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) উল্লেখ থাকে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর মূল উদ্দেশ্যে হলো সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড এর সকল কার্যক্রম সংখ্যা তাত্বিকভাবে প্রকাশ ও মূল্যায়ন। বছর শেষে এই চুক্তির নির্দেশক অনুসারে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন পূর্বক সকল মন্ত্রণালয়ের একটি গ্রেডিং তালিকা করা হয়ে থাকে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরঃ

০৪-০৮-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। একইভাবে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ০৬-০৭-২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬-১৭ সালের সম্পাদিত ও নিষ্পত্তিকৃত কাজের ওপর ভিত্তি করে ভূমি মন্ত্রণালয় মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯১.৪৩ নম্বর অর্জন করে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিম্নে ছক আকারের উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা - সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ রূপকল্প

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনে ভূমি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ড হালকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অপদখলীয় ও অমিমাংসিত সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে অপদখলীয় ও অমিমাংসিত এলাকায় ১১২৪টি ষ্ট্রিপম্যাপ উভয় দেশের প্রতিনিধি দ্বারা যৌথ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রায় ৬৫ হাজার ভূমিহীনকে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ ৯১টি গুচ্ছগ্রামে ৩৫৩১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪১০৫৪টি মৌজা জরিপ, ৩৫৫৩৬টি মৌজার খতিয়ান প্রস্তুত, ২৫,৩৫২টি মৌজার খতিয়ান মূদ্রণ ও ২০৭৯৪টি মৌজার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রিন্টিং এর জন্য হেইডেলবার্গ মেশিন স্থাপনসহ ১,১৫,০২৫টি ম্যাপস্ক্যান, ৪,৩৭,৪৪১টি সিটি জরিপ খতিয়ান ও ৯১,৪৪,৭৬৫টি আরএস খতিয়ান সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রায় ৯০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের ২১২টি উপজেলায় ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রস্তুতসহ অনলাইনে ৭০ লক্ষ খতিয়ান জনসাধারণকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রমে জরিপ বিভাগে প্রশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল ও সফটওয়ারের অভাব রয়েছে। মাঠপর্যায়ে রাজস্ব সার্কেল বৃদ্ধি ও ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি অফিস সৃজিত না হওয়ায় এবং বর্তমান অনুমোদিত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনেক পদশূন্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ঢাকা ও সিলেট বিভাগ ব্যতীত অপর ছয়টি বিভাগের সকল রাজস্ব অফিসে আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে। সমগ্র দেশে ডিজিটাল জরিপ চালু করণসহ অনলাইনে নক্সা ও খতিয়ান বিতরণ, সকল ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজড করা, সারাদেশে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৩৬০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ, ৭টি বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট একাডেমী স্থাপনসহ সকল জরিপ ও রাজস্ব অফিসে ই-হাজিরা চালু করা হবে। সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনসহ দেশের ৬৪টি রেকর্ডরুম অটোমেশন করা হবে। সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে ম্যাপ ও খতিয়ানের কপি অনলাইনে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ২৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও ১৫০০০ জন গৃহহীনকে গুচ্ছগ্রামে পূনর্বাসন করা হবে।
- ১২১৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়, ৬৮.২০ লক্ষ নামপত্তন মোকদ্দমা, ৫০০০০ সার্টিফিকেট মোকদ্দমা ও ১৫০০০ মিস মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হবে। ৭৮০০ জলমহাল, ৫০০টি বালু মহাল, ১৬২ লবণমহাল ও ৭০০০টি হাট বাজার ইজারা দেয়া হবে।
- ৬.৫০ লক্ষ খতিয়ান খতিয়ান প্রস্তুতপূর্বক ভূমি মালিকদের নিকট হস্তান্তর এবং ৫০০টি সীমানা পিলার মেরামত ও সংস্কার করা হবে।
- প্রায় ৪১৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব ও জরিপ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- ৪৯১৩টি অফিস/ইউনিট নিরীক্ষা করা হবে।

সেকশন-১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision):

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ;
- ২. জরিপ, রেকর্ড সংশোধন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- ৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস;
- ৪. ভূমির সবোর্ত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- ২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- ৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- ৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

- ১. ভূমি স্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
- ২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
- ৩. খাস, অর্পিত ও পরিত্যাক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
- ৪. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণ;
- ৫. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
- ৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
- ৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল;
- ৮. আইনসমূহ যগোপযোগিকরণ;

সেকশন ২
মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯		
১. নিষ্কন্টক ভূমিস্বত্ব	স্বত্বলিপি হস্তান্তর ও হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১৭	১৯	২২	২৫	২৮	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
২. ভূমি তথ্যে সহজ প্রবেশাধিকার	সরবরাহকৃত ডিজিটাইজড খতিয়ান	%	৩	৯	২০	৩০	৩৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
৩. ভূমিহীনদের সংখ্যা হ্রাস	পূনর্বাসিত ভূমিহীন পরিবার	%	১.৫০	২.০০	২.৫০	৩.০০	৩.৫০	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	ভূমি সংস্কার বোর্ড/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প

সেকশন-৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন ;	৪০	[১.১] রেকর্ড হালকরণ	[১.১.১] হালনাগাদকৃত খতিয়ান	সংখ্যা (লক্ষ)	১০.০০	২৩.০৫	১৮.০০	২৩.৬০	২৩.৪০	২৩.৩০	২৩.২০	২৩.১০	২৪.০০	২৪.৫০
		[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাঃ)	টাকা (কোটি)	৫.০০	৩০২.৫৪	২৬৮.০০	৬৩০.০০	৬০০.০০	৫৮০.০০	৫৫০.০০	৫০০.০০	৬৫০.০০	৬৬০.০০
			[১.২.২] ভূমি উন্নয়ন কর ব্যতীত আদায়কৃত অন্যান্য ভূমি রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১.০০	৩১৫	৬৫	১৯৫.০০	১৮০.০০	১৬০.০০	১৫৫.০০	১৫০.০০	২০০.০০	২২৫.০০
			[১.২.৩] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা (কোটি)	১.০০	৭৭.৯৩	১১.০০	১০০.০০	৯৫.০০	৯০.০০	৮৫.০০	৭৮.০০	১০৫.০০	১১০.০০
		[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	২.০০	৪৫২.০০	৬৭.০৮	১০৪.০০	১০০.০০	৯৫.০০	৯০.০০	৮৫.০০	২৬৫.০০	২৭৭.০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	সংখ্যা	১.০০	১৫০	৬০০০	৭০০০	৬৮০০	৬৫০০	৬৩০০	৬১০০	৭৮০০	৭৮০০
			[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	সংখ্যা	১.০০	৩৫৩	৪৫০	৪৭০	৪৬৫	৪৬০	৪৫৫	৪৫০	৪৯০	৪৯০
		[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	সংখ্যা	১.০০	৬০৩২	৬১৫৭	৬৫০০	৬৪০০	৬২০০	৬১০০	৬০৫০	৬৮০০	৬৮০০
		[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৩২৫০	২৩৬৯	৩৭৯০	৩৬০০	৩৫০০	৩৩৫০	৩৩০০	৩৬৪৭	৩৭২৫
		[১.৬] বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডার ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	সংখ্যা	২.০০	২৫৪	১২৯	১৪০	১৩৮	১৩৫	১৩২	১৩০	১৪০	১৫০
		[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] অধিগ্রহণকৃত ভূমি	একর	১.০০	১০৮৮২.০১	২৯৬৩.৩৭০১	৩৫০০	৩৩৫০	৩২০০	৩১০০	৩০০০	৫৫০০	৫৮০০
		[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	কেস সংখ্যা	৩.০০	২১৪৫	১৩৯৫২	১৫০০০	১৪৭৫০	১৪৫০০	১৪২০০	১৪০০০	১৫২৫০	১৫৫০০
		[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	সংখ্যা	২.০০	১৯৮০৭	৭৭১৭	১৬৬০০	১৬৩০০	১৬০০০	১৫৭০০	১৫৫০০	১৬৭০০	১৬৮০০
		[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	সংখ্যা	২.০০	৫৫৭	৪০৮	৪৬০	৪৫৫	৪৫০	৪৪৫	৪৪০	৪৬১	৪৬২
		[১.১১] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা	[১.১১.১] লীজ প্রদানকৃত জমির পরিমান	একর	০.৫০	২০.০০	১৭.১৩	২৪	২৩	২২	২১	২০	২৫	২৬
			[১.১১.২] লীজ বাবদ আদায়কৃত	টাকা (কো	০.৫০	১.৪৪	১.০৩	১.৭৫	১.৬০	১.৫৫	১.৫০	১.৪৫	২.০০	২.১০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		(ঢাকা নওয়াব এস্টেট)	অর্থ	টি)										
		[১.১২] কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর ভূমি ব্যবস্থাপনা (ভাওয়াল রাজ এস্টেট)	[১.১২.১] লীজ প্রদানকৃত জমির পরিমাণ	একর	০.৫০	৫০.৪২	৩৫.৩০	৫৫.০০	৫৩.০০	৫২.০০	৫১.০০	৫০.০০	৬০.০০	৭০.০০
			[১.১২.২] লীজ বাবদ আদায়কৃত অর্থ	টাকা (কোটি)	০.৫০	২.০৬	১.১০	২.২০	২.১০	২.০৫	২.০০	১.৮০	২.৩০	২.৪০
		[১.১৩] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১৩.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	২.০০	৪৮৯০	৩৬৯৫	৪৯১৩	৪৯০৫	৪৯০০	৪৮৯৫	৪৮৯০	৪৯১৩	৪৯১৩
		[১.১৪] ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.১৪.১] নির্মাণকৃত ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	২.০০	০	০	২০০	১৯৫	১৯০	১৮৫	১৮০	২২৫	৭৫
[২] জরিপ, রেকর্ড সংশোধন ও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম জোরদারকরণ ;	৩২	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	সংখ্যা	৫.০০	৮৪৩	৪৬৪	৬০০	৫৫০	৫৩০	৫০০	৪৭০	৭০০	৮০০
		[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১১.৩৪	১১.৫৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
			[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২২.১১	১১.৩৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১৬.২৪	১২.১৩	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫	৬.৫০	৬.৫০
			[২.৩.২] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২২.১১	১১.৩৬	৬.০০	৫.৯	৫.৭	৫.৬	৫.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	৩.০০	৭	৩	৪	৩	০	০	০	৪	৪
			[২.৪.২] সংরক্ষণ ও মেরামতকৃত সীমানা পিলার	সংখ্যা	১.০০	৯৬৬	১৬০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৭৫	৩৫০	৫২৫	৫৫০
		[২.৪]	[২.৪.৩] যৌথ	সং	১.০০	৫	২	৩	২	০	০	০	৫	৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন* ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	সীমান্ত সম্মেলন	খ্যা										
			[২.৪.৪] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১.০০	১	৫	৫	৪	০	০	০	৫	৫
		[২.৫] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ	[২.৫.১] সিএস,এসএ ও আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজ ডকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	০	২২.০০	২০০.০০	১৯০.০০	১৮০.০০	১৭০.০০	১৬০.০০	২০০.০০	
		[২.৬] স্বত্বলিপি ও ম্যাপ সরবরাহকরণ	[২.৬.১] জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট স্বত্বলিপি সরবরাহ করণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	১৫.৬৯	৮.২১	৮.০০	৭.৮০	৭.৫০	৭.২০	৭.০০	৯.০০	৯.০০
			[২.৬.২] জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের নিকট ম্যাপ সরবরাহকরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	২.৩২	৩.০	৩.৫০	৩.৪০	৩.৩৫	৩.২৫	৩.০০	৩.৭৫	৪.০০
[৩] ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা হ্রাস।	৮	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি	একর	২.০০	৭৫১৮	১১৩২৬.০৪৩৮	৮০০০	৭৮০০	৭৭০০	৭৬০০	৭৫৫০	৫০০০	৫০০০
			[৩.১.২] সনাক্তকৃত ভূমিহীন	সংখ্যা	২.০০	১৪০৫০	১৫৫১৪	১৬০০০	১৫৯০০	১৫৮০০	১৫৬০০	১৫৫০০	২১০০০	২১০০০
			[৩.১.৩] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	২.০০	১১৪৫৬	৯০৩০	৯০৫০	৯০৪৫	৯০৪০	৯০৩৫	৯০৩০	১০০০০	১০৫০০
		[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	একর	১.০০	১০২৩৮	৪৪১২.১১২৬	৫০০	৪০০	৩৫০	৩২৫	৩০০	১০০০	১০০০
		[৩.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	১.০০	০	১৪৭	৩০০০	২৮০০	২৭০০	২৬০০	২৫০০	৩০০০	৩১০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন * ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৬	[১.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[১.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৫-০৫-২০১৬	১৬-০৫-২০১৬	১৭-০৫-২০১৬	১৮-০৫-২০১৬	১৯-০৫-২০১৬		
		[১.২] ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			১৪-০৮-২০১৬	১৬-০৮-২০১৬	১৭-০৮-২০১৬	১৮-০৮-২০১৬	২১-০৮-২০১৬		
		[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[১.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
		[১.৪] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[১.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০১-২০১৭	০১-০২-২০১৭	০২-০২-২০১৭	০৫-০২-২০১৭	০৬-০২-২০১৭		
		[১.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১.০০			৩০-০৬-২০১৬						
		[১.৬] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট	[১.৬.১] বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০			৩	২	১				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন * ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান												
[২] কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	৫	[২.১] ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন	[২.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত	তারিখ	১.০০			২৮-০২-২০১৭	৩০-০৩-২০১৭	৩০-০৪-২০১৭	৩১-০৫-২০১৭	২৯-০৬-২০১৭		
		[২.২] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	[২.২.১] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল, ছুটি নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০				
		[২.৩] সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৩.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক অনলাইন সেবা চালুর লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		
			[২.৩.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অধিকসংখ্যক সেবাপ্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণীত এবং অগ্রাধিকার নির্ধারিত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	০৭-১২-২০১৬	১৪-১২-২০১৬	২১-১২-২০১৬	২৮-১২-২০১৬		
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১.০০			৯০	৮০	৭০	৬০	৫০		
[৩]	৩	[৩.১]	[৩.১.১] প্রশিক্ষণের	জনঘ	১.০০			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন * ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	সময়*	ন্টা										
		[৩.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১.০০			৩১-০৭-২০১৬	১৪-০৮-২০১৬					
			[৩.২.২] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১.০০			৪	৩	২				
[৪] কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	৩	[৪.১] অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখা	[৪.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.২] সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা	[৪.২.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য টয়লেটসহ অপেক্ষাগার চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				
		[৪.৩] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণে	[৪.৩.১] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	১.০০			৩০-১১-২০১৬	৩১-১২-২০১৬	৩১-০১-২০১৭				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন * ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
		র ব্যবস্থা চালু করা												
[৫] তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১.০০			১০০	৯০	৮০	৭৫	৭০		
		[৫.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	[৫.২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০			১৫-১০-২০১৬	২৯-১০-২০১৬	১৫-১১-২০১৬	৩০-১১-২০১৬	১৫-১২-২০১৬		
[৬] আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	১	[৬.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৬.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পান চুক্তির মূল্যায়নঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ভূমি মন্ত্রণালয়ে সম্পাদিত কর্মের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত মান ৯১.৪৩। ২০১৬-১৭ সনের বার্ষিক কর্মসম্পান চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিম্নে দেয়া হলোঃ

							পরিমাপের মান						সাফল্য		
ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান(Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	অর্জন (মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা অনুমোদিত
১	সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;	৪৫	[১.১] খতিয়ান হালকরণ	[১.১.১] নিষ্পত্তিকৃত নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন	%	৫.০০	৮০	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫			০	
				[১.১.২] জেলা রেকর্ড রুমে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫			০	
				[১.১.৩] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৬৫			০	
				[১.১.৪] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১.০০	৮০	৭৭	৭৫	৭২	৭০			০	
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটান-৩	টাকা কোটি	৪.০০	৪৪৫	৪৪২	৪৪০	৪৩৮	৪৩৬			০	
				[১.২.২] [আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর	%	১.০০	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০			০	
				[১.২.৩] ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানযোগ্য হোল্ডিং এর মধ্যে আদায়কৃত হোল্ডিং	%	১.০০	৬৫	৬২	৫৯	৫৭	৫৫			০	
				[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	টাকা কোটি	১.০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২			০	
			[১.৩] কর বহির্ভূত	[১.৩.১] আদায়কৃত কর	টাকা	১.০০	১০৬	১০৫	১০৪	১০৩	১০২			০	

			রাজস্ব আদায়	বহির্ভুত রাজস্ব	কোটি										
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	%	১.০০	৮০	৭৭	৭৫	৭৩	৭০			০	
				[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	%	১.০০	৭০	৬৮	৬৭	৬৬	৬৫			০	
				[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	%	১.০০	৯০	৮৮	৮৫	৮৩	৮০			০	
				[১.৪.৪] ইজারাকৃত লবণমহাল	%	১.০০	৭০	৬৮	৬৬	৬৩	৬০			০	
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৫১০	৪৫৯	৪০৮	৩৫৭	৩০৬			০	
				[১.৫.২] এলএটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	১৬০০	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২৫০			০	
				[১.৫.৩] ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	১৩১০	১২৯০	১২৮০	১২৭০	১২৬০			০	
				[১.৫.৪] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২.০০	৪২০	৩৮০	৩৩৬	২৯৪	২৫২			০	
			[১.৬] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১.০০	২৪০	২২০	২১০	২০৫	২০০			০	
			[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব	%	২.০০	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫			০	
				[১.৭.২] সি এল এসি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাব	%	১.০০	৯০	৮৬	৮৩	৭৯	৭৫			০	

			[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ	%	২.০০	৬০	৫৭	৫৫	৫৩	৫০			০	
			[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	%	২.০০	৭০	৬৭	৬৪	৬২	৬০			০	
			[১.১০] ভূমি আপীল বোর্ডের আপীল মামলা নিষ্পত্তি	[১.১০.১] নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলা	%	১.০০	৬৫	৬১	৫৭	৫৩	৫০			০	
			[১.১১] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১১.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	১.০০	৪৯১৩	৪৯০০	৪৮৯৫	৪৮৯০	৪৮৮৫			০	
				[১.১১.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	%	১.০০	৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭			০	
			[১.১২] ভূমি অফিস নির্মাণ	[১.১২.১] নির্মাণকৃত উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	১.০০	২৫০	২৪০	২৩০	২২৮	২২৫			০	
			[১.১৩] খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল মুক্ত করণ	[১.১৩.১] অবৈধ দখল মুক্তকৃত খাসজমি/সরকারি সম্পত্তি	একর	১.০০	১৫০০	১৩৫০	১২০০	১০৫০	৯০০			০	
			[১.১৪] পদ সৃজন, নিয়োগ ও পদায়ন	[১.১৪.১] পূরণকৃত শুন্য পদ	সংখ্যা	১.০০	৩৭	৩৫	৩৩	৩০	২৭			০	
			[১.১৫] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১৫.১] পরিদর্শনকৃত অফিস	সংখ্যা	১.০০	৬৯৫	৬৯০	৬৮৮	৬৮৫	৬৮০			০	
				[১.১৫.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১.০০	৫০	৪৭	৪৫	৪৩	৪০			০	
				[১.১৫.৩] ভিডিও	সংখ্যা	১.০০	৮	৭	৭	৭	৬			০	

				কনফারেন্স আয়োজন											
২	দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;	২৬	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] জরিপকৃত মৌজা	সংখ্যা	৫.০০	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০			০	
			[২.২] স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশ	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত স্বত্বলিপি	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০			০	
				[২.২.২] স্বত্বলিপি প্রকাশ	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০			০	
				[২.২.৩] মুদ্রিত ভূমি স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ ও হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	২.০০	৮.০০	৭.২০	৬.৪০	৫.৬০	৪.৮০			০	
			[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] ভূমি মালিকদের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	৩.০০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০			০	
				[২.৩.২] ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তর	সংখ্যা লক্ষ	২.০০	৬.৫০	৫.০৮	৫.২০	৪.৫৫	৩.৯০			০	
			[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	৩.০০	২	১	১	১	০			০	
				[২.৪.২] সংরক্ষণ ও মেরামতকৃত সীমানা পিলার	সংখ্যা	১.০০	৫২৫	৫০০	৪৫০	৩৭৫	৩৫০			০	
				[২.৪.৩] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শন	সংখ্যা	১.০০	৫	৪	৩	২	১			০	
				[২.৪.৪] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন	সংখ্যা	০.৫০	৩	২	১	১	১			০	
				[২.৪.৫] যৌথ জরিপের সুপারিশের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	%	০.৫০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০			০	
			[২.৫] স্বত্বলিপি,	[২.৫.১] সিএস,এসএ ও	সংখ্যা	২.০০	১০.০৮	৯.০৭	৮.০	৭.০৫	৬.০৪			০	

			কম্পিউটারে সংরক্ষণ	আরএস খতিয়ান কম্পিউটারাইজডকৃত	লক্ষ				৬						
৩	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পূনর্বাসন;	৫	[৩.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.১.১] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরন	একর	১.০০	১৩৫০০	১১৭১৮	১০৮০০	৯৪৫০	৮১০০			০	
				[৩.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমির পরিমাণ	একর	১.০০	১০০০০	৯০০০	৮০০০	৭০০০	৬০০০			০	
				[৩.১.৩] শনাক্তকৃত ভূমিহীন	সংখ্যা	১.০০	৪০১৯২	৩৬১৭২	৩২১৫৩	২৮১৩৪	২৪১১৫			০	
				[৩.১.৪] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	১.০০	২০০০০	১৮০০০	১৬০০০	১৪০০০	১২০০০			০	
			[৩.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৩.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমি	একর	০.৫০	৪৫০০	৪০৫০	৩৬০০	৩১৫০	২৭০০			০	
			[৩.৩] গুচ্ছ গ্রাম সৃজন	[৩.৩.১] গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	০.৫০	১৫০০০	১৪৫০০	১৪০০০	১৩৮০০	১৩৫০০			০	
৪	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	৪	[৪.১] আইন ও বিধি-বিধানসমূহ যুগোপযোগিকরণ	[৪.১.১] প্রস্তুতকৃত যুগোপযোগিকৃত আইনের তালিকা	সংখ্যা	১.০০	১	০	০	০	০			০	
				[৪.১.২] প্রণয়নকৃতব্য নতুন আইনের খসড়া	সংখ্যা	১.০০	১	০	০	০	২			০	
				[৪.১.৩] প্রণয়নকৃত নতুন আইন	সংখ্যা	১.০০	১	০	০	০	০			০	
				[৪.১.৪] বাংলা ভাষায় অনুদিত আইন/বিধি-বিধান	সংখ্যা	১.০০	১	০	০	০	০			০	
এম.১	কার্যপদ্ধতি,	৯	[এম.১.১]	[এম.১.১.১] ই-ফাইলে		১.০০	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০			০	

	কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন		মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	নথি নিষ্পত্তিকৃত										
			[এম.১.২] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	[এম.১.২.১] ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত		০.৫০	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০			০	
			[এম.১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা	[এম.১.৩.১] ন্যূনতম দুটি অনলাইন সেবা চালুকৃত		১.০০	৩০-১১-২০১৭	০৭-১২-২০১৭	১৪-১২-২০১৭	২১-১২-২০১৭	২৮-১২-২০১৭			০	
			[এম.১.৪] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP-সমূহের ডাটাবেস প্রস্তুতকৃত		১.০০	৩১-০৮-২০১৭	১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭			০	
				[এম.১.৪.২] উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও SIP রেপ্লিকেটেড		১.০০	৪০	৩০	২৫	২০	১০			০	
			[এম.১.৫] সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	[এম.১.৫.১] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত		১.০০	১৪-০৯-২০১৭	২৮-০৯-২০১৭	১২-১০-২০১৭	৩১-১০-২০১৭	১৪-১২-২০১৭			০	
			[এম.১.৬]	[এম.১.৬.১] তালিকা		১.০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০			০	

			মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি											
				[এম.১.৬.২] শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত		০.৫০	১১-০১-২০১৮	১৮-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	২৫-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮			০	
			[এম.১.৭] সিটিজেন্স চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	[এম.১.৭.১] সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত		১.০০	৩১-১২-২০১৭	১৫-০১-২০১৮	২২-০১-২০১৮	০৮-০২-২০১৮	২২-০২-২০১৮			০	
			[এম.১.৮] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.১.৮.১] নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরিত		০.৫০	১২	১১						০	
				[এম.১.৮.২] নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ		০.৫০	৯০	৮০	৭৫	৭০	৬০			০	
এম.২	দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা	৪	[এম.২.১] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	[এম.২.১.১] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি দাখিলকৃত		০.৫০	২৩-০৪-২০১৭	২৪-০৪-২০১৭	২৫-০৪-২০১৭	২৬-০৪-২০১৭	২৭-০৪-২০১৭			০	
			[এম.২.২] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[এম.২.২.১] নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	০৮-০৮-২০১৭	১০-০৮-২০১৭	১৩-০৮-২০১৭	১৬-০৮-২০১৭	১৭-০৮-২০১৭			০	
			[এম.২.৩] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	[এম.২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণীত ও দাখিলকৃত		০.৫০	৪	৩						০	

			[এম.২.৪] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল	[এম.২.৪.১] নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত		১.০০	৩০-০১-২০১৮	৩১-০১-২০১৮	০১-০২-২০১৮	০৫-০২-২০১৮	০৬-০২-২০১৮			০	
			[এম.২.৫] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর	[এম.২.৫.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত		১.০০	১৫-০৬-২০১৮	১৮-০৬-২০১৮	১৯-০৬-২০১৮	২০-০৬-২০১৮	২১-০৬-২০১৮			০	
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৩	[এম.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.১.১] বছরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত		১.০০	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০			০	
			[এম.৩.২] স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[এম.৩.২.১] স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা		০.৫০	০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮			০	
				[এম.৩.২.২] অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা		০.৫০	০১-০২-২০১৮	১৫-০২-২০১৮	২৮-০২-২০১৮	২৮-০৩-২০১৮	১৫-০৪-২০১৮			০	
			[এম.৩.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	[এম.৩.৩.১] কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েব সাইটে প্রকাশিত		১.০০	১৫-১০-২০১৭	২৯-১০-২০১৭	১৫-১১-২০১৭	৩০-১১-২০১৭	১৪-১২-২০১৭			০	
এম.৪	দক্ষতা ও নৈতিকতার	২	[এম.৪.১]	[এম.৪.১.১] প্রশিক্ষণের		১.০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০			০	

	উন্নয়ন		সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	সময়											
			[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা	[এম.৪.২.১] শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত		০.৫০	১৩-০৭-২০১৭	৩১-০৭-২০১৭						০	
			[এম.৪.৩] নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা	[এম.৪.৩.১] ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত		০.৫০	৪	৩						০	
এম.৫	তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা	২	[এম.৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত		০.৫০	১০০	৯০	৮০					০	
			[এম.৫.২] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	[এম.৫.২.১] স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত		০.৫০	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫			০	
			[এম.৫.৩]	[এম.৫.৩.১] বার্ষিক		১.০০	১৫-১০-	২৯-	১৫-	৩০-	১৪-১২-			০	

			মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত			২০১৭	১০-২০১৭	১১-২০১৭	১১-২০১৭	২০১৭				
মোট সংযুক্ত স্কোর:														৯১.০৬	

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ/শাখার কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তঃ

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু'প্রকারের খাসজমি আছে, কৃষি খাস জমি এবং অকৃষি খাস জমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ২০৫১৭৪৮.৫৫৬৪ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ ৫৪৮৬৮১.১৮০৮ একর। সারাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ২০৭০০২৬.৬৫৪৯ একর । এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমির পরিমাণ ১০৬১৩২২.৬১৬৯ একর। নিম্নে বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাস জমির তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

বিভাগ	মোট কৃষি খাস জমি (একর)	বন্দোবস্তযোগ্য	মোট অকৃষি খাস জমি (একর)	বন্দোবস্তযোগ্য
ঢাকা	১৯৩১৮২.৩১৪	৮৩৫৮১.৪৯৭৩	২৪৬০১৫.৭২৩৮	১০০০৮.০৪০৬
ময়মনসিংহ	১০৫০১২.৭৫	৬৪০৯০.০৬	৭৭৪৫১.২৬	১৪০২.৩৬
চট্টগ্রাম	১১২৫৭৭১.১৪২	২৪০৮০০.১৬	১২৬৬৫৬৯.৪৭৯৯	১০১৮৮৫৫.৮০৮২
সিলেট	১৫৬৯৩৫.২৪	৩৫৯৪৫.১০৪	১৭৫৬৭৬.০৬	২৪১৩১.০৩
রাজশাহী	১০১২৪৪.৪৪৩২	৩৩১৭১.৫৮৯	১১৩৩৩৩.২৪৯৮	৩৫৫২.৩৬৭৭
খুলনা	৮৭৮৩৪.৬২৫২	২০৫২৫.৯৫৫৫	১৩২৭৮৭.৪৬৬১	১০২৩.৬২১৬
রংপুর	১১৩৭৫৪.১৫	৫২৮৪৯.৩০	৫৬৯৩২.০০	১৫২৩.৭০
বরিশাল	১৬৮০১৩.৮৯২	১৭৭১৭.৫১৫	১২৬১.৪১৫৩	৮২৫.৬৮৮৮
মোট	**২০৫১৭৪৮.৫৫৬৪**	**৫৪৮৬৮১.১৮০৮**	**২০৭০০২৬.৬৫৪৯**	**১০৬১৩২২.৬১৬৯**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাসজমির উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭ এর আলোকে সারা দেশে ২০০৯ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে ১,৮০,২৫৭টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৯৩,৯৩১.৬২৪৯ (তিরা নব্বই হাজার নয় শত একত্রিশ দশমিক ছয় দুই চার নয়) একর কৃষি খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০,০১৬ ভূমিহীন পরিবারকে মোট ৮৭০৫.৬৬৪১ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার এবং তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমির পরিমাণ (বিভাগভিত্তিক তালিকা)নিম্নরূপঃ

	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে	
বিভাগের নাম	**বন্দোবস্ত প্রাপ্ত উপকার ভোগী ভূমিহীন পরিবার**	**বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কৃষি জমি (একরে)**
ঢাকা	৩১২৪	৮১৬.৪৬১২
ময়মনসিংহ	১৪২৯	২৭১.৫৯১২
চট্টগ্রাম	৫৯৭৬	৫১৮৩.৫২৫৮
সিলেট	১০৫৮	৩২৪.০৫১২
রাজশাহী	২৮০১	৩৭০.৭১
খুলনা	২১২৭	২০৮.৫২০৮
রংপুর	২৫৮৯	৭২৯.৯৫
বরিশাল	৯১২	৮০০.৮৫৩৯
মোট	২০০১৬	৮৭০৫.৬৬৪১

অপরদিকে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারী আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি-বা প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকুলে অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার অনুকুলে মোট ১২৫৪৮.৮৬৯৯২ একর অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

বন্দোবস্তপ্রদানকৃত এই জমির তথ্য নিম্নরুপঃ

বেজা	হাইটেক	মুক্তিযোদ্ধা	বিভিন্ন বাহিনী	ব্যক্তি পর্যায়ে	শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	মোট
১১,২২২.০১	২১৮.৬৯৫	১.৮১০৯৫	১৬.১৫৩২	১.০০৫	১০৮৯.১৯৫৭৭	১২৫৪৮.৮৬৯৯২

চা বাগান

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লীজ প্রদান, লীজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে ইজারা দেওয়া সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি, ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯ এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১।

চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, এছাড়া ইজারাবর্হিভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা নিম্নে ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাকৃত চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন			ইজারাবিহীন চা বাগানের জেলাভিত্তিক বিভাজন		
০১।	মৌলভীবাজার	৯২টি	০১।	মৌলভীবাজার	৮৪টি	০১।	মৌলভীবাজার	০৮টি
০২।	সিলেট	১৯টি	০২।	সিলেট	১৫টি	০২।	সিলেট	০৪টি
০৩।	হবিগঞ্জ	২৪টি	০৩।	হবিগঞ্জ	২৩টি	০৩।	হবিগঞ্জ	০১টি
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩টি	০৪।	চট্টগ্রাম	১৭টি	০৪।	চট্টগ্রাম	০৬টি
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	০৫।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি	০৬।	রাঙ্গামাটি	-	০৬।	রাঙ্গামাটি	০১টি
	সর্বমোট=	**১৬০টি**		**সর্বমোট=**	**১৩৯টি**		**সর্বমোট=**	**২১টি**

সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদিঃ

০১। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি।

০২। ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি।

০৩। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি।

০৪। ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।

০৫। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৭ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ ৩৫৩৮৮টি। তার তন্মধ্যে পূরণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫৭টি, ২য় শ্রেণীর ৫৩৬টি এবং ৩য় শ্রেণীর ৫০৮০টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পদের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৪৬০৮টি । নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপদসমূহে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মঞ্জুরীকৃত পদ ৪৯৮টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছে মোট ৩৬৩ জন এবং শূন্য পদ রয়েছে মোট ১৩৫টি।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৪৯৪টি ডাবল কেবিন পিক আপ ও ৪৯৪ জন ড্রাইভার পদ TO&E তে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে ৩য় শ্রেণীর ৩৪৬ টি ও ৪র্থ শ্রেণীর ১০০টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। জরীপ বিভাগে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়েগের জন্য ৩৫টি পদের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে দুজন ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা পদায়ন রয়েছে। রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কোন কর্মকর্তা পদায়ন নেই।

২৮-১২-২০১৬ তারিখের ৭৫০নং স্মারকে মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলাঃ

মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ/ স্থানীয়/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে একটি পূণার্ঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাদের ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩/এ নীলক্ষেত, ঢাকায় অবস্থিত। তাছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত প্রথম শ্রেণীর ক্যাডার, নন ক্যাডার কর্মকর্তা, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রশাসন অনুবিভাগ হতে দেয়া করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নরুপঃ

কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১ম শ্রেণি	৩৬৪	৪৪৭৯ ঘন্টা
২য়শ্রেণী	১৪৪	১৪১২ ঘন্টা
৩য় শ্রেণি	৫০	৬৯৮ ঘন্টা
৪র্থ শ্রেণি	৬৬	৭৯২ ঘন্টা
মোট	৬২৪	৭৩৮১ ঘন্টা

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৬২৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।তাছাড়া,ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)' হতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন কানুন ও নীতিমালা, ভূমি জরিপসহ রেকর্ড সংরক্ষণ, সংশোধন এবং ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন কানুন সম্পর্কে ৫২ টি কোর্সে ৩৩৯ জন কর্মকর্তা এবং ১৩২৯ জন কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হতে ভূমি জরিপ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, জি আই এস কোর্স, জিপিএস কোর্স, আইসিটি ইত্যাদি ট্রেডে মোট ৬৪৮ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মোট ১১৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২২১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৫৩৩২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

মাঠপ্রশাসন এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারী, মন্ত্রণালয়ের কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার, ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের শৃঙ্খলা জনিত কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশাসন-৩ অধিশাখায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ০৬ (ছয়) টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

সায়রাত মহলঃ

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্যমহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিস্পন্ন করা হয়।

সায়রাত শাখার কার্যাবলী হচ্ছেঃ

(ক) জলমহাল নীতিমালা আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
(খ) জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(গ) বালুমহাল/পাথরমহাল/বোটমহল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
(ঘ) লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ঙ) হাটবাজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(চ) চিংড়িমহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ছ) সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
(জ) সায়রাত সংক্রান্ত যে কোন বিষয়;

জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

দেশের বদ্ধ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা রয়েছে যা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০০৯ নামে পরিচিত। এই নীতির আলোকে সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলছে। জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত তথ্য হতে দেখা যায়, সারা দেশে ছোট বড় মিলে মোট জলমহালের সংখ্যা ৩৪৩৭৩টি। সাধারণত ২০ একর এর কম আয়তনসম্পন্ন জলমহাল কে ছোট জলমহাল এবং ২০ একর কিংবা এর চেয়ে বড় জলমহালকে বড় জলমহাল হিসাবে ধরা হয়। এ হিসাবে দেশে ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা ৩১৯০৪টি এবং ২০ একরের নিম্নে জলমহালের সংখ্যা ২৪৬৯টি। এসব জলমহাল 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' ২০০৯ অনুযায়ী প্রকৃত সুবিধাভোগীদের ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব জলমহাল ২০ একরের নীচে সেগুলো জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে এবং যেসব জলমহাল ২০ একরের বেশী সেগুলো ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জলমহালের মধ্যে কিছু কিছু জলমহাল কে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অভয়াশ্রম ঘোষণা করেছে, আবার কিছু কিছু জলমহাল অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এর নিকট সরকারের বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হচ্ছে- মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪২০-১৪২৫ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মোট ১৫৪টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রদত্ত জলমহাল ইজারা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় হয়েছে ৯২,০০,৭৯,০১৪.৩৩ টাকা (বিরানব্বই কোটি উনআশি হাজার হাজার চৌদ্দ টাকা তেত্রিশ পয়সা)।
বিগত আট বছরের জলমহল হতে আয়ের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং-	অর্থ বছর	টাকার পরিমান
১।	২০১৬-২০১৭	৯২,০০,৭৯,০১৪.৩৩/-

২।	২০১৫-২০১৬	৭৭,২৭,৪১,২৫.১৯/-
৩।	২০১৪-২০১৫	৭৯,২৬,১১,৭৭৭/-
৪।	২০১৩-২০১৪	৭২,৮৩,৯৮,১০৫/-
৫।	২০১২-২০১৩	৬৪,৬০,৩৪,২৭৫/-
৬।	২০১১-২০১২	৬০,২৬,৪৮,৫৮১/-
৭।	২০১০-২০১১	৫১,৫০,২৪,৪৫৬/-
৮।	২০০৯-২০১০	৫৮,৩৮,৭২,৮৩১/-

(খ) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে মোট ৩৬টি জলমহাল এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন **সিবিআরএমপি''** প্রকল্পে ৬৯টি জলমহালসহ মোট ১০৫টি জলমহাল জুলাই-২০১১ হতে জুন-২০১৯ মেয়াদে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(গ) মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার যাদুরিয়া বিল (হাইল হাওড়) ও চাপড়া মাগুরা বিল (হাইল হাওড়), গাজীপুর জেলার মাকশা বিল, আউলা বিল, তুরাগ এবং বানশি নদীর কুম শেরপুর জেলার মালিজি নদীর ধেয়ার কুড় জলমহালসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঘ) মৌলভীবজার জেলার বড়লেখা উপজেলার অন্তর্গত হাকালুকি হাওড়টি অভায়শ্রম হিসেবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

(ঙ)সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহেরপুর উপজেলাধীন টাংগুয়ার হাওড়টি অভায়শ্রম হিসেবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

(চ) স্থানীয় সরকার বিভাগেকে কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে ৩৮২টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ছ)বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে অভয়াশ্রম প্রকল্পে ৪৮টি জলমহাল হস্তান্তর করা হয়েছে।

(ঞ)মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ৮৩৮টি জলমহাল প্রদান/হস্তান্তর করা হয়েছে।

জলমহাল গুলোর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত জলাশয় গুলি ঐতিহ্যবাহী/দর্শণীয় হিসেবে পরিচিত:

১। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রামসাগর দিঘী টি জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর পরিচালনা করেন।

২। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হুরা সাগর মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

৩। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই লেকটি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ মৎস্য কর্পোরেশন পরিচালনা করেন।

৪। বরিশাল জেলার দুর্গাসাগর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেন।

হাট-বাজার

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারসমূহ সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়। হাট ও বাজার (স্থাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক (১) বর্তমানে বলবত অপর কোন আইনে যাহা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় এবং উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর স্থাপিত যে কোন হাট ও বাজার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হতে অধিগ্রহণ করতে পারবে, (২) কোন হাট বা বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার তারিখ হতে অনুরুপ হাট বা বাজার দায়মুক্তভাবে সরকার বরাবর অর্পিত হবে, (৩) উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নির্ধারিত পন্থায় উপধারা (১)এর অধীন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া সরকারী খাস মহলের অন্তঃর্ভূক্ত জমিতে স্থানীয় জনগনের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাট বাজারসমূহ ভূমি ব্যব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল,১৯৯০ এর ২২৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা বা বিলুপ্ত করা হয়। যে সূত্রে বা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন এ সকল হাট বাজার সম্পূর্নরুপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হাট বাজার হতে প্রাপ্ত আয় এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বন্টনের জন্য কেবল মাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ সালে হাটবাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মোট হাটবাজার সংখ্যা	ইজারাকৃত হাটবাজারের সংখ্যা	ইজারাপ্রদত্ত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা বিভাগ	১,৩৭৩ টি	১,১৭২ টি	৫৬,৯৯,৯৩,০৬০/-	
০২	চট্রগ্রাম বিভাগ	১,৭১৮ টি	১,৩৭৮ টি	৪৪,২৫,৮৯,০৩৯/-	
০৩	রাজশাহী বিভাগ	১,২৬৮ টি	১,১১৯ টি	৯২,১৫,৭৮,৭৭৭/-	
০৪	খুলনা বিভাগ	১,৬৮৩ টি	১,৪৬২ টি	৪৫,৩৬,৭৫,৩৭৬/-	
০৫	বরিশাল বিভাগ	৯০৩ টি	৭৩৬ টি	১৬,২০,৬৪,২২২/-	
০৬	রংপুর বিভাগ	১,৩২৯ টি	১০৬৫ টি	৭৯,১৫,৯২,৩১৬/-	
০৭	সিলেট বিভাগ	৫২২ টি	৩২৬ টি	১৪,৮৭,৩৮,৬০৫/-	
০৮	ময়মনসিংহ বিভাগ	১০৭৮টি	৮৪৭টি	৩৭,১৯,৬৫,৭৪৯/-	
	সর্বমোট	**৯,৮৭৪**	**৮,১০৫**	**৩৮৬,২২,০৭,১৪৪/-**	

বাংলাদেশে ৮টি বিভাগে মোট হাটবাজারের সংখ্যা ৯,৮৭৪টি, তন্মধ্যে ইজারা প্রদত্ত হাটবাজার ৮,১০৫টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ ৩৮৬,২২,০৭,১৪৪/- (তিনশত ছিয়াশি কোটি বাইশ লক্ষ সাত হাজার একশত চুয়াল্লিশ টাকা)। উক্ত ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

বালুমহাল

বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা প্রদান, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন,২০১০ প্রণয়ন করা হয় এবং আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০১১ প্রণয়ন করা হয়। এ আইন অনুযায়ী বালুমহাল ঘোষণা, ইজারা প্রদান, বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত বালুমহালগুলো প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়।

২০১৬-১৭ সালে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	বালুমহাল	৯৭ টি	৪৫ টি	৩৩,১২,৭৩,২৫৮/-	
০২	চট্রগ্রাম	বালুমহাল	২১২ টি	১২০ টি	৭,৯৫,৩৯,৩১২/-	
০৩	রাজশাহী	বালুমহাল	৭৩ টি	৫২ টি	৪,১৯,৪৪,৭৬১/-	
০৪	খুলনা	বালুমহাল	৭৬ টি	২০ টি	৮৬,২১,৭৪৮/-	
০৫	বরিশাল	বালুমহাল	৩৯ টি	২০ টি	৭৭,০৪,৮৭০/-	
০৬	রংপুর	বালুমহাল	৭৪ টি	৫৮ টি	২৭,৭৭,৭৩,৮০২/-	
০৭	সিলেট	বালুমহাল	১১৭ টি	৪৪ টি	১০,২৫,৮৪,০১৭/-	
০৮	ময়মনসিংহ	বালুমহাল	৭৭টি	৩৬টি	৫৯৮৭২৬০১/-	
			৭৬৫টি	৪৩৪টি	৬৫,৯৩,১৪,৩৬৯/-	

সমগ্র দেশে ৮টি বিভাগে মোট বালুমহাল ৭৬৫টি, ইজারাকৃত বালুমহাল ৪৩৪টি , ইজারাবাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৬৫,৯৩,১৪,৩৬৯/- (পয়ষট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত ঊনসত্তোর টাকা) মাত্র।

চিংড়ী মহাল

চিংড়ী একটি ব্যপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ খাতকে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার চিংড়ী চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়ীমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়ীমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ী উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ব্যবসহাপনার জন্য চিংড়ীমহাল ব্যবসহাপনা নীতিমালা,১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য শুধু চিংড়ী উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জণই নয় সেসাথে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষীর আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ীর মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবস্থানে উন্নিতকরণ। এ নীতিমালার ফলে চিংড়ীমহাল ব্যবস্থাপনা সুশৃংখল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে।

২০১৬-১৭ সালে চিংড়ীমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০২	চট্রগ্রাম	চিংড়ীমহাল	১৫৬৬ টি	১৩৬০ টি	১,৩০,৪৭,৭২২/-	
০৩	রাজশাহী	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	

০৪	খুলনা	চিংড়ীমহাল	১৯ টি	১৩ টি	৬,৮৭,৬৫০/-	
০৫	বরিশাল	চিংড়ীমহাল	১ টি	শুন্য	শুন্য	
০৬	রংপুর	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৭	সিলেট	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৮	ময়মনসিংহ	চিংড়ীমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
			১৫৮৬ টি	১৩৭৩ টি	১,৩৭,৩৫,৩৭২/-	

দেশের চট্রগ্রাম, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগে মোট চিংড়ীমহাল - ১৫৮৬টি, ইজারাকৃত চিংড়ীমহাল ১৩৭৩টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ ১,৩৭,৩৫,৩৭২/- (এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার তিনশত বাহাত্তর টাকা)। ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সরকারি কোন চিংড়ীমহাল নেই।

লবণ মহাল

লবণ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি আবশ্যকীয় উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এ উপাদানে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য লবণ চাষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে লবণমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃনমূলে অবস্থিত চাষীদের আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে, হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উন্নয়ন। বাংলাদেশে শুধু চট্টগ্রাম বিভাগে লবণমহাল আছে। দেশে অন্য কোন বিভাগে লবণমহাল নেই। চট্রগ্রাম বিভাগে মোট লবণমহাল - ১৫৫টি, ইজারাকৃত লবণমহাল-১৫৩টি, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ-১,৪৫,৬২০/-(এক লক্ষ পয়ঁতাল্লিশ হাজার ছয়শত বিশ টাকা) মাত্র।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে লবণমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি নিমণরুপঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	ঢাকা	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০২	চট্রগ্রাম	লবণমহাল	১৫৫ টি	১৫৩ টি	১,৪৫,৬২০/-	
০৩	রাজশাহী	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৪	খুলনা	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৫	বরিশাল	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৬	রংপুর	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৭	সিলেট	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
০৮	ময়মনসিংহ	লবণমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	
			১৫৫	১৫৩	১,৪৫,৬২০/	

আইন সংক্রান্ত সম্পাদিত কার্যাবলীঃ

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত এই অনুবিভাগের কার্যাবলীকে চারটি শাখায় বিভিক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন শাখা-১, আইন শাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন শাখা-৪। এই চারটি

শাখার কার্যাবলীর মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তরের আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছেঃ

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ/পরিপত্র সংক্রান্ত সরকারি আদেশগুলোকে সংগ্রহ করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল ভলিউম-৩ প্রকাশ করা হয়েছে যা জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলা/উপজেলাসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে পৌছানো হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও পেন্ডিং মামলার সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং ইতোমধ্যে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের কিছু মামলার ডাটা ইনপুট দেয়া হয়েছে। সফটওয়্যারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা ব্যপক আকারে প্রচার/ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরণ করা হবে।

(গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক নামজারি মামলার নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল নোটিশ জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হাটহাজারী উপজেলা ভূমি অফিসের নামে বিটিসিএল এর অনুমোদনক্রমে একটি ওয়েব পেজ

(www.aclandhathazari.gov.bd) খোলা হয়েছে যার মাধ্যমে সেবা প্রার্থীরা তাদের নামজারি মামলার সর্বশেষ অবস্থা, নামজারি আবেদন ফরম ডাউনলোডসহ অন্যান্য তথ্য জানতে পারবে। চট্টগ্রাম জেলার মত সকল বিভাগে এ ধরণের নামজারি সংক্রান্ত ডিজিটাল নামজারি সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য এবং সেবা প্রত্যাশী জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি, জনভোগান্তি কমানো, টাকা ও সময়ের অপচয় রোধ করণ, দালালদের দৌরাত্ম্য কমানো এবং সর্বোপরি সেবা প্রত্যাশী জনগণ সরাসরি সেবা গ্রহণ প্রদানের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়কালে নিম্নবর্ণিত রিট মামলা/ সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/কনটেম্পট মামলা/নামজারী মামলা নিষ্পন্ন হয়েছেঃ

সন	রিট পিটিশন	সিভিল রিভিশন	এটি	কনটেম্পট	নামজারী
২০১৩	৪১৪ টি	০৪ টি	০১৪ টি	০৫ টি	৪৬ টি
২০১৪	৩১০ টি	০২ টি	০১২ টি	০১ টি	৪৪ টি
২০১৫	৩৪২ টি	০২ টি	০১ টি	০২ টি	২৮ টি
২০১৬	১১২৮ টি	০০ টি	২৮ টি	১০ টি	৪৮ টি
২০১৭	৮৬৭টি	০৪	২২টি	১১টি	৫১টি

সেপ্টেম্বর					
মোট	**৩০৬১ টি**	**১২ টি**	**৭৭ টি**	**২৯ টি**	**২১৭ টি**

মিস মোকাদ্দমাঃ

নামজারি মোকাদ্দমা, অর্পিত সম্পত্তি ইজারা মোকাদ্দমা, মোকাদ্দমার আদেশ পুন:বিবেচনা এবং নিম্ন আদালতের রায়ের উপর উচ্চ আদালতে আপিল মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলাগুলো মিস মোকাদ্দমা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও ভূমি আপিল বোর্ড মিলে মোট ২২০২৯টি মিস মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

রেন্ট সার্টিফিকেট মামলাঃ

ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া হয়ে পড়লে বকেয়া কর আদায়ের জন্য ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদালতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা বকেয়া দাবী আদায় আইন ১৯১৩ মোতাবেক নিষ্পত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমস্ত দেশে ২৪৩২৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তিঃ

Defence of Pakistan Ordinance, ১৯৬৫ (Ord. No. XXIII of ১৯৬৫) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules,১৯৬৫ মোতাবেক ত্বত্তাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, ১৯৭৪ এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যাহা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, ১৯৭৪ এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নামকরণ করা হয়। অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার (১ম সংশোধন ডিসেম্বর ২০০২, ২য় সংশোধন ডিসেম্বর ২০১১, ৩য় সংশোধন জুন ২০১২, ৪র্থ সংশোধন সেপ্টেম্বর ২০১২, ৫ম সংশোধন মে ২০১৩ এবং ৬ষ্ঠ সংশোধন অক্টোবর ২০১৩) সংশোধন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে প্রত্যর্পনের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি 'ক' তালিকার গেজেটে এবং অন্যান্য অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর অধীনে 'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমান **২,২০,১৯১.৭৪২১৫** একর। জেলাভিত্তিক অর্পিত সম্পত্তির তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)	ক্রমিক	জেলার নাম	অর্পিত সম্পত্তির 'ক' তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমাণ (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১.	ঢাকা	৭৬৯২.০০৩৮	৩২.	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯৪৯
২.	মুন্সিগঞ্জ	৭৫২৩.৫৪৪১	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.৪১৯৯
৩.	নারায়নগঞ্জ	১৮৩২.৬৯৭৯	৩৪.	পাবনা	৬৩৯৭.০৬
৪.	মানিকগঞ্জ	৩৬৬০.৩৬৪৪৫	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	৫৭০৩.৯০৮৬
৫.	নরসিংদী	১৫৫৩.৭২৫০	৩৬.	বগুড়া	১৬৩০.২২
৬.	গাজীপুর	৪২৯৭.২২৪৪	৩৭.	জয়পুরহাট	৭৩৪.১৯২৫
৭.	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬২	৩৮.	রংপুর	৯৮৯.২৩৮
৮.	কিশোরগঞ্জ	২৩৯৯.৬৯২৭	৩৯.	কুড়িগ্রাম	২৪৩০.৫৪৫
৯.	টাংগাইল	২৪২৮.১১০০	৪০.	গাইবান্ধা	১০৫৭.৬৯০০
১০.	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭০০	৪১.	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮৩৮
১১.	জামালপুর	৭৭১.৮৯২৬	৪২.	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫০০
১২.	শেরপুর	৫৮৭১.৭২৭৩	৪৩.	দিনাজপুর	৭৬৪৫.১৬২১
১৩.	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	৩২০২.৬৭৭৫
১৪.	শরীয়তপুর	১১০৫.৪০৩	৪৫.	পঞ্চগড়	৩৩৯৯.২৬
১৫.	মাদারীপুর	২০৭২.৮৭৫৮	৪৬.	খুলনা	১০৯৫২.৬৩
১৬.	গোপালগঞ্জ	৩৩৪১.৩৫০০	৪৭.	বাগেরহাট	৬৩৯৮.৯৭৭০
১৭.	রাজবাড়ী	২৪২২.৭৮৮৫	৪৮.	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯৩
১৮.	চট্টগ্রাম	৮৯৬১.২৬০৫	৪৯.	যশোর	৫৪৬২.২৯
১৯.	কক্সবাজার	১১১২.১২৭৯	৫০.	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১
২০.	লক্ষ্মীপুর	২২৮৬.০৮১৫৫	৫১.	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫

২১.	চাঁদপুর	**১৫৪৩.১৯২৪**	৫২.	কুষ্টিয়া	**২৩১৪.১০০৩**
২২.	নোয়াখালী	**২৯৭০.৪৩৮**	৫৩.	মাগুরা	**১৫০৫.৪৯০০**
২৩.	ফেনী	**১০৫৬.৬২০২**	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	**৯৫০.৫০৮৬**
২৪.	কুমিল্লা	**১৬২০.৬১১৪**	৫৫.	মেহেরপুর	**২৬২.৭৬০০**
২৫.	বি.বাড়িয়া	**১৩০৬.৯৭৯৭**	৫৬.	বরিশাল	**৮৭৬৮.৯৪২২**
২৬.	সিলেট	**৬৯৮৯.৮১০০**	৫৭.	পটুয়াখালী	**২৮৫৬.৮০৪৭**
২৭.	সুনামগঞ্জ	**১২৪০৪.৯৫৯০**	৫৮.	ভোলা	**২৩২০.৬২৭৫**
২৮.	মৌলভীবাজার	**২৯৭৬.০৮৩০**	৫৯.	পিরোজপুর	**৩১৩৬.৬৮২৮**
২৯.	হবিগঞ্জ	**৪৯৮২.৭৬৯৭**	৬০.	বরগুনা	**৯৫১.৫৭৩৭**
৩০.	রাজশাহী	**৩৪৪১.৪৬৯২৫**	৬১.	ঝালকাঠি	**৯৬০.৪৫৭৪**
৩১.	নাটোর	**২৬৬৭.১১৪৫**		**মোট=**	**২,২০,১৯১.৭৪২১৫**

উক্ত ‘ক’ তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পনযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পনের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত দেশের মোট মামলার সংখ্যা ১,১৮,১৭৩ টি। তন্মধ্যে ৭,৭৩৩ টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ৭,৪৯১ টি মামলায় আবেদনকারীর বিপক্ষে নিস্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ৮,১৮৭.৫১৯৫৫ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে।

অপরদিকে ‘খ’ তফসিলে সারাদেশে মোট ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল বাতিল করা হয়েছে। আইনের উক্ত বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল এখন আর অর্পিত সম্পত্তি নহে। অর্থাৎ আইনগতভাবে উক্ত ৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮ একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্ত হয়েছে। **জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকাভুক্ত** অর্পিত **সম্পত্তির** পরিমাণঃ

ক্রমিক	**জেলার নাম**	**বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমান**	**ক্রমিক**	**জেলার নাম**	**বিলুপ্ত ‘খ’ তালিকার গেজেটভুক্ত জমির পরিমান**
(১)	(২)	**(৩)**	(১)	(২)	**(৩)**
১.	ঢাকা	**২৩৪৯৯.৬৫৭১**	৩২.	নওগাঁ	**২৪৮৩০.১৭৫০**
২.	মুন্সিগঞ্জ	**৬৩৪৫.৫০৬০**	৩৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	**৫৪৮২.৯২২০**

৩.	নারায়নগঞ্জ	**৭৪৪৫.৭৯২৭**	৩৪.	পাবনা	**১৩৯০৩.৫৩৭৬**
৪.	মানিকগঞ্জ	**১০৪২২.৯৬৪২১**	৩৫.	সিরাজগঞ্জ	**১২৭৯৫.০৯৬৬**
৫.	নরসিংদী	**৬১৫৫.৯০৮৩**	৩৬.	বগুড়া	**৬৪৮১.৫৮**
৬.	গাজীপুর	**১৩১৭৩.২৯৪৩**	৩৭.	জয়পুরহাট	**২৫৩৭.৯৩৩০**
৭.	ময়মনসিংহ	**৩৭২৩২.০৫২৩**	৩৮.	রংপুর	**৩৯৯৮.৪০৭৪**
৮.	কিশোরগঞ্জ	**১৮২০৯.৮৫৮৫**	৩৯.	কুড়িগ্রাম	**৫৩৫৮.৩১৪৭৪**
৯.	টাংগাইল	**৪৩০১০.৩৬০০**	৪০.	গাইবান্ধা	**২৬৪৬.২২৭৮**
১০.	নেত্রকোণা	**১৫৬০১.৫৩০**	৪১.	নীলফামারী	**৫২৯২.১৭৫৬**
১১.	জামালপুর	**৫৮৮২.০৪১১**	৪২.	লালমনিরহাট	**৩৬৪৬.৮৫৫**
১২.	শেরপুর	**২৬১৬০.৫৯৫**	৪৩.	দিনাজপুর	**১৫৬৫৬.৯১৪৫**
১৩.	ফরিদপুর	**৮৯৩৭.৭৬৫৫**	৪৪.	ঠাকুরগাঁও	**৩৫৩৮.০৬**
১৪.	শরীয়তপুর	**৪৪০৯.৮৫৫০**	৪৫.	পঞ্চগড়	**৪২৫৮.০০**
১৫.	মাদারীপুর	**৭০৭৪.৪৩১১**	৪৬.	খুলনা	**৭৬৪২.১০**
১৬.	গোপালগঞ্জ	**১৬৫০৪.৪৪৫০**	৪৭.	বাগেরহাট	**১৫৫৪৫.৫৩৫০**
১৭.	রাজবাড়ী	**৩২৮২.৩৮২৭**	৪৮.	সাতক্ষীরা	**২৫০৯১.১১**
১৮.	চট্টগ্রাম	**১৭২২২.৫৮৫৯**	৪৯.	যশোর	**২৩৭২০.১০**
১৯.	কক্সবাজার	**২৩৬৮.৪৭১৪**	৫০.	ঝিনাইদহ	**১১৯৩৮.৭১**
২০.	লক্ষ্মীপুর	**৬৯৮০.৫০৩৪**	৫১.	নড়াইল	**৯৫৮১.৫৮**
২১.	চাঁদপুর	**১২৪৬৭.৪০৮৩৩**	৫২.	কুষ্টিয়া	**৬৪৬৩.৬০৬৮**
২২.	নোয়াখালী	**৯১৫৮.০০৭**	৫৩.	মাগুরা	**৯২৭৪.৬৫০০**
২৩.	ফেনী	**৭৫৭১.৫৬৭৪**	৫৪.	চুয়াডাঙ্গা	**১৮৭৪৯.৫৬**
২৪.	কুমিল্লা	**৩৩৩১১.১৮৮৭**	৫৫.	মেহেরপুর	**৪৭৮৯.৭২**
২৫.	বি.বাড়িয়া	**১১৯০৬.৯০৯৬**	৫৬.	বরিশাল	**১৭৮৮৬.৬২৭৬**
২৬.	সিলেট	**১৬৯৬০.১০৬০**	৫৭.	পটুয়াখালী	**৭৩৭৩.৩৪৫**

২৭.	সুনামগঞ্জ	**১৮৫৪০.৭৫৩৩**	৫৮.	ভোলা	**৫৮৯৭.০৫৬৭**
২৮.	মৌলভীবাজার	**১৩৯৩০.০৩৮৩**	৫৯.	পিরোজপুর	**১১৬১০.৫১১৮**
২৯.	হবিগঞ্জ	**১২১৬৩.০৫৬৬**	৬০.	বরগুনা	**৩৭২৪.৮৮২৯**
৩০.	রাজশাহী	**১৭১২৭.৯৮৪১**	৬১.	ঝালকাঠি	**৭২১৩.৯৮৮**
৩১.	নাটোর	**১২৪৩৪.৯৩৯৮**		**মোট=**	**৭,৪২,৪২১.২৪১৬৮**

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে লীজমানির দাবী ছিল ৪০,৯২,৫৭,৬২৭/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে মোট ২০,১৫,৬৯,৮৮১/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তিঃ

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা 1972, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা 1972 Ges The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা ও নিস্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উল্লিখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানে আনয়নের নিমিত্ত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণান্তে একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমান নিমণরূপঃ

ক্রম	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমান (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট=	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

বিনিময় সম্পত্তিঃ

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিত করণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে এবং মহানগর এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনসহ কাগজপত্র পর্যালোচনায় জেলা প্রশাসকগণ উক্ত সম্পত্তি নিয়মিতকরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণী ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমি মন্ত্রী ও মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ-৪৪৭.৩৫ কোটি এবং সংস্থা-১২২৭.১৩ কোটি টাকা আদায়ের হার সন্তোষজনক।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরুপঃ

বিভাগের নাম	দাবি (সাধারণ)	পুঞ্জিভূত আদায় সাধারণ (টাকায়)	আদায় হার	দাবি (সংস্থা)	পুঞ্জিভূত আদায় সংস্থা (টাকায়)	আদায় % হার	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায়ের % হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঢাকা	১৪৭,৪৯,০৩,৮৯৬	১৩৭,৮৮,২০,১৪৩	৯৩.৪৯	১৪৬,৫৯,১৪,৪৪৭	১৪৩,৩৫,৯৭,৮৫৭	৯৭.৮০	৯৫.৬৩
ময়মনসিংহ	১৫,২৫,৪০,৭৫১	১৬,৯২,৬০,৪০৫	১১০.৯৬	২৫,৬৬,৪০,৪০৫	১৫,৯০,১৭,৩০৭	৬১.৯৬	৮০.২৩
চট্টগ্রাম	৯১,২৯,৮০,১৬২	৮৯,২৬,০১,৫৩৩	৯৭.৭৭	১০৬৭,৭৮,৩৭,৮১৫	৯৮৬,৯৩,৭৭,১১০	৯২.৪৩	৯২.৮৫
খুলনা	৬৬,০৩,৪৪,৫৪৩	৬৮,২৯,৯০,১১৯	১০৩.৪৩	১০৬,২১,৩৪,৪৪২	১০,২৯,৯৮,০০৪	৯.৭০	৪৫.৬৩
রাজশাহী	৫৪,৬৩,৩৩,৮০৪	৫৬,৭৬,২৮,৫৯৯	১০৩.৯০	৪৫,৩৬,৩৬,২৫৫	২০,১৪,০৬,৩৯০	৪৪.৪০	৭৬.৯১
রংপুর	২৯,৪৫,৮২,৭২২	৩১,৭৩,৫৮,৭১০	১০৭.৭৩	৫৫,০৩,০৮,৯৭৫	২২,৫৬,৮৫,২৫৭	৪১.০১	৬৪.২৭
বরিশাল	২৫,৫১,৭৮,৪৪০	২৩,২৭,৭২,৫৮২	৯১.২২	৯,৫৯,০৬,৬৯৫	৬,০৭,৭৪,৩৭০	৬৩.৩৭	৮৩.৬১
সিলেট	২৪,০৭,৯০,৩৪৭	২৩,২১,৬৩,৩৮৮	৯৬.৪২	৩২,৬২,৬৪,৮৩২	২১,৮৪,৬০,৩৩০	৬৬.৯৬	৭৯.৪৭
মোট	**৪৫৩,৭৬,৫৪,৬৬৫**	**৪৪৭,৩৫,৯৫,৪৭৯**	**৯৮.৫৯**	**১৪৮৮,৮৬,৪৩,৮৬৬**	**১২২৭,১৩,১৬,৬২৫**	**৮২.৪২**	**৮৬.২০**

নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ

The State Acquisition & Tenancy Act, 1950[28 of 1951]এর ১৪৩ ধারা মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। The State Acquisition & Tenancy Act, ১৯৫০ এর ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারার মাধ্যমে কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর উপর ন্যস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য একটি নির্ধারিত আবেদন ফরম প্রস্তুত করে পরিপত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারি করা হয়েছে। এতে নামজারি-জমাভাগ আবেদনের ক্রমানুযায়ী মহানগরের ক্ষেত্রে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) কার্য দিবস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩০(ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য বলা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫৯৮নং পরিপত্রের মাধ্যমে নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ফি ১১৭০/-(এগারশ সত্তর) টাকা পুণঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নামজারি ও জমাভাগ ভূমি ব্যবস্থাপনায় একটি নিয়মিত কাজ-এই কাজে জনহয়রানি হ্রাসে মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সুফল মানুষ পেতে শুরু করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সারাদেশে মোট ২৩.৬৫ লক্ষ নামজারি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমঃ

জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	জমির পরিমাণ
১।	পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপন।	১০০.০০ একর
২।	মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্পের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর স্থানীয় সেনানিবাস স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	১৯.৭৫ একর
৩।	তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ষ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় চিলমারী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	২২.৪৯৩০ একর
৪।	ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩ বাস্তবায়নের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় ১৮টি মৌজায় অধিগ্রহণ।	৩২.২৭৭০ একর
৫।	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে কুড়িল পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে (কুড়িল হতে বালু নদী পর্যন্ত) ১০০ ফুট প্রশস্ত খাল খনন ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	৯০.১৫৪৯ একর
৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় Dhaka Environmentally sustainable Water Supply Project (DESWSP) বাস্তবায়ন প্রকল্প।	১৩১.৫২ একর
৭।	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় হরিরামপুর মৌজায় রহনপুর নামক নতুন ৫৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন নির্মাণ প্রকল্প।	২৫.০০ একর
৮।	Dhaka IT SEZ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন সোনাকান্দা মৌজায় অধিগ্রহণ।	৩৯.৯১৫০ একর
৯।	সিরাজগঞ্জজেলার সদর উপজেলায় বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন স্থাপন প্রকল্পের জন্য	১০৩৫.৯৩ একর

	বিভিন্ন মৌজায় অধিগ্রহণ ।	
১০।	ধনুয়া-এলেঙ্গা ও বঙ্গ বন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন শীর্ষক নির্মাণ প্রকল্পের জন্য টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর ও কালিহাতী উপজেলার ৩৫টি মৌজার বিভিন্ন দাগে অধিগ্রহণ।	৭৬.৫৯২ একর
১১।	জামালপুর জেলায় জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ প্রকল্প।	৩৪৩.৯৭০০ একর
১২।	জামালপুর জেলায় জামালপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	৩০.০০ একর
১৩।	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়া এলাকায় রানীগাও মৌজায় নবনির্মিত মাওয়া ফেরীঘাটের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	২৯.৩১ একর
১৪।	কিশোরগঞ্জ জেলায় সেনানিবাস স্থাপনের জন্য মিঠামইন উপজেলার কৈয়ারকান্দা খিদিরপুর ও খুনখুনি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	৮৭১.০১ একর
১৫।	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	২১৩.২৮১৫ একর
১৬।	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন ইটনা-মিঠাইইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	২২৬.০০২ একর
১৭।	পদ্মা সেতু রেল সঙযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান, শ্রীনগর ও লৌহজং উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১২৮.৫৪৫০
১৮।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার চরচান্দ্রা মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১৬৩.৬৬ একর
১৯।	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ০৯টি মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণ।	১১৯৫.৫৪৮০ একর
২০।	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ৩৫০(+১০%) মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদুত কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	২৫২.৫৬ একর

২১।	জামালপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	৫০.০০ একর
২২।	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	২৫.৪৩০৮ একর
২৩।	ডিএমপি-ঢাকার লালবাগ থানার নিজস্ব ভবন নির্মান।	০.৫০ একর
২৪।	গণগ্রন্থগার অধিদপ্তরের বাস্তবায়ণাধীন ছয়টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের গাজীপুর জেলা সরকারি গণগ্রন্থগার ভবন নির্মাণ।	০.৩৩ একর
২৫।	দুনীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর অনুকূলে ভুমি অধিগ্রহণ।	০.১৬৯৭ একর
২৬।	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাজশাহী মহানগরীর জলাবদ্ধতা দুরিকরণার্থে নর্দমা নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।	১০.৮৩৭৭ একর
২৭।	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এর ছাত্র-ছাত্রী হল এবং কর্মকর্তা/শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মান।	৪.০০ একর
২৮।	ঢাকা জেলার সুত্রাপুর থানাধীন ওয়ারী মৌজাস্থ ওয়ারী উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।	০.১৪০৮ একর
২৯।	**নরসিংদী সদর উপজেলায় ৩৩/১১ কেভি ২০ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।**	০.৪০ একর
৩০।	**ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ১ম ধাপ (অতিরিক্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জোয়ারসাহারা মৌজার।**	০.৭৭২০ একর
৩১।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নতুন প্রধান কার্যালয়ে যাতায়াতের জন্য এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ।	০.১৬৭১ একর
৩২।	গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নির্দিষ্ট লেনে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বি.আর.টি. গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্প।	২.৩২৪০ একর
৩৩।	ঢাকা জেলার উত্তরা থানাধীন গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বি.আর.টি. গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্প।	০.১১৮০ একর
৩৪।	ডিএমপি ঢাকার পশ্চিমমাঞ্চলের আঞ্চলিক পুলিশ লাইন নির্মাণের জন্য মোহাম্মদপুর থানাধীন কাটাসুর মৌজায় ভূমি	৯.৩২ একর

	অধিগ্রহণ	
৩৫।	আমিন বাজার ৪০০/২৩০ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলাধীন বড় বরদেশী মৌজার ভূমি অধিগ্রহণ।	১৩.৯৫৪১ একর
৩৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২০.৬১ একর
৩৭।	রাজশাহী মহানগরীর কল্পনা সিনেমা হল হতে তালাইমারী মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (পার্ট-বি) বোসপাড়া পুলিশ ফাড়ি হতে আমিরুল ভিলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	১.২৬৫৯ একর
৩৮।	রাজশাহী মহানগরীর কল্পনা সিনেমা হল হতে তালাইমারী মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (পার্ট-সি) আমিরুল ভিলা হতে তালাইমারী পর্যন্ত রাস্তা নিমার্ণ প্রকল্প।	০.৯০৪৭ একর
৩৯।	রাজশাহী মহানগরীর কল্পনা সিনেমা হল হতে তালাইমারী মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় (পার্ট-এ) কল্পনা সিনেমা হল হতে বোসপাড়া পুলিশ ফাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প।	১.৭৭০৮ একর
৪০।	ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়:শোধনাগার প্রকল্প।	২.৬০৭৫ একর
৪১।	র‍্যাব-১০ যাত্রাবাড়ি, ঢাকার স্থায়ী স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ।	৯.৯১ একর
৪২।	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ও মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ১০টি পরিত্যক্ত প্লটের উপর বহুতল ভবন/ফ্ল্যাট নিমার্ণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	২.০৭২৩ একর

অধ্যায় চতুর্থঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমসমূহ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহ হচ্ছেঃ

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড
থ) ভূমি আপিল বোর্ড
গ) ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর
ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

নিম্নে এই সকল দপ্তর/সংস্থার ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো

ক) ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি ও রাজস্ব বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালের ১৩ আগস্ট ‘‘বোর্ড অব রেভিনিউ ’’ গঠন করেন। পাকিস্তানী আমলেও বোর্ড অব রেভিনিউ বহাল থাকে । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে এর বিলুপ্তি ঘটে ও ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বিভিন্ন বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৮৭ সালে এর নামকরণ হয় ভূমি মন্ত্রণালয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও তদারকি করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে ১৯৮৩ সালের ১৩ নং আইন বলে বিলুপ্ত বোর্ড অব রেভিনিউ-এর আদলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড গঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও আপিল মামলা পরিচালনা করা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে। তারপর অনেক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালে মাঠ পর্যায়ের আপিল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২নং অধ্যাদেশ বলে ভূমি আপিল বোর্ড এবং ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১নং অধ্যাদেশ বলে ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১ নং অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে ২৩ নং আইনে পরিণত হয়।

মিশন, সেবা ও কার্যাবলীঃ

মিশনঃ

কার্যকর পরিদর্শন ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন, গতিশীলকরণ, ভূমি উন্নয়ন করের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও আদায়ের অগ্রগতি মনিটরিং, ভূমি সংস্কার বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং ভূমি মালিকগণকে সর্বোত্তম সেবা দানে সহযোগিতা প্রদান।

সেবা ও কার্যাবলীঃ

সরকার ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ভূঃমঃ/শা-১৫(ভূঃমঃবোঃ)-২৩১/৮৮/৪১১ তারিখ-২৩-০৫-১৯৮৯ এর আদেশে ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং-১, ১৯৮৯) এর ৫(ক) ও ৫(খ) ধারায় অর্পিত ক্ষমতা বলে সরকারের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসনসহ ১৭টি দায়িত্ব অর্পণ করে। উক্ত আদেশের ১(গ) অনুচ্ছেদে ভূমি সংস্কার বোর্ডকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল গেজেটেড ২য় শ্রেণী এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলী ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-১২-৩৯/৯০/২৫ তারিখ-১৪-০১-১৯৯২ এর আদেশ বলে ২৩-০৫-১৯৮৯ তারিখে জারিকৃত আদেশটি বাতিলপূর্বক ভূমি ব্যবস্থাপনায় মাঠ প্রশাসনসহ ১৫টি দায়িত্ব ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অর্পণ করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্যাদিঃ

প্রশাসনিকঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা(রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার দপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়					
অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	**১০১টি**	**৮০টি**	**২১টি**	--	ভূমি সংস্কার বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৪ অনুযায়ী কর্মচারীগণ পদোন্নতি পাওয়ায় ৭টি পদ শূন্য হয়েছে। (প) পদায়ন না হওয়ায় ১ম শ্রেণীর ১টি এবং (খ) নিয়োগ বিধি সংশোধন এবং টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তি না হওয়ায় ৮টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ২টি গাড়িচালকের পদ শূন্য রয়েছে। চাকুরি হতে ইস্তেফা দেওয়ায় একটি কম্পিউটার অপারেটরের পদ শূন্য রয়েছে।
মোট	**১০১টি**	**৮০টি**	**২১টি**	--	

শূন্য পদের বিন্যাসঃ

যুগ্ম সচিব/ তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণি পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		৬টি	প্রশাসনিক কর্মকর্তা -৮টি	৫টি	২টি	২১টি

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী		কর্মকর্তা	কর্মচারী		
১	২		৪	৫		৭
--	--		--	৩		**সাটমুদ্রাক্ষরিক পদে ১ জন আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে বার্তাবাহক পদে ১জন এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে ১ জন মোট ৩ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।**

ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে):

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী /উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী / স্পেশাল এ্যাসিসট্যান্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
-----	-----	-----	০৮-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬, নেপাল ও ভারত ১৫-২২ মে ২০১৭ আমেরিকা ০৪-০৮ জুন ২০১৭ ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া মোট ১৯দিন	-----

অডিট আপত্তিঃ

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ (০১লা জুলাই২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত)

ক্রমিক	ভূমি সংস্কার বোর্ড	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকা (কোটি)		সংখ্যা	টাকা (কোটি)	সংখ্যা	টাকা (কোটি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মোট		৩৪	২৫৪২.০২	৩৪	১৪	**১১৫১.০৮**	২০	১৩৯০.৯৪

শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলাঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০১৬-১৭) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের পুঞ্জীভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য বন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২	**১**	--	--	--	১

সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১লা জুলাই২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত):

সরকারী সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
নওয়াব এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-০৭টি	নওয়াব এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-০৬টি	--	১৩টি	৯টি
ভাওয়াল রাজ এস্টেটের পক্ষে মামলার সংখ্যা-১৫টি	ভাওয়াল রাজ এস্টেটের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা-১টি	--	১৬টি	৩২টি

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১লা জুলাই২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত):

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১	২
ভূমি সংস্কার বোর্ডে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা-১৫টি	৪৫২ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা -১৬টি	৩২৮ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম-৫টি	৮২ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী-২টি	২৮ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা-৩টি	৬৭ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল ১টি	১৮ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর-৩টি	৫৮ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, সিটেল বিভাগ, সিলেট-১টি	১৭ জন
উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ময়মনসিঙহ বিভাগ, ময়মনসিংহ-৫টি	১২৩ জন
	মোট- ১২১৩ জন

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বিষয়,অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস ঢাকা নওয়াব এস্টেট/ভাওয়াল রাজ এস্টেট এর ১ম শ্রেণী, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের এতে ৪৯২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার /ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার /ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
ভূমি সংস্কার বোর্ডের **National Integrity Strategy (NIS)** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কর্মসূচির অংশে স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে সেমিনারের সংখ্যা-৩টি (১৩ হতে ১৫ জুন ২০১৭)	অংশগ্রহণকারী ৭৫ জন

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপনঃ (০১লা জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০জুন ২০১৭ পর্যন্ত):

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (**LAN**)সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৩ টি	আছে	আছে	নাই	১৭	৬০

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/ আয়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (কোটি টাকায়)

আয়		২০১৬-২০১৭		২০১৫-১৬		হ্রাস (-)/বৃদ্ধির(+)হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ ভূমি উন্নয়ন কর মে/২০১৭	১৯৪২.০০	৪৬২.০০	১৯১১.০০	৫২৮.০০	(+) ১.৬২%	(-) ১২.৫০%
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ মে/১৭পর্যন্ত	৮৫.৯৬	৮৫.৯৬	৩৪.০৬	৩৪.০৬	(+) ১৫২.৩৮%	(+)১৫২.৩৮%
উদ্বৃত্ত(ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সংকট

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীঃ
(ক) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস,উপজেলা ভূমি অফিস,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) PPNBকর্মসূচীর আওতায় ঢাকা বিভাগের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ ১৭টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস ও ৭৪৮টি ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস এবং সিলেট বিভাগের ৩৮টি উপজেলা ভূমি অফিসও ১৩৭টি ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে ল্যাপটপ/কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে কম্পিউটার ও কম্পিউটার যন্ত্রাংশ সরবরাহের নিমিত্ত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থে রংপুর,রাজশাহী, খুলনা,চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং বিদ্যুৎ সংযুক্ত ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে আইটি নেটওয়ার্কিং স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

খ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

অধিদপ্তরের ইতিবৃত্ত:

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ''ভূমি রেকর্ড দপ্তর'' নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ ''সার্ভে অব ইন্ডিয়ার'' উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সালে জরিপের কাজ ভূমি রেকর্ড দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয় এবং এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর হিসাবে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটিকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ''ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে''।

রূপকল্প (Vision):

জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য (Mission):

দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

অধিদপ্তরের কার্যপরিধিঃ

- পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজা জরিপপূর্বক স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
- প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন। অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিস্পত্তিকরণ।
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস (পুলিশ), বিসিএস (বন), বিসিএস (রেলওয়ে) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।

জনবল কাঠামোঃ

এক নজর ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর আওতাধীন অফিসসমূহের জনবলের বিবরণী-

ক্রমিক নং	শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূন্য
১	১ম শ্রেণি (ক্যাডার)	৬৫	৩৩	৩২
২	১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার)	৪২৩	২৭৯	১৪৪
৩	২য় শ্রেণি	৬৮৪	১২৪	৫৬০
৪	৩য় শ্রেণি	৪৪৭৭	১৬১৭	২৮৬০
৫	৪র্থ শ্রেণি	১৯৮৩	৯০৭	১০৭৬
	সর্বমোট	৭৬৩২	২৯৬০	৪৬৭২

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির তথ্যাদিঃ

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ ও জামালপুর সহ ১৬ টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ঢাকা এর মাধ্যমে সিকস্তি ও পয়স্থি ভূমির ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলছে। নবসৃষ্ট চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া জোনে জনবল নিয়োগ ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ স্বাপেক্ষে সবগুলো জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে। বতর্মান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার ও পলাশ উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান আছে। জামালপুর, রাজশাহী , রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ চলমান আছে। অধুনালুপ্ত ১১১ টি ছিট মহলের ৩৪ টি মৌজার মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজ শেষে রেকর্ড মূদ্রণ সমাপ্ত হয়েছে। নক্সা মূদ্রণ সমাপ্ত হলে চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হবে। নিম্নের ছকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জরিপ কাজের স্তর ভিত্তিক অগ্রগতির একটি বিবরণ উপস্থাপন করা হ'লঃ

ক্রমিক নং	স্তরের নাম	মৌজা সংখ্যা	খতিয়ান/ কেস সংখ্যা	মন্তব্য
১।	মাঠকাজ (ডাটা এন্ট্রি ও বুঝারত)	৪৪	৪৩০১০	
২।	তসদিক	১০২	১৩৪২৮০	
৩।	আপত্তি	৪৯৭	২৩৬৩০০	
৪।	আপিল	৯৩২	১০১৮০৬	
৫।	চূড়ান্ত যাঁচ	১০৫৩	১১৮২৪১৭	
৬।	মূদ্রণ	২০৬৮	১০১০৫০১	
৭।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	২০৩৬	১৬৪৮৪৫১	
৮।	গেজেট প্রস্তাব	১৮৩৮	১৩৫৭৮৮১	
৯।	হস্তান্তর	২৭৬১	১৪৯৮৩২১	

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণঃ

১. বাগেরহাট (চিতলমারী)-পিরোজপুর (নাজিরপুর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. নোয়াখালী (হাতিয়া)-ভোলা (মনপুরা)-আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩. ভোলা জেলার মনপুরা-লালমোহন আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪. ভোলা জেলার লালমোহন-তজুমদ্দিন আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫. ডিজিটাল জরিপ কাজের জন্য উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ০১ (এক) সেট আরটিকে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

৬. জিওডেটিক পিলারের স্থানাংক নির্ণয়ের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	জোনের নাম	জেলার নাম	মৌজার সংখ্যা	পিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	রাজশাহী	নাটোর	২	৪	
২.	দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম	১	২৫	
৩.	দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	জামালপুর	৬	১০	
৪.	দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	বরিশাল	৫	১০	
৫.	দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	২	
৬.	নোয়াখালী	নোয়াখালী	৮	২২	
৭.	ফরিদপুর	শরীয়তপুর	৪	২২	
৮.	খুলনা	খুলনা	২	৪	
৯.	ঢাকা	ঢাকা	১	২	
		মোট	৩০	১০১	

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনঃ

*	বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ(ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের ২৮৬টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
*	বাংলাদেশ-আসাম(ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের ৬৫৫টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
*	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের ৩০২টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
*	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং ভারতের ৩টি রাজ্যের জরিপ বিভাগের পরিচালক এর মধ্যে ৩টি যৌথ সম্মেলন ও ৫ যৌথ মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের মৌজা ম্যাপ উৎপাদন হিসাবঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	ম্যাপ সংখ্যা	কপি সংখ্যা
১.	জুলাই/২০১৬ খ্রি.	৫৭	৫,৮১৪
২.	আগষ্ট/২০১৬ খ্রি.	৯৪	৭,৪৭৮
৩.	সেপ্টেম্বর/২০১৬ খ্রি.	১৩৮	১২,৪৬৬
৪.	অক্টোবর/২০১৬ খ্রি.	১৯৬	১৯,২৫০
৫.	নভেম্বর/২০১৬ খ্রি.	২৭২	২৬,০৫৯
৬.	ডিসেম্বর/২০১৬ খ্রি.	৩০৫	২৯,৫৯০
৭.	জানুয়ারি/২০১৭ খ্রি.	৩৩০	৩১,৯৬৮
৮.	ফ্রেব্রুয়ারি/২০১৭	২০৪	২০,৪৬৮
৯.	মার্চ/২০১৭ খ্রি.	২০৯	২০,৭৫০
১০.	এপ্রিল/২০১৭ খ্রি.	২৯৬	২৮,৪৯২
১১.	মে/২০১৭ খ্রি.	৩৭৬	৩৬,৪৫০
১২.	জুন/২০১৭ খ্রি.	৩০৮	২৮,৮২৬
	মোট	২,৭৮৫	২,৬৭,৮৮১

ম্যাপ সংখ্যা-২,৭৮৫টি কপি সংখ্যা-২,৬৭,৮৮১টি

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের খতিয়ান এন্ট্রি ও মুদ্রণের বিবরণঃ

এন্ট্রি (সেলেটমেন্ট প্রেস)		মুদ্রণ (ঢাকা ও সিলেটসহ)		মন্তব্য
মৌজা	খতিয়ান	মৌজা	খতিয়ান	
৭৭৯	৬৫৬০৩৬	১৩৯২	৯,৯৬,৬৭২	

অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২০১৬-২০১৭)

০১। খতিয়ান মুদ্রণের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডিজিটাল প্রোডাকশন প্রিন্টার ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

০২। প্রেসে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই ই-এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

০৩। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে ১০০ (একশত) ইটিএস মিশন সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের বিবরণঃ

ত্রৈমাসিক	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ দিবস	মোট প্রশিক্ষণ ঘন্টা	প্রশিক্ষণার্থী প্রতি প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১ম	৫	৪৮	৪৮	২৯০৪	৬১
২য়	১০	১০১	১২১	৮১৭৬	৮০.৯৫
৩য়	৭	১৫১	৫৪	৮৬৭২	৫৭.৪৩
মোট	২২	৩০০	২২৩	১৯৭৫২	৬৫.৮৪

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তেরর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প থেকে উল্লেখযোগ্য অর্জন

(২০১৬-২০১৭)

প্রকল্পের নাম	:	**স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)**
দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	ভূমি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
আর্থিক ঋণ সহায়তায়	:	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ	:	১৫.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫,৫৪৭.১৭ লক্ষ টাকা (২য় সংশোধিত) (জিওবিঃ ২,৭৫৫,১৮ লক্ষ টাকা এডিবিঃ ১২,৭৯১.৯৯ লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত (২য় সংশোধিত)
প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আহসান হাবীব তালুকার, যুগ্ম-সচিব

বর্তমানে চলমান ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি মানুষকে কাঙ্খিত সেবা দানে তেমন সফল নয় মর্মে বিভিন্ন বহল হতে উচ্চারিত হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণ লাভে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠণের ঘোষণা এবং এ বিষয়ে আন্তরিকতার কারণে বিভিন্ন আধুনিক, উন্নয়নমূলক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ পদক্ষেপের বাস্তব রুপদানে মোট ০৭টি জেলার (দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও গাজীপুর (১টি রেভেনিউ সার্কেলসহ) ৪৫টি উপজেলায় স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএলএমএস) চালু করা হয়েছে।

(ক) **এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ**

১. ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যম ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা এবং অতি সহজে তা সংরক্ষণ করা;
২. সরকারী ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;
৩. ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরেণ (মিউটেশন) সময়ক্ষেপন দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরেণর মাধ্যেম রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।

(খ) **২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ**

(ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তের প্রয়োজনীয় আইটি যন্ত্রপাতিসহ কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে আগারগাঁওস্থ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে প্রয়োজনীয় আইটি যন্ত্রপাতি স্থাপনপূর্বক ০১টি ডাটা ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পভূক্ত ০৭টি জেলায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান (সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশনকৃত) স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং এবং ৩০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৬২টি খতিয়ান ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন এবং তা জেলা-উপজেলা সার্ভারে হোস্টিং সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্পভূক্ত মোট ১৮৫০০টি মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং ও ইনডেক্সিং এবং ১০৩৬৮টি ম্যাপ শীট ডিজিটাইজ করা হয়েছে।

(ঙ) ০৭ট জেলা রেকর্ডরুম, ৪৫টি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, ০১টি সার্কেল কার্যালয় এবং ২০টি ভূমি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র এর Refurbishment কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইটি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

(চ) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী ও চালু করা হয়েছে। এতে অন-লাইনে নামজারী দরখাস্ত দাখিল ও নামজারী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ফলে মালিকানার হাল-নাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ও প্রাপ্তিতে ভূমি মালিকগণ সুবিধা ভোগ করছেন।

(ছ) প্রকল্পের অধীন ৩৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ডিএলএমএস সফটওয়্যার ব্যবহারের উপর বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **প্রকল্প ব্যয়ঃ**

১. ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৭,৬৪২,১৭ লক্ষ টাকা। তম্মধ্যে জিওবি খাতে ৪৭৩.৮৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৭,১৬৮.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

২. সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় ১০,২১৮.০৮ লক্ষ টাকা তম্মধ্যে জিওবি খাতে ১,৫৭৫.১৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮,৬৪২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ঙ) স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বি: ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)- এর ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র উপস্থাপন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে নির্মিত সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টারের অভ্যন্তরভাগ।

ডিএলএমএস সফটওয়্যার পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এতে সিনিয়র সচিব (অবঃ) ভূমি মন্ত্রণালয় জনাব মেছবাহ্ উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

ডিএলএমএস সফটওয়্যার পরিচালনা ও বাস্তবায়ন এবং সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এতে সিনিয়র সচিব (অবঃ) ভূমি মন্ত্রণালয় জনাব মেছবাহ্ উল আলম, মহাপরিচালক জনাব শেখ আব্দুল আহাদ এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবীব তালুকদার উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সচিব (অবঃ) ভূমি মন্ত্রণালয় জনাব মেছবাহ্ উল আলম ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সেন্ট্রাল ডাটা সেন্টার পরিদর্শন করেন।

ডিএলএমএস প্রকল্প বিষয়ক জাতীয় সেমিনার ১৮ মে, ২০১৭ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিএলএমএস প্রকল্প বিষয়ক জাতীয় সেমিনার ১৮ মে, ২০১৭ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রি জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান চৌধুরী ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার পরিদর্শন করেন।

মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রি জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান চৌধুরী ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার পরিদর্শন করেন।

বর্তমান ভূমি সচিব ডঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার ০৮ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে ডিএলএমএস প্রকল্পের দিনাজপুর এলাকার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

বর্তমান ভূমি সচিব ডঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার ০৮ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে ডিএলএমএস প্রকল্পের দিনাজপুর এলাকা পরিদর্শন করেন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে

	মতবিনিময় করেন।
উপজেলা ভূমি অফিসে স্থাপিত সার্ভারসহ আইটি যন্ত্রপাতি।	ডিএলএমএস প্রকল্পের মাধ্যমে বদলে যাওয়া উপজেলা ভূমি অফিস।

চ) <u>প্রকল্পের ফলাফল:</u>

০১। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ার ফলে ভূমি মালিকগণ সহজেই নামজারী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছেন। ভূমি নামজারী পদ্ধতি সহজ, স্বচ্ছ এবং হালনাগাদ তথ্য পাওয়া সহজ হয়েছে। নামজারী সম্পন্ন করতে ভূমি মালিকদের উপজেলা ভূমি অফিসে বার বার যেতে হচ্ছে না, এর মাধ্যমে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। নামজারী চলাকালিন উপজেলা ভূমি অফিস হতে এ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এমনকি ইন্টারনেটের মাধ্যমেও তা পাওয়া যায় এবং নামজারীর সময় ওয়ারিশগণ যাতে প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের ভুমির উপর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে;

০২। ভূমি রেকর্ডকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মালিকানার স্বচ্ছতা ভূমির উপর বিনিয়োগে বিশ্বাস ও আস্থা তৈরী করবে এবং ভূমির ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে;

০৩। ভূমি সংক্রান্ত সার্টিফাইড কপি সহজে ও দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি অন-লাইনেও তথ্য দেখা নিশ্চিত হয়েছে;

০৪। ভূমি মালিকগণের হয়রানি ও অহেতুক বিড়ম্বনা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে;

০৫। ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ক্রমশ: হ্রাস পাবে, ফলে ভূমির রক্ষণাবেক্ষন খরচ কমবে;

০৬। বে-আইনি দখলকারদের হাত হতে সরকারী খাস, অর্পিত/অনিবাসী সম্পত্তিসমূহ নিরাপদ হবে;

০৭। ভূমির শ্রেণীকরণ সঠিক ও হালনাগাদ হওয়ার কারণে ভূমি উন্নয়ন কর বা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে;

০৮। স্বচ্ছ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ প্রয়োগ করা যাবে;

০৯। উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কর্মক্ষেত্র তৈরী হয়েছে;

১০। উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মকান্ডের সাথে একত্ত হয়েছেন এবং এ সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন যা তাঁদেরকে সরকারের মূল্যবান মানব সম্পদের পরিনত করেছে;

১১। বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টসমূহ অনেক সময় ধরে সংরক্ষণ ও সহজে প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

(ক) প্রকল্প ব্যয়ঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বরাদ্দঃ ৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা (সংশোধিত)।

ফিজিক্যাল টার্গেট ৩০% (সংশোধিত)।

অগ্রগতি ফিন্যান্সিয়াল-২৪৫% এবং ফিজিক্যাল ২৯.৫%।

(খ) বাস্তব অগ্রগতিঃ

১। জাতীয় ভূমি নীতিঃ জাতীয় ভূমি নীতির খসড়া তৈরী করে জেলা ও বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কনসালটেশন সভা সমাপ্ত করে প্রাপ্ত ফিডব্যাকসমূহ খসড়া জাতীয় ভূমি নীতিতে অন্তর্ভূক্ত করে চূড়ান্তকরেণর জন্য বাংলা ও ইংরেজী ভারসন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ১০০%।

- ✓ Draft Land Use and Zoning Sub Policy-Prepared
- ✓ Implementation Strategy for National: land policy-Developed

ডিজিটাল ভূমি কর্মসূচীঃ মাঠ জরিপ সমাপ্ত হওয়া মৌজাসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

তসদিক	:	৪৫ মৌজা
ডিপি	:	৪২ মৌজা
আপত্তি	:	৩৫ মৌজা
আপীল	:	৩৫ মৌজা
ফাইনাল যাঁচ	:	৫০ মৌজা
ডাটা এন্ট্রি	:	৫২ মৌজা
চূড়ান্ত প্রকাশনা	:	৫০ মৌজা

(২) আইডিএলআরএসঃ

ক. মনিরামপুর আইডিএলআরএস-৯৬৭টি General Application, ৪২৮টি LT Notice Based Applicationসহ মোট ১৩৯৫টি নামজারী আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে।

খ. জামালপুর ও অআমতলীএত আইডিএলঅআরএস কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সমাপ্ত করা হয়েছে। জামালপুরে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় আইডিএলঅআরএস উদ্বোবন করেছেন। বিগত জানুয়ারি/১৭ মাস হতে ৩৭টি General Application, ১০টি LT Notice Based Applicationসহ মোট ৪৭টি নামজারী আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। আমতলীতে এটষ্ট অপারেশন শুরু হয়েছে।

৩। লিগ্যাল এ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অডিটঃ

(ক) Land Record & Survey Act-2016 এর প্রাথমিক খসড়া তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ এর সংশোধনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(গ) ক্ষুদ্র নুগোষ্টির ভূমি অধিকার আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) ভূমিএত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর খসড়া প্রস্তত করা হয়েছে।

(ঙ) ইন্সটিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কের খসড়া প্রস্তত করা হয়েছে।

৪। দক্ষতা উন্নয়নঃ

ক. সফটওয়্যার আর্কজিআইএস, অর্থোফটো, লেইকা জিও অফিস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ. মোহনপুর উপজেলায় Unmanned Aerial Vehicle (UAV) এর মাধ্যমে ভূ চিত্র এবং জামালপুরে স্যাটালাইট এর মাধ্যমে বাউন্ডারী ইমেজারী ধারণ করা হয়েছে। ধারণকৃত ডাটা প্রসেস ডাটা প্রসেস করে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের সমীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিগত ০২/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে "Seminar/Workshop on Exploring Advance Tools/Techniques for Cost & Time Effective Cadastral Mapping: Pilot Studies-Underlying Prospect and Future" শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প

(১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সার্ভেয়িং এ্যান্ড ম্যাপিং (আইএসএম) এ গত ১৬/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে হতে ১০/০২/২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ডিজিটাল ম্যাপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(২) ডিজিটাল জরিপ কাজের সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর নিকট থেকে সরাসরি একটি ডাবল কেবিন পিকআপ ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে।

(৩) ডিজিটাল জরিপ কাজের ডাটা কালেকশনের জন্য উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১০টি ইলেক্টনিক টোটাল স্টেশন (ইটিএস মেশিন) ক্রয় করা হয়েছে।

(৪) জিজিটাল ম্যাপ প্রিন্ট করার জন্য উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ২টি হাই-প্রিসিশন ইংকেজট প্লটার ক্রয় করা হয়েছে।

(৫) ডিজিটাল ম্যাপ প্রসেসিং এর জন্য উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ১০টি ক্যাডাষ্ট্রাল ম্যাপ ডাটা প্রসেসিং সফটওয়্যার ও ৪টি হাইপাওয়ার্ড জিআইএস ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ক্রয় করা হয়েছে।

,

(গ) ভূমি আপীল বোর্ড

ভূমি আপীল বোর্ড ১৯৮৯ সালে ২৪নং আইন অনুযায়ী গঠিত হয় এবং ভূমি আপীল বোর্ড বিধিমালা, ১৯৯০ এর অধীনে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনটি স্বতন্ত্র আদালত এবং চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অন্য দুজন সদস্যদের সমন্বয়ে ফুলবোর্ডসহ মোট চারটি আদালতে ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিম্নোক্ত বহুবিধ মামলা পরিচালনা করা হয়। উক্ত বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত কার্যাবালী, যথা- মামলা পরিচালনা, অধঃস্তন সকল আদালত পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারকে আইনগত মতামত প্রদান ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

ভূমি আপীল বোর্ডের আদালতসমূহের আইনগত কার্যাবলী:

১) ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়),
২) নামজারী ও খারিজ মামলা,
৩) সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা,
৪) ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা,
৫) ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা,
৬) খাসজমি বন্দোবসত্ম সংক্রান্ত মামলা,
৭) পি, ডি, আর, এর আওতায় দায়েরকৃত রিভিশন বা আপীল মামলা,
৮) অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা,
৯) ওয়াকফ/ দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত),
১০) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িতব পালন ও
১১) অধঃসত্মন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
১২) ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান।

গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ

ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরী; ই-তথ্য ভান্ডার তৈরী, ই-ফাইলিং সিস্টেম কার্যক্রম চালুকরণ।
প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ডেল বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা)।
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ৭৪টি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং ৮৬টি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শন ও অনুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
Annual Performnce Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
Digital Mela তে অংশগ্রহণ ও ডিজিটাল মেলার বুকলেট প্রণয়ন।

অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কক্ষসহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও রেকর্ড রুম সুসজ্জিতকরণ এবং মামলার তথ্যাদি আদান প্রদানে অগ্রগতি অর্জন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে ভূমি আপীল বোর্ড ২০১৭-২০২০ সাল মেয়াদী প্রায় ১০৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে ''এস্টাব্লিশিং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ইন দি কেইস এপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব অল ল্যান্ড রেভিনিউ আদালত অব বাংলাদেশ''। [Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)] ডিপিটির সকল প্রাথমিক প্রশাসনিক আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে পরিকল্পনা কমিশনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

<u>উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :</u>

১) ভূমি আপীল বোর্ডের ন্যায় বোর্ডের অধীনস্থ সহকারী কমিশনার (ভূমি), কালেক্টর/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আদালতে প্রযুক্তি নির্ভর অনলাইন ওয়েব-বেইজ স্বয়ংক্রিয় ও সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি ও ভূমি
রাজস্ব বিচারিক কার্যক্রম চালুকরণ;
২) ইলেকট্রনিক বিচারিক কার্যক্রম ও ই-সেবা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের মামলা নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ এবং জনগণসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের বিচারিক সেবা প্রদান;
৩) ভূমি আপীল বোর্ড কর্তৃক তার অধীনস্থ দেশের উক্ত আদালত সমূহের মধ্যকার বর্তমান গতানুগতিক পদ্ধতি/ব্যবস্থার স্থলে ই-পরিদর্শন, ই-অনুবীক্ষণ ও ই-মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুকরণ;
৪) এ ডিজিটাল ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র দেশের উক্ত আদালতসমূহে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কালক্ষেপন, হয়রানি,দীর্ঘসূত্রিতাসহ অন্যান্য গতানুগতিক অদৃশ্য জটিলতা দূরীকরণার্থে ই-মূল্যায়ন চালুকরণ।
৫) উক্ত আদালত সমূহ, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী জনগণ ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে উদ্ভাবনী সফ্ট পদ্ধতি/প্রক্রিয়া/কৌশল মামলার সার্বিক তথ্যাদি, দৈনন্দিন তথ্য (কজলিস্ট,নির্ধারিত তারিখ, ফটোকপি, আদেশ/রায় ইত্যাদি) ই-মেইল, এসএমএস, মোবাইল ফোন ও ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে বিচারিক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও অনলাইন ওয়েববেইজড তথ্য আদান প্রদান;
৬) ভূমি আপীল বোর্ড এবং তার অধীনস্থ সকল স্তরের উক্ত আদালত সমূহের শ্রেণি, প্রকার ভেদে মামলার সকল তথ্যে ডাটাবেইজ তৈরী এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সার্কুলার, মতামত, দৃষ্টান্ত অনলাইনে ই-বুক সৃজনের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করণ ও সহজলভ্য করণ;
৭) মামলার রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা অর্ডারশীট, আদেশ/রায়/নামজারি খতিয়ানসহ স্বয়ং সম্পূর্ণ দলিলাদি/কার্যাদেশ, সফটওয়ার, সার্ভার ও ব্যক-আপ সার্ভার স্থাপন এবং পেপারলেস ই-রেকর্ডরুম সৃজন ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন;

ঘ) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

ক. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) এর পরিচিতি ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে কার্যক্রম :

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তকৃত **ঢাকা জেলার ধানমন্ডি সার্কেলাধীন ধানমন্ডি মৌজার সিটি জরিপের ৮৪৯০ ও ৮৪৯৩ নং দাগের যথাক্রমে ০.০৩৬৪ ও ০.১৭৯৪ একর একুনে ০.২১৫৮ একর জমির উপর অবস্থিত। ঠিকানাঃ ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ফোনঃ ৯৬৬২৩৫৫ (অঃ), ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩১২৫, ইমেইলঃ dirlatc@gmail.com এবং ওয়েবসাইট www.latc.gov.bd।**

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভবনটি **১২ তলা ফাউন্ডেশন** এর উপর **১ম পর্যায়ে বর্তমানে ৫ তলা** পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কে পূর্ণ ও আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমীতে রূপান্তরের জন্য **২য় পর্যায়ে** ৬ষ্ঠ হতে ১২ তলা সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ভৌত অবকাঠামো তৈরীর লক্ষ্যে ই-টেন্ডার আহবান করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ০৭ বিভাগে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত প্রতিটি বিভাগ হতে ১.৫ একর করে জমি বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদিত হয়েছে। যা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল(এলজিইডি) কে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে প্রতিটি বিভাগে নিয়মিতভাবে ০৪ টি করে পৃথক কোর্সে বিভাগীয় প্রশাসনের সহায়তায় মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীগণকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এলএটিসি) অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাঃ

১) **ক্লাস রুমঃ** এলএটিসি ভবনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলায় ৩টি শীততাপ নিয়ন্ত্রীত ক্লাস রুম রয়েছে। প্রতিটি ক্লাস রুমে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণের সুবিধা আছে।

৩) **ডরমিটরীঃ** এলএটিসি ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলায় ডরমিটরীর জন্য ১৬টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ২জন করে মোট ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক সুবিধা আছে।

৪) **লাইব্রেরী:** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় শীততাপ নিয়ন্ত্রীত একটি লাইব্রেরী রয়েছে যাতে তিন হাজারের অধিক পুস্তক আছে। ভূমি আইনসংক্রান্ত বই পুস্তক ছাড়াও রাজনীতি, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের বই এবং দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে।

৫) **কম্পিউটার ল্যাব ও wifi :** এলএটিসি ভবনের ৩য় তলায় ২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবে ২০টি করে মোট মোট ৪০টি কম্পিউটার রয়েছে। কম্পিউটার ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য ও প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এলএটিসি ভবনের ২য় তলা ও ৫ম তলায় **wifi চালু করা হয়েছে।**

৬) **ডাইনিং:** এলএটিসি ভবনের ৪র্থ তলায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আসন ব্যবস্থাসহ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত একটি উন্নতমানের ডাইনিং ব্যবস্থা রয়েছে।

৭) **কমনরুম :** এলএটিসি ভবনের ৫ম তলায় ১টি কমনরুম রয়েছে যেখানে টেলিভিশন ও ইনডোরগেমস এর ব্যবস্থা রয়েছে।

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবলঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বেতন গ্রেড	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	১০ জন	৮ জন	২ জন	৩-৯	পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক পদে বর্তমানে বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন।
২য় শ্রেণী	১ জন	-	১ জন	১০	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রর নিয়োগ বিধিমালা ২০১৭ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ আকারে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।
৩য় শ্রেণী	১২ জন	০৭ জন	৫ জন	১১-১৫	
৪র্থ শ্রেণী	১৯ জন	৯ জন	১০ জন	১৬-২০	
সর্বমোট	৪২ জন	২৪ জন	১৮ জন		

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যাবলীঃ

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল কাজ হলো ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি জরিপের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রে ৪টি পর্যায়ে ০২ সপ্তাহ মেয়াদের ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। কোর্সগুলো নিম্নরূপঃ

১) **উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ** বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/ সার্বিক/ এলএও/ শিক্ষা) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) **ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ** বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৩) **ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সঃ** ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৪) **বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সঃ** ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন সকল ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের (কানুনগো, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, নামজারী সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, পেশকার, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

এছাড়া জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ক. **২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ:**

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রধানতঃ ভূমি বিষয়ক আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	কোর্সের সংখ্যা	সংখ্যা	
			কর্মকর্তা	কর্মচারী
১.	অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব/এলএ/শিক্ষা) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,	০২	৫২	--
২.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	০১	২০	--
৩.	নবনিযুক্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি)	১০	২৫১	--
৪.	কানুনগো	০১	২৫	--
৫.	হিসাব নিয়তন্ত্রক (রাজস্ব)	০২	--	৫২
৬.	ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপ-সহকারী কর্মকর্তা/সার্ভেয়ার/ পেশকার/ বেঞ্চ সহকারী/ সার্টিফিকেট সহঃ/রাজস্ব সহকারী এবং সমপর্যায়ের কর্মচারী		--	
	(ক) কেন্দ্রে	০৫	--	১৫০
	(খ) বিভাগে	২৭	--	১০৮০
৭	অভ্যন্তরীণ (ক) কর্মকর্তা	০২	--	১৬
	(খ) কর্মচারী	০২	--	২২
	উপ-মোট :	৫২	৩৩৯	১৩২৯

সর্বমোট=১৬৬৮ জন

খ. অন লাইন রেজিস্ট্রেশন করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

গ. অন লাইনে হ্যান্ড আউট আপলোড প্রদান ও ডাউনলোড করার লক্ষ্যে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

ঘ. ই-পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণকালীন সময় ব্যবহারের জন্য একটি ল্যাপটপ দেয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

(ক) ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন ও অভ্যর্থনা কক্ষ আধুনিকায়ন করা।

(খ) ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দূর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের উদ্ভাবন/বেস্ট প্র্যাকটিস সময় ওয়েবসাইটে আপলোড করা।

(ঘ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা।

ঙ) হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর

(ক) অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর এর কার্যাবলীঃ

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায়ে এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষনার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নং	পদের নাম	শ্রেণি	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০১টি
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	১০টি
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণি	৭৭টি
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণি	৯০টি
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণি	০১টি
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণি	২০টি
৭	গাড়ীচালক	৩য় শ্রেণি	০১টি
৮	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণি	৭৯টি
	সর্বমোট =		**২৭৯টি**

২। জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন অনুসারে তহশীল/ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তার ভি,পি শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখা, এল এ শাখা ও ভিপি শাখার হিসাব নিরীক্ষাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন জরিপ অফিসসমূহ, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস, ঢাকা নবাব কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট, আদর্শগ্রাম ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভি,পি শাখা এর অডিট কার্য হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রতি অর্থ বছরে সবর্মোট ৪৯১৩টি হিসাবের অডিট সমাপনামন্তে ১২৩১টি অডিট রিপোর্ট দাখিল করা হয়।

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাবসমূহের বিস্তারিত তালিকাঃ

নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের শ্রেণী বিন্যাস	নিরীক্ষণযোগ্য অফিসের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের নাম	নিরীক্ষণযোগ্য হিসাবের সংখ্যা	প্রতিবছর রিপোর্টের সংখ্যা
ম্যানেজমেট সাইট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	এস.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		এল.এ শাখা	৬৪টি	৬৪টি
		ভি.পি শাখা	৫৭টি	৫৭টি
	জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, রাঙ্গামাটি	মৌজা ম্যান হিসাব	২৫টি	০২টি
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	চীফ হিসাব	০২টি	
		ভি.পি শাখা	৪৬৫টি	৪৬৫টি
		উপজেলা/থানা ভূমি অফিস	৫০৭টি	৫০৭টি
		ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৩,৪৬৩টি	
		সদর দপ্তর	০১টি	০১টি

সেটেলমেন্ট সাইট	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	ঢাকা সেটেলমেন্ট অফিস	০১টি	০১টি
		সেটেলমেন্ট প্রেস	০১টি	০১টি
		দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিস	০৪টি	০৪টি
		জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস	১৫টি	১৫টি
		উপজেলা সহকারী সেটেলমেন্ট অফিস	২৩২টি	৩৮টি
ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ড/দপ্তর/ অধিদপ্তর	ভূমি সংস্কার বোর্ড	সদর দপ্তর	০১টি	০১টি
		বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়	০৬টি	০৬টি
		ভাওয়াল রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
		ঢাকা নওয়াব কোর্ট অব ওয়ার্ডস	০১টি	০১টি
	ভূমি আপীল বোর্ড	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদর কার্যালয়	০১টি	০১টি
	ভূমি মন্ত্রণালয়	ভি.পি শাখা	০১টি	০১টি
		সব র্মোট=	**৪৯১৩টি**	**১,২৩১টি**

৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনঃ

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পযার্য়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্বখাতভূক্ত অফিসের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন শেষে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দাখিলকৃত রিপোর্ট ও আর্থিক সংশ্লিষ্টতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

নং	বিবরণ	অডিট আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমান	
			আত্মসাৎ	বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যেমে রাজস্ব ক্ষতি উদঘাটন
১	ম্যানেজমেন্ট/সেটেলমেন্ট বিভাগের হিসাব	১২৩১	৮৯,৮১,৪০১/-	২,৭৮,৯৯,৫২০/-
২	অর্পিত সম্পত্তি হিসাব		১,৭৮,৮০৭/-	১৩,৯৭,৬১৫/-
	মোট =	**১২৩১**	**৯১,৬০,২০৮/-**	**২,৯২,৯৭,১৩৫/-**

(খ) নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ২০১৬-২০১৭অর্থ বছরে রাজস্ব, ভি,পি এবং সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা নিমণরূপঃ

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির সন	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২০১৬-২০১৭	১৩২৮টি	১৫,২৬,২৭,৫৯৭/৯৮

(গ) প্রশিক্ষণঃ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১০০(একশত)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কম্পিউটার এবং ১০০(একশত)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) নিয়োগঃ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৩য় শ্রেণির নিরীক্ষক (রাজস্ব) পদে ১৭ (সতের) জন এবং অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০৫(পাঁচ) জন সর্বমোট ২২(বাইশ) জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) অত্র দপ্তরের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে ।

(চ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ **২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।**

৪। **ভবিষ্যত পরিকল্পনা :**

অডিট রিপোট সময়মত দাখিল এবং অডিট আপত্তির জবাব তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন প্রশাসনিক বিভাগীয় অফিসসহ জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান অফিসে আইটি নেটওর্য়াক স্থাপন করা হবে। বিভাগীয় অফিস ও জেলা পর্যায়ের অফিসের ওয়েব সাইট খোলা হবে এবং দাপ্তরিক চিঠিপত্র, রিপোর্ট অনলাইনের মাধ্যেম আদান প্রদান ভবিষ্যত পরিকল্পনায় রয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি অডিট পার্টির অডিট রিপোট ওয়েব সাইটে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিগত ৬ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিমণরূপঃ

ক্র. নং	অর্থ বছর	বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১	২০১১-১২	৬৫.৭৫	৪.৫০	৭০.২৫	৬০.০৮ (৯১.৩৮%)	১.৫১ (৩৩.৫৬%)	৬১.৫৯ (৮৭.৬৭%)
২	২০১২-১৩	৫৪.৬২	২১.৩০	৭৫.৯২	৫০.৩০ (৯২.০৮%)	২০.৪৯ (৯৬.২৩%)	৭০.৭৯ (৯৩.২৫%)
৩	২০১৩-১৪	৪৬.৭৭	২৩.৫৫	৭০.৩২	৪৩.৩১ (৯২.৬২%)	২২.২৯ (৯৪.৬৭%)	৬৫.৬০ (৯৩.৩০%)
৪	২০১৪-১৫	৩১.২৭	৩৮.২৯	৬৯.৫৬	২৮.৯৮ (৯২.৬৭%)	৩০.৮৫ (৮০.৫৮%)	৫৯.৮৩ (৮৬.০১%)
৫	২০১৬-১৭	৯২.৯২	৪৮.৭০	১৪১.৬২	৮৬.১০ (৯২.৬৬%)	১৭.৭০ (৩৬.৩৬%)	১০৩.৮০ (৭৩.৩০%)
৬	২০১৬-১৭	২৬৬.৮৮	৮৭.৭৪	৩৫৪.৬২			৩৫৩.৯৫ (৯৯.৮১%)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৩৫৪.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ২৬৬.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮৭.৭৪ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন'১৭ পর্যন্ত ৩৫৩.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৯৯.৮১%। এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৩৫৩.৯৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯২.৬৬% এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ১৭.৭০৬৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩৬.৩৬%।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(কোটি টাকায়)

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৭পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬ -১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন'১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট
২.	Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে জুন'১৭)	১৫৫.৮৪ (১২৭.৯২)	২৫.৭৭১২ (১৪.৭৫৮২)	৮৬.২৩ (৮১.০০)	৭৬.৪২১৭ (৮৮.৬৩%)
৩.	Capacity Building and Supporting the Implementation Strengthening Governance Management Project (Component-B:Digital Land Management System) (জুলাই'১১ হতে মার্চ'১৬) (প্রস্তাবিত জুন'১৭)	৪.০২ (৩.৩৭)	৩.০৭৮৭ (২.৯৯)	১.৮০ (১.৭৪)	০.৫৬২৫ (৩১.২৫%)
৪.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians project) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৬)	৯২.৭৭ (-)	১১.২৪৩৬	৫.৫০	৫.৪৮২৭ (৯৯.৬৯%)
৫.	Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (জুলাই'১১ হতে জুন'১৭)	১০৬.৪২৯১ (১০০.০০)	৬০.৬৮৪০ (৬০.২৮৪০)	৮.৪০ (৬.৫০)	১২.৬৭১৬ (১৫০.৮৫%)
৬.	স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প, ২য় সংশোধিত (জুলাই'১০ হতে জুন'১৭)	১৯.৯৩ (-)	১২.১১৫৭	৩.০০	২.০৮৩০ (৬৯.৪৩%)
৭.	National Land Zoning Project (2nd phase) (জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	২৭. ৫৪৯৬ (-)	১২.৩১৯৭ (-)	৭.৫০	৭.৪৮৬৫ (৯৯.৮২%)
৮.	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জানুয়ারি'১১ হতে ডিসেম্বর'১৬) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর'১৮)	৫.৮৩ (৩.১৩৯৪)	৩.৪৯৬২ (২.৩১০১)	১.৫০ (০.৪৬)	১.৩৮০৬ (৯২.০৪%)
৯.	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প(৬ষ্ঠ পর্ব) (জুলাই'১৪ হতে জুন'১৯)	৫৩৭.২৫	-	৪০.০০ (-)	৩৯.৮৪ (৯৯.৬০%)
১০.	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (Climate Victim Rehabilitation Project) (অক্টোবর'১৫ হতে জুন'২০)	২৫৮.২৯ (-)	-	২০.০০	১৭.৯৪০৯ (৮৯.৭০%)
১১.	ভূমি ভবন কমপেক্স নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই'১৫ হতে জুন'১৮)	১৩৯.৯৬	-	২.৪৭	-
মোট				১৪১.৬২ (৪৮.৭০)	১০৩.৮০৭৭ (৭৩.৩০%)

তাছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২৪৫.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৬৩.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৮১.৭৪ কোটি টাকা।

প্রকল্পওয়ারী কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিমণরূপঃ

১.গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা , সাইক্লোন, ঘূর্নিঝড়, নদী ভাঙ্গন এদেশের মানুষের নিত্য সঙ্গী। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চলসহ ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, চট্টগ্রাম জেলার উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষ দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রম্নয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহকে সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রম্নতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারী খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম ‘পোড়াগাছা’। পরবর্তীতে ‘পোড়াগাছা’ গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ১ প্রকল্পের আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প- ২ প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২৫৮.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে অক্টোবর’১৫ হতে জুন ’২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশের পলম্নী অঞ্চলের এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ৫০,০০০টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন এবং নদীভাঙ্গা পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ২৫৫০টি গুচ্ছগ্রামে বসতভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে কবুলিয়ত দলিল প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারী অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে কবুলিয়ত প্রদান করা;

(খ) পুনর্বাসিত পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান এবং পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা।

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়(ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিতব্য কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা
১.	গ্রামের সংখ্যা	২৫৫০টি
২.	গৃহ,লেট্রিন, রান্নাঘর নির্মাণ ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	৫০,০০০ টি
৩.	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি
৪.	নলকুপ স্থাপন	১২০০ টি
৫.	Aুদ্রঋণ	৫০,০০০ পরিবার
৬.	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	৫০,০০০ পরিবার
৭.	বৃক্ষরোপন	৫০,০০০ পরিবার
৮.	উন্নত চূলা	৫০,০০০ পরিবার
৯.	কবুলিয়ত দলিল	৫০,০০০ পরিবার
১০.	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম
১১.	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণঃ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে নূন্যতম ৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকুপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টীলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টীলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি ‘মাল্টিপারপাস হল’ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলজ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারী করা হয়, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষ্যে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়, পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ করা হয় এবং নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ৯০.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৭ পর্যন্ত ৮৯.৫০৪৬কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৩৬%। এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরুপ:

প্রকল্পের কার্যক্রম	জুন '১৭ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা	জুন '১৭ পর্যন্ত অর্জন
গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা	২৩টি	২৩টি(১০০%)
পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
মাল্টি পারপাস হল নির্মাণ	১২ টি	১২ টি (১০০%)
নলকূপ স্থাপন	১৩০টি	১৫৯টি(১২২.৩১%)
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (পরিবার সংখ্যা)	৭৫০ টি	৭৪৩ টি (৯৯.০৭%)
প্রশিক্ষণ প্রদান (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
কবুলিয়ত দলিল বিতরণ	৮০০ টি	৭৯৩ টি (৯৯.১৩%)
বিদ্যুতায়ন(গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা)	৭টি	৯টি(১২৮.৫৭%)
উন্নত চুলা প্রদান (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)
বৃক্ষ রোপনের জন্য সহায়তা (পরিবার সংখ্যা)	৮০০ টি	৮০০ টি (১০০%)

২. স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। এ দেশের উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। বিশ্বে উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তি এখন সময়ের দাবী। ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম যেমন- ই-গভর্ন্যান্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-মেডিসিন, ই-এগ্রিকালচার ইত্যাদি অর্থ্যাৎ ডিজিটাল প্রযুক্তি বা আইসিটি-নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এগিয়ে চলেছে। সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও সুশাসন একটি দেশকে দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির ব্যবহার সুশাসন ব্যবস্থা চালুকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেকেলে পদ্ধতি অনুসরণের কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা মোট ৪টি দপ্তর হতে পরিচালিত হয়। যেমন ১) ভূমি নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ(সেটেলমেন্ট অফিস), ২) ভূমির তথ্য হালনাগাদকরণে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ৩) ভূমি মালিকানা রেজিস্ট্রেশনে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এবং ৪) ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ভূমি আপীল বোর্ড। এ সকল দপ্তর নিজস্ব পৃথক পৃথক আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকায় ভূমি মালিকগণ অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং ভূমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে মানুষের মূল্যবান সময়, অর্থ ইত্যাদি অপচয় হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর (ICT) ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরে আসবে।

স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭(২য় সংশোধিত) মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয়: ১৫৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ২৭.৯২ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৭.৯২ লক্ষ টাকা। উক্ত প্রকল্পটি প্রাথমিকভাবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরসহ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, গোপালগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও গাজীপুর জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকার জেলা ও উপজেলাসমূহ নিমণরূপ:

দিনাজপুর- দিনাজপুর সদর, বিরামপুর, বীরগঞ্জ, বিরল, বোচাগঞ্জ, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, ঘোড়াঘাট,হাকিমপুর, কাহারোল, খানসামা, নবাবগঞ্জ এবং পার্বতীপুর উপজেলা;

রাজশাহী- পুঠিয়া এবং বাঘা উপজেলা;

পাবনা- পাবনা সদর, আটঘরিয়া, বেড়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, ঈশ্বরদী, সাঁথিয়া এবং সুজানগর উপজেলা;

গোপালগঞ্জ- গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর এবং টুংগীপাড়া উপজেলা;

জামালপুর- বকশীগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ এবং সরিষাবাড়ী উপজেলা;

শেরপুর- শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, নকলা, নালিতাবাড়ী এবং শ্রীবর্দি উপজেলা;

গাজীপুর- গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ, কাপাসিয়া এবং শ্রীপুর উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য: ভূমি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি (ICT) ব্যবহার করে প্রকল্পভুক্ত ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএলএমএস) সিস্টেম চালুকরণ।

উদ্দেশ্য:

১। ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা;
২। সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;
৩। ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময় ক্ষেপণ দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।

স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)(২য় সংশোধিত) প্রকল্প প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) ভূমি ব্যবস্থাপনায় আইসিটি (ICT) ব্যবহার করে প্রকল্পভুক্ত ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএলএমএস) সিস্টেম চালুকরণ;
(খ) ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি মালিকানা স্বত্ব নিরঙ্কুশ ও তার নিরাপত্তা বিধান করা;
(গ) সরকারি ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিরঙ্কুশ করা;
(ঘ) ভূমি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন করা, রেকর্ড হাল-নাগাদকরণে (মিউটেশন) সময় ক্ষেপণ দূর করা এবং তাৎক্ষণিক হাল-নাগাদকরণের মাধ্যমে রেকর্ডের সঠিকতা নিশ্চিতকরণের দ্বারা বার বার সংশোধনী জরিপের প্রয়োজনীয়তা দূর করা;
(ঙ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা;
(চ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ১টি ডিজাস্টার রিকোভারী সেন্টার স্থাপন করা;
(ছ) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ ৭টি জেলা ও ৪৫টি উপজেলার (সহকারী কমিশনার, ভূমি এর কার্যালয়) জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা;
(জ) ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত সফটওয়্যার তৈরী ও চালুকরণ;
(ঝ) ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র চালুকরণ;
(ঞ) প্রকল্পভুক্ত কম/বেশী মোট ১৮৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং ও ডিজিটাইজকরণ; এবং
(ট) প্রায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ানের (সিএস, এসএ, আরএস, মিউটেশনকৃত) স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রিকরণ ইত্যাদি।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৮৬.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ৫.২৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮১.০০ কোটি টাকা। জুন'১৭পর্যন্ত ৭৬.৪২১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ৪.৭৩৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭১.৬৮২৯ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৮.৬৩%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরূপঃ

ক্লাস্টার ভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিমণরূপঃ

Cluster Description	অগ্রগতির বিবরণী	মন্তব্য
Cluster 1: Development of DLMS software (to be used in DLRS, 7 Districts and 45 Upzilas; Technical support for implementing DLMS in DLRS, 7 Districts and 45 Upzilas; Capacity building of the concern officials of DLRS, respective Districts and Upazilas.	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণের জন্য ১ টি ডিএলএমএস সফটওয়্যার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত আছে।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
Cluster 2: Digitization and scanning of Maps (CS, SA, RS/ last published Maps; about 18.5 thousand sheets) of 45 selected Upazilas	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী কম/বেশী ১৮৫০০ মৌজা ম্যাপ শীট স্ক্যানিং এবং এ হতে ৯৮৭১ টি শীট ডিজিটাইজিং কাজের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ১৯৭০৬ টি মৌজা ম্যাপ শীট এর স্ক্যানিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে । এ পর্যন্ত ১৯০০০ টি ম্যাপ সীটের Indexing এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ১৫০০ টি মৌজা ম্যাপ শীট ভেক্টোরাইজ সম্পন্ন হয়েছে ।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
Cluster 3: Digitization of Khatians (CS, SA, RS/ last published khatians and Mutated) khatian; about 6.5 million of those Upazilas	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী কম/বেশী ৬৫ লক্ষ খতিয়ান (সিএস, এসএ, আরএস, মউটেশন) এর স্ক্যানিং ও ডাটা এন্ট্রির কাজের বিষয় থাকলেও বাস্তবে মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ খতিয়ানের পৃষ্ঠা স্ক্যানিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ খতিয়ানের পৃষ্ঠার Indexing এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ডাটা এনকোডিং এর কাজ চলমান আছে।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
Cluster 4: supply and Install hardware (server, computer, accessories, etc) software (OS, system software, etc) and IT infrastructure (LAN, power conditioning, etc) for the DLMS working environment at 7 Districts and 45 Upazilas	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে ০৭ টি জেলার মধ্যে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও বাঘা, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া ও কালিয়াকৈর এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় সিভিল ওয়ার্কস সম্পন্ন হয়েছে ।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
Cluster 5 : preparation of central Data Center at DLRS compound, which will be furnished with all related facilities like Hardware, software, physical and IT infrastructure and workstation,	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ১টি কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয় কাজ (Civil Works) অব্যাহত আছে । কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্র আমদানী করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানী প্রক্রিয়াধীন আছে ।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

Cluster Description	অগ্রগতির বিবরণী	মন্তব্য
establish network with the respective districts and Upazilas, etc.		
Cluster 6: IT infrastructure and Annual Support for Land Information and Service Center in 20 selected areas (Upazilas)	প্রকল্পের এলাকার মধ্যে ৪৫টি উপজেলা হতে নির্বাচিত ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে । এ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলায় Refurbishment কাজ সম্পন্ন হয়েছে ।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
Cluster 7: Provide after sales (post implementation) support services (operation and maintenance) of all Software and Hardware for 24 months after the data of Operational Acceptance or handover to the respective clients.	মূল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এ অংশের কাজ আরম্ভ হবে ।	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে এবং প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

তাছাড়া, এ প্রকল্পের আওতায় ৬৫ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ লক্ষ খতিয়ান স্ক্যান করা হয়েছে। ১৮ হাজার ৫ শত ম্যাপসীট স্ক্যানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯,৭০৬টি ম্যাপসীট স্ক্যান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে একটি ডাটা সেন্টার এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একটি ডাটা রিকভারি সেন্টার স্থাপন, ২০টি ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৩.ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্টিং দ্য ইমপিম্নমেন্টেশন অব এডিবি'স স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড সাপোর্টিং দ্য ইমপিম্নমেন্টেশন অব এডিবি'স স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (কম্পোনেন্ট বিঃ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয়: ৩.৫১৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ০.৪৭৮০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩.০৪১১ কোটি টাকা। প্রকল্প এলাকা : মূল প্রকল্পভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরসহ ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা। মূল প্রকল্পকে সহায়তা প্রদানের জন্য এবং প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করার জন্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অর্থ এডিবি ব্যয় করে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ০.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.৩৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৫৩ কোটি টাকা। জুন'১৭পর্যন্ত ১.০৮৭৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৩০২২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.৭৮৫২ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ১২৬.৪৪%।

৪. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

জনবহুল বাংলাদেশে ভূমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যেমন- রেকর্ড স্বত্ব ও রেকর্ড সংরক্ষণসহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতিতে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণকে কাংখিত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সারাদেশের ৫৫টি জেলায় (ঢাকা, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিলা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ান আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সহজে খতিয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবং
(২) ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এস এ, আরএস) দীর্ঘ দিনের পুরানো খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ করা।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা। তাছাড়া, ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ৫৫টি জেলায় জুন'১৭ পর্যন্ত মোট ১,৪৯,৮৭৮১৬টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

গত ১৭/১২/২০১৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলায় ইএলআরএস সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। কিন্তু সফটওয়ারের ত্রম্নটির কারণে ডাটা এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। এটুআই প্রকল্প হতে জানানো হয় যে, ইএলআরএস সফটওয়ারে কিছু সমস্যা থাকার কারণে তিনটি জেলা ব্যাতীত অন্য জেলায় ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালিন সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০২/০৯/২০১৫ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিমেণাক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ইএলআরএস এর নতুন সফটওয়ারের মাধ্যমে খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে আগামী ১৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ হতে শুরু করতে হবে।

(খ) এ প্রকল্পের আওতায় প্রথমে সিএস এবং এসএ জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করতে হবে। পবরর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে বিদ্যমান আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটার সাথে সমন্বয় করে আরএস জরিপের খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধামেত্মর আলোকে এটুআই প্রকল্প কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়ারটির মাধ্যমে শুধুমাত্র খতিয়ানের জন্য ডাটা এন্ট্রি ৬টি জেলায় (পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, জয়পুরহাট, বগুড়া ও কুষ্টিয়া) পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৭পর্যন্ত ১৪.৭৬৯১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮১.৮২%। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম হতে সফ্টওয়্যার সরবরাহ করা হয়। এটুআই প্রকল্প হতে প্রদানকৃত সফটওয়্যারটি তিন বার আপডেট করা হলেও শুধুমাত্র তিনটি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ) ELRS সফটওয়্যারটি চালু করা হয়। সফটওয়্যারের সমস্যা স্থায়ী ভাবে সমাধানের লক্ষ্য এটুআই কর্তৃক নতুন একটি সফ্টওয়্যার তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যা বিসিসিতে হোস্টিং করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ব্যাচ এন্ট্রির মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি শুরু করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্য সকল জেলায় প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার সরবরাহ করা হয়েছে। এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমের সংশ্লিষ্ট ২৭৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জুন'১৭পর্যন্তম্ ৯২.৪৯ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

৫. Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (1st revised) শীর্ষক প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি একটি পাইলট প্রকল্প। বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে: জামালপুর জেলার জামালপুর সদর উপজেলা, রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলা এবং বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ১০৬.৪২৯১ কোটি টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৬.৪২৯১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০০.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি জুলাই'১১ হতে জুন'১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩টি জেলার ৩টি উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন, জরিপ সংক্রান্ত অনলাইন সেবা চালুকরণ এবং যুগোপযোগী ও বাস্তব সম্মত একটি জাতীয় ভূমি নীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্য এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি আধুনিক ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি এবং এই ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভূমি জরিপরেকর্ড ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সেবাসমূহ প্রদান করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

(ক) জাতীয় ভূমি নীতি প্রণয়ন করা;

(খ) উপজেলা পর্যায়ে অথারিটেটিভ ল্যান্ড রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা;

(গ) বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা রিভিউ করে উপযুক্ত ও যুগোপযোগী আইন সংশোধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাসের সুপারিশকরণ।

Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens of Bangladesh (1st revised) শীর্ষক প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ছবিঃ রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ এম,পি।

জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ

ডিজিটাল সার্ভেভুক্ত ৩টি পাইলট উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করাই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ১৬টি, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় ১৬টি এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ১৫টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করে সমগ্র উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে এই অংশের কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

ছবিঃ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম

সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড পদ্ধতি (IDLRS)ঃ

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় ভূমি বিষয়ক ৩টি অফিস যেমন উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের মধ্যে Physical Colocation and Connectivity সৃষ্টির লক্ষ্য IDLRS software ও এর Prototype তৈরী করা হয়েছে। এটির উপর বিগত ১৬ জুন তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও PTAT এর Consultant-দের উপস্থিতিতে সর্বশেষ ওয়ার্কশপ হয়েছে। মনিরামপুর উপজেলায় সংশ্লিষ্ট ইউএনও, জেডএসও, এডিসি রেভিনিউ, সাব-রেজিষ্ট্রার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও অফিস সহকারী এবং যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলার সকল এসি ল্যান্ড, ইউএনও, এডিসি, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জেলা রেজিস্ট্রার ও জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারীদেরকে (এসি ল্যান্ড অফিসের অফিস সহকারী, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী/উপসহকারী কর্মকর্তাদেরকে আইটি'র উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং / দক্ষতা উন্নয়ন ঃঃ

আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিজিটাল জরিপ কাজের উপযোগী করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুই দফায় জিএনএসএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। **ফলে** তারা ৩টি উপজেলায় জিসিপি স্থাপন ও আরটিকে পদ্ধতিতে ডিজিটাল সার্ভে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুন'১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় ২১.০৮ কোটি টাকা (২৩৫.২৭%)। এর মধ্যে জিওবি ১.৬৯৭৪ কোটি টাকা(৫৭.৩৪%) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯.৩৮২৬ কোটি টাকা(৩২৩.০৪%)। এ প্রকল্পের ৫টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

1. Development and Updating of National Land Policy and Sub-policies;

2. Establishing an Authoritative Land Records in 3 Pilot Upazila;
3. Legal and Institutional Audit;
4. Capacity Building in Land Administration;
5. Public Education and Awareness

(ক) Development and Updating of National Land Policy and Sub-policies: জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' প্রণয়ন করা। ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হলে চলমান জরিপ আইনে কিছু সংশোধন প্রয়োজন। তাছাড়া, সরকারি খাসজমি সংরক্ষণ এবং ভূমির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্য 'জাতীয় ভূমি নীতি' একান্ত প্রয়োজন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক 'খসড়া ভূমি নীতি'র উপর বিভিন্ন জেলায় জুন'১৭ পর্যন্ত ১৪টি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০৮/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি'র উপর ঢাকায় এক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কসপের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' চূড়ান্তকরণের জন্য আমত্মঃমন্ত্রণালয় 'টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং কমিটি' কর্তৃক পর্যালোচনাধীন রয়েছে। 'খসড়া জাতীয় ভূমি নীতি' চূড়ান্ত অনুমোদনার্থে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হবে।

(খ) Establishing an Authoritative Land Records in 3 Pilot Upazila: এ কম্পোনেন্টটি নিম্নেণাক্ত দুইটি ভাগে ভাগ করে সভায় উপস্থাপন করা হয়: ৩টি পাইলট উপজেলায় ডিজিটাল সার্ভে ও ভূমি রেকর্ড এবং ১টি উপজেলায় সমন্বিত ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড পদ্ধতি (আইডিএলআরএস) প্রতিষ্ঠা।

ডিজিটাল ল্যান্ড সার্ভে ও রেকর্ড এর দুইটি অংশঃ
১) জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ২) ডিজিটাল সার্ভে

জিওডেটিক কন্ট্রোল নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ ডিজিটাল সার্ভেভুক্ত ৩টি পাইলট উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করাই ছিল এটির মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ১৬টি, বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় ১৬টি এবং রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ১৫টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করে সমগ্র উপজেলাকে ডিজিটাল সার্ভে কাজের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে এই অংশের কাজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

(অ) ডিজিটাল সার্ভেঃ
৩টি পাইলট উপজেলায় জুন'১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১২০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি মাঠ মৌসুমে প্রকল্পভুক্ত ৩টি উপজেলায় ৫০টি মৌজায় ডিজিটাল রেকর্ড প্রকাশনার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে ৪৭টি মৌজায় প্রণীত ডিজিটাল নকশার ভিত্তিতে প্রাথমিক মালিকানা রেকর্ড তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিমণরূপঃ
কিসেত্মায়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৫০টি মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৯২%, খানাপুরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৭৪ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৮০%, তসদিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৬৩ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৬০%, ডিপি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩৫ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৮০% , আপত্তি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ৩০ মৌজায়, অগগ্রতিঃ ৮০%, আপীল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১৫ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৮০%, ফাইনালযাঁচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ১০ মৌজায়, অগ্রগতিঃ ৩৩%। তাছাড়া, ৩টি উপজেলার সার্ভে পার্সেল ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। আমতলী উপজেলার অবশিষ্ট ২০টি, মোহনপুরে ১৩৭টি এবং জামালপুরে ২১৯টি মোট ৩৭৬টি মৌজায় অর্থোফটো প্রযুক্তি ব্যবহার করে Unmaned Arial Vehical(UAV) এর মাধ্যমে তথ্যাদি নিয়ে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবার্চন করা হয়েছে।

(আ) আইডিএলআরএসঃ

মনিরামপুর উপজেলায় Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) চালু করার লক্ষ্য সফ্টওয়্যার তৈরী করে এ পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত ৩টি অফিস এসি(ল্যান্ড), সাব-রেজিস্টার ও সেটেলমেন্ট অফিসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে মনিরামপুর উপজেলায় অন লাইন মিউটেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আরো দু'টি উপজেলায় তা সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, জামালপুর সদর উপজেলায় ওয়েবভিত্তিক অনলাইন খতিয়ান এন্ট্রি সফ্টওয়্যার (রিলেশনাল ডাটাবেইজ) তৈরীপূর্বক পরীক্ষামূলক খতিয়ান এন্ট্রির কাজ চলছে ।

(গ) Legal and Institutional Audit: ন্যাশনাল ল্যান্ড পলিসিকে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্ট দিতে লিগ্যাল ও ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এর প্রস্তাবনা তৈরীর কাজে নিয়োজিত ন্যাশনাল লিগ্যাল এক্সপার্ট বিদ্যমান আইনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার কাজ করছেন। আইনগত কাঠামো পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপর এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে। নিয়োজিত ন্যাশনাল লিগ্যাল **এক্সপার্ট** জরিপ কাজ ও স্যাটেলম্যান্টের বিশেষ করে স্যাটেলম্যান্ট ও বিরোধ বা আপত্তি নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়াগুলোর আইনী কাঠামোটিকে পর্যালোচনা ও বিশেস্নষণ করেছেন। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাসত্ব আইন ১৯৫১, ১৯৫৪ সালের প্রজাসত্ব আইন, ১৯৩৫ সালের দি বেঙ্গল সার্ভে ও স্যাটেলম্যান্ট ম্যানুয়াল (জরিপ ম্যানুয়াল), ১৯৫৭ সালের কারিগরী আইন এবং ভূমি রেকর্ড ও ম্যাপ বা নকশা তৈরি করার জন্য সাধারন নির্দেশনা -২০০১ (সাধারন নির্দেশনা ২০০১) যা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (DLRS) কর্তৃক জারি করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আইনী কাঠামোতে কিভাবে ফারাক বা গ্যাপ ও ঘাটতিগুলো সংশোধন করতে হবে এবং স্যাটেলম্যান্ট প্রক্রিয়ার দীর্ঘসুত্রিতা কিভাবে স্বাভাবিক গতিতে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে স্পস্টভাবে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ভূমি নীতির পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত কিছু কিছু বিষয়ের উপর আইনগত অপূর্ণতা ইতোমধ্যেই নিরূপণ করা হয়েছে। ১৮৭৫ সালের জরিপ আইনের স্থলে সম্পূর্ণ নতুন জরিপ আইনের খসড়া ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং পশ্চাদপদ নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠির ভূমিতে অধিকার সুরক্ষার সংশোধনী প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে। ভূমি নীতি চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষ্য এর উপর পূর্ণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

(ঘ) Capacity Building in Land Administration: ডিজিটাল জরিপের নতুন যন্ত্রপাতি (যেমন জিএনএএস, আরটিকে, ইটিএস) ম্যাপ প্রসেসিং সফ্টওয়্যার (কিউজিআইএস, আর্কজিআইএস) এবং পূর্ববর্তী নকশা জিওরেফারেন্সিং-এর জন্য অর্থোফটো এর উপর বর্তমানে প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে সংশিষ্ট সকলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। অন্যদিকে Integrated Digital Land Recording System (IDLRS) সফ্টওয়্যারের উপর এসি-ল্যান্ড, সাব-রেজিষ্ট্রার ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিজিটাল জরিপ কাজের উপযোগী করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ৩৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুই দফায় জিএনএসএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা সফলতা অর্জন করে ৩টি উপজেলায় জিসিপি স্থাপন ও আরটিকে পদ্ধতিতে ডিজিটাল সার্ভে কাজের দক্ষতা অর্জন করেছে। ৯জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ডিজিটাল সার্ভে এবং জিআইএস-এর উপর ইনটেনসিভ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে অন দি জব প্রশিক্ষণও সমাপ্ত হয়। ১৮জন কর্মচারী/কর্মচারীকে জিআইএস প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২৯ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ও ডেটাম এর উপর ৪দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এ সমস্ত প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে উপজেলা পর্যায়ে সার্ভে টীম গঠন করা হয়েছে। আগষ্ট'১৫ মাসের শেষ সপ্তাহে ২০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অর্থোফটোর উপর বেসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(ঙ) Public Education and Awareness: ৩টি পাইলট উপজেলা এলাকায় ডিজিটাল জরিপ কাজে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের ম্যান্ডেটে উত্তরণ, কেয়ার ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন নামে ৩টি এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে সার্ভে এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত এনজিও কনসোর্টিয়াম জরিপের স্তরভিত্তিক কার্যক্রম চলাকালে ভূমি মালিকগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য কর্মসূচীভুক্ত এলাকায় ফ্লিপ চার্ট, পোষ্টার, মাইকিং, জারী গান, উঠান বৈঠক, পাবলিক মিটিং, ভয়েস কল, ভয়েস এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।

৬. স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সারাদেশের প্রতিটি ভূমি খন্ডের জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রণয়ন করার পর তা যথাসময়ে মুদ্রণ করে ভূমি মালিকগণের মধ্যে বিতরণ করা। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের আওতাধীন মোট ১৮টি জোনাল/রিভিশানাল সেটেলমেন্ট অফিস কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে হাতের সাহায্যে(Manually) চূড়ান্তভাবে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও-এ অবস্থিত এ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন নিজস্ব ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস ও সেটেলমেন্ট প্রেসে মুদ্রণ করা হয়। কিন্তু নিকট অতীতে এ দু'টি প্রেসের যে মুদ্রণ ক্ষমতা ছিল, তা দিয়ে কোনক্রমেই চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান (স্বত্বলিপি) মুদ্রণ করে সেগুলো ভূমি মালিকগণের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান (স্বত্বলিপি) একটি বিশেষ শ্রেণীর দলিল (Classified document), যা দ্বারা মাঠ পর্যায়ে ভূমি মালিকগণের মালিকানা স্বত্ব নির্ণীত হয়ে থাকে। তাই এগুলোর যথোপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে ইতিপূর্বে এগুলো মুদ্রিত হওয়ার পর এ অধিদপ্তরের নিজস্ব ২টি পিক-আপ ভ্যানে করে তা সারাদেশের ১৮টি বৃহত্তর জেলায় অবস্থিত জোনাল/রিভিশানাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহে পৌঁছে দেয়া হতো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো উক্ত পিক-আপ ভ্যান ২টি পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছে। অনুন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার কারণে অদ্যাবধি এ অধিদপ্তরে কর্তৃক এগুলোর পরিবর্তে নতুন করে আর কোন পিক-আপ ভ্যান ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তাই বাস্তবতার নিরীখে এ পিক-আপ ভ্যানটিসহ ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস ও সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য আরো বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি(সার্ভার, কম্পিউটার, উচ্চ ক্ষতাসম্পন্ন লেজার প্রিন্টার, ফ্লvট বেড স্ক্যানার, কম্পিউটার টু ‡প্লটসহ বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি) সংগ্রহ করে এগুলোর মুদ্রণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্যই এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার ২০১০ সাল হতে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে হাতের সাহায্যে (Manually) মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা জারি করেছে। এ কারণে সীমিত আকারে দেশের বিভিন্ন এলাকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান(স্বত্বলিপি) প্রস্তুত করার জন্য এ প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি ও সফট্ওয়্যার(ইটিএস,সার্ভার,কম্পিউটার, প্লটার,ম্যাপ ডাটা প্রসেসিং সফট্ওয়্যার,জিআইএস ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার ইত্যাদি) সংগ্রহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২০১৫.০০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প এলাকা ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং সেটেলমেন্ট প্রেস।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক. আধুনিক যন্ত্রপাতি(৩ টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ৩৮টি কম্পিউটার এবং ৫০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার) সংগ্রহের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এ প্রকল্পের আওতায় ৩২.০০ লক্ষ খতিয়ান (১টি খতিয়ান=১০ কপি) মুদ্রণ করা;

খ. বর্তমানে(বিদ্যমান গ্রাফিকস ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসেসর, অটো পেস্নট প্রসেসর এর পরিবর্তে একটি বাই কালার অফ-সেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস) সিটিসি ও স্ক্যানারসহ সংগ্রহের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্রেসের মুদ্রণ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এ প্রকল্পের আওতায় ৩৬.০০ হাজার মৌজা ম্যাপ সিট (১টি মৌজা ম্যাপ সিট= ১০০ কপি) মুদ্রণসহ প্রেসটির আধুনিকায়ন সম্পন্ন করা;

গ. বাংলাদেশের সকল উপজেলা, জেলা এবং দেশের (বাংলাদেশ) ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা এবং

ঘ. ভূমি মালিকগণকে তাদের ভূমির রেকর্ড বিষয়ক তথ্যাদি ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সহজে জানার সুবিধার্থে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট নির্মাণ করা।

স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের মূল কর্যক্রমঃ

১. সেটেলমেন্ট প্রেসের জন্য ৩(তিন)টি মধ্যম ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ৩৮(আটত্রিশ)টি কম্পিউটার এবং ৫০(পঞ্চাশ)টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার প্রিন্টার সংগ্রহ করা;

২. ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের জন্য ২(দুই)টি ফ্লাটবেড স্ক্যানার এবং কম্পিউটার টু পেস্নট(সিটিপি)সহ এক সেট বাই-কালার অফসেট ম্যাপ মুদ্রণ প্রেস, ০২(দুই)টি ম্যাপ ফটোকপিয়ার, ০১(এক)টি সার্ভার এবং ৪(চার)টি ওয়ার্ক স্টেশন সংগ্রহ করা এবং

৩. বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করার জন্য ৩০(ত্রিশ) সেট ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন (ইটিএস) মেশিন, ১টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ভ্যান, ০১(এক)টি সার্ভার, ০৪(চার)টি ওয়ার্ক স্টেশন, ০২(দুই)টি পস্নটার, ১০(দশ)টি ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার এবং ০৪(চার)টি জিআইএস সফটওয়্যার সংগ্রহ করা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৩.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৭পর্যন্ত ৩.২৫১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৩.৬৯%।

ছবিঃ গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধদপ্তরে আধুনিক ডিজিটাল ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের শুভ উদ্বোধন করেন ।

ছবিঃ আধুনিক হাইডেলবার্গ ম্যাপ প্রিন্টিং মেশিন

ম্যাপ মুদ্রণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্পের আওতায় ২(দুই)টি ফ্লাটবেড স্ক্যানার এবং কম্পিউটার টু পেস্নট (সিটিপি) সহ ০১(এক) সেট হাইডেলবার্গ বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং ০২(দুই)টি সার্ভার, ০৭ (সাত)টি ওয়ার্ক স্টেশন এবং ১৭(সতের)টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসটি বর্তমানে একটি আধুনিক প্রিন্টিং প্রেসে পরিণত হয়েছে।

৭.জাতীয় ভূমি জোনিং ২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

প্রকৃতিগত ভাবেই প্রতিটি সমাজে ভূমি জোনিং রয়েছে। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও ভূমির স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবাসন ও অন্যান্য প্রয়োজনে দেশের কৃষি জমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে প্রতিদিন আনুমানিক ৬৯২ একর কৃষি জমি অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৫৪ একর জমি (৮০ শতাংশ) আবাসন খাতে, ১২০ একর (১৭.০৪ শতাংশ) জমি ইটভাটা স্থাপন ও ইট তৈরি খাতে এবং বাকি ১৮ একর (৩ শতাংশ) জমি রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ২০৫০ সালে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ০৬ শতকেরও নিচে। এ ধরনের একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ইস্যুকে বিবেচনায় রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০০০ সালে (২০০১ সালে প্রকাশিত) ভূমি মন্ত্রণালয় জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করে। উক্ত ভূমি ব্যবহার নীতিতে ভূমির পরিমিত ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, অবক্ষয় রোধ করা এবং সর্বোচ্চ উপযোগীতা নিশ্চিত করার জন্য ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ২০০৬-২০১১ সময়ে উপকূলীয় এলাকার ১৯টি এবং সমতল এলাকার ২টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এর ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ‘‘জাতীয় ভূমি জোনিং (২য় পর্যায়)’’ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসহ দেশের ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের আওতায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.৫৪৯৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ ভূমি জোনিং এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

(ক) ভূমির অপরিকল্পিত ব্যবহার ও ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধকল্পে ভূমিকে তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বন, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে ভূমি থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জন করা;
(খ) ভূমির অবক্ষয় রোধ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ভূমির পুনরুদ্ধার করা;
(গ) গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও কৃষ্টিগত স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষা করা;
(ঘ) বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারকারী ও সংস্থার মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন করা;
(ঙ) প্রাণি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;
(চ) নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ ও ভূমি ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভূ-সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত ধ্যানধারণা সৃষ্টি করা; এবং
(ছ) ভূমি জোনিং ম্যাপ ও ভূমির তথ্যভান্ডার (Database) তৈরী করা।

জাতীয় ভূমি জোনিং ২য় পর্যায়(২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) প্রকল্প এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান ভূমি ব্যবহার, কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপর বিস্তারিত সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
(খ) সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধরণের স্বত্বভোগীদের সহিত আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা;
(গ) ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা;

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি ব্যবহার ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে উপজেলা ভূমি জোনিং ম্যাপ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

(ঙ) উপজেলা ভিত্তিক ভূমি জোনিং কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা; এবং

(চ) কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করা।

ছবিঃ **পায়রা সমুদ্র বন্দর জোনিং ম্যাপ**

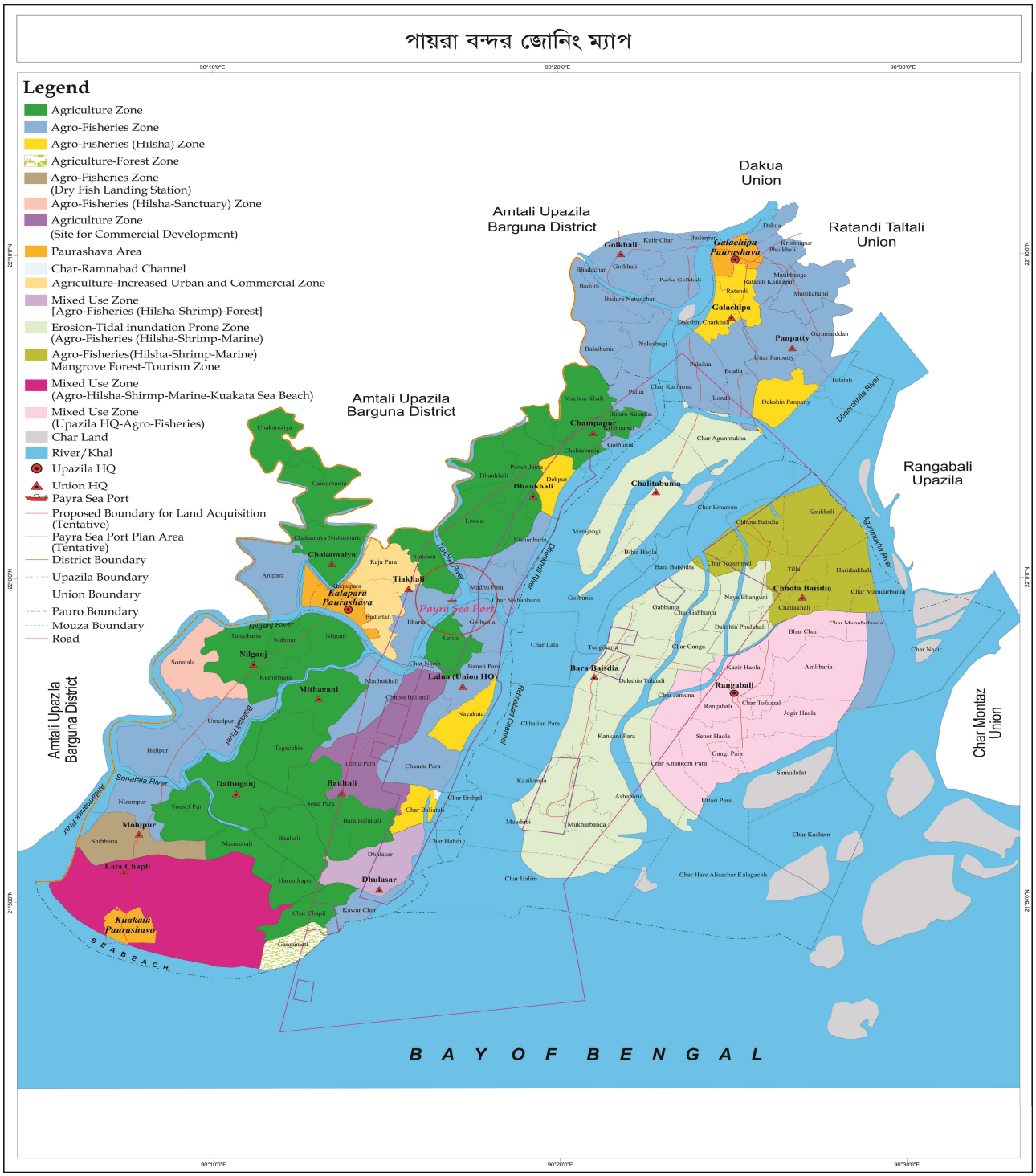

ছবিঃ **পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপাজেলার ভূমি জোনিং ম্যাপ**

ভূমি জোনিং এর ফলাফল ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাবঃ ভূমি জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে নিমণরূপ আর্থিক ও সামাজিক সুফল অর্জন করা যাবে:

(ক) ভূমির অপরিকল্পিত ও অপব্যবহার রোধ করে মূল্যবান কৃষি জমি সুরক্ষা করা যাবে;
(খ) ভূমির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শস্য পরিক্রমা (Cropping Pattern) তৈরী করে শস্যের অধিক ফলন নিশ্চিত করা যাবে এবং ভূমির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা যাবে;
(গ) শহর ও গ্রামের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ রোধ করা যাবে;
(ঘ) বহুতল বিশিষ্ট স্থাপনা তৈরী করে জমির অপচয় রোধ করা যাবে;
(ঙ) খাস জমি সুরক্ষা করা যাবে এবং ভবিষ্যত প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যাবে;
(চ) দেশের হাওর-বাওর, বিল ও চর এলাকার স্ব-স্ব ব্যবহার ভূমি জোনিং ম্যাপে নির্দেশিত থাকবে যা এসব মূল্যবান এলাকা সংরক্ষণে সহায়ক হবে;
(ছ) পাহাড়-টিলা কর্তন রোধসহ বনায়ন সম্প্রসারণ কাজে ভূমি জোনিং ম্যাপ ব্যবহার করা যাবে;
(জ) জোনিং প্রক্রিয়ায় জমির ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং একই জমিতে তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে বিধায় ভূমিহীন লোকের অধিক কর্মসংস্থান হবে এবং ইহা সামাজিক অবস্থায় সুফল বয়ে আনবে;
(ঝ) দেশের জলাশয় সংরক্ষণে ভূমি জোনিং ম্যাপ ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। ফলে জেলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং মাছের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি পাবে;
(ঞ) শিল্প-কারখানা, ইটের ভাটা, আবাসন এবং অন্যান্য স্থাপনা ভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করার স্থান ভূমি জোনিং ম্যাপে চিহ্নিত থাকবে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

(ক) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৪৩টি জেলার মধ্যে ৪০টি জেলায় জেলা পর্যায়ে ভূমি জোনিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
(খ) ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
(গ) ৪৩টি জেলার ৩২৬টি উপজেলার বিভিন্ন উৎস্য থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
(ঘ) LGED ও SRDI থেকে ভূমি জোনিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে;
(ঙ) ৪৩টি জেলার স্যাটেলাইট ইমেজ (Satellite Image) সংগ্রহ করা হয়েছে;
(চ) ৩২৬টি উপজেলার মধ্যে ৩০১টি উপজেলার খসড়া ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রণয়ন করা হয়েছে;
(ছ) ২৩৫টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
(জ) কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্প এর আওতায় প্রণীত ১৫২টি উপজেলার উপজেলা ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও ম্যাপ প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে;
(ঝ) জাতীয় ভূমি জোনিং প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় প্রণীতব্য ৩২৬টি উপজেলার ভূমি জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map' প্রকল্পের ওয়েব সাইটে (www.landzoning.gov.bd) আপলোড করার কাজ চলমান রয়েছে;
(ঞ) জুন ২০১৭ পর্যন্ত এ প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে ৬.০০৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের শতকরা ৯৭.১৮ ভাগ এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগিত শতকরা ১০০ ভাগ। প্রকল্পটি জুন ২০১৭ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে।

৮. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclimation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালি জেলায় চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত ব্যাপক চর উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবসেত্মর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় ফেইজ এর আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছরে সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির সার্বিক উন্নয়ন সাধন পূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে পুর্নবাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ভূমির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন ও ২০১৬ সনের মধ্যে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বিতরণের লক্ষ্যে বর্তমান চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ চলমান রয়েছে। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪), ১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭.৬৯ কোটি টাকা এর মধ্যে প্রকল্প সাহয্য ৩.১৩৯৪ কোটি টাকা এবং জিওবি ৪.৫৫০৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চলে বসবাসরত গরীব জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;
(খ) উপকূলীয় চরাঞ্চলে হইতে দারিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠিকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়া; এবং
(গ) উপকূলীয় অধিবাসীদের নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) নোয়াখালী জেলায় নতুন জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা; এবং
(খ) বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা ।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড:

গত ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবসেত্মর খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব আয়েশা ফেরদৌস সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ০.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.৭০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১ কোটি টাকা। জুন'১৭পর্যন্ত ০.৮০৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি ০.৫৯৪৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ০.২১ কোটি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৮৮.৪১%। তাছাড়া, এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নিমণরূপ:

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	জুন' ১৭ মাসের অর্জন	জুন'১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
পস্নট টু পস্নট জরিপ	-	৪০,৩৮৭ একর (৯৪%)
ভূমিহীন পরিবার বাছাই(১৪ হাজার পরিবার)	-	১১,৮২৪টি (৮৪.৪৬%)
জেলা পর্যায়ে নথি অনুমোদন হয়েছে	১৬২	১১,৫৬৪টি (৮২.৬০%)
কবুলিয়াত সম্পাদন হয়েছে	২৯৩টি	৯,৭৫৩টি (৬৯.৬৬%)
কবুলিয়াত রেজিস্ট্রেশন হয়েছে	২৮১টি	৯,৫৪৩টি (৬৮.১৬%)
খতিয়ান তৈরী হয়েছে	২০৯টি	৬,৮৯৭টি (৪৮.৬৬%)
খতিয়ান বিতরণ হয়েছে	১৪৫টি	৬,৮১২টি(৪৮.৬৬%)
সামগ্রীকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতির হার		৭৫%

জুন'১৭ পর্যন্ত ৬৮১২ টি পরিবারের ৪০ হাজার ৮৭২ জনের মধ্যে ৮,৮৫৬ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। শুধু ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪৭১৮ টি পরিবারের ২৮ হাজার ৩০৮ জনের মধ্যে ৬,১৩৩ একর সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিদ্যমান ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফট্ওয়্যার (এলআরএমএস) এর অনলাইন ভিত্তিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বিগত ১২ মে ২০১৬ তারিখে সফট্ওয়্যরটি পরিচালনার বিষয়ে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো, সার্ভেয়ার, কম্পিউটার ডাটা অপারেটর, অফিস সহকারী ও কারিগরী সহায়তা টিমের সদস্যবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে সফট্ওয়্যারটির মাধ্যমে ভূমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি বন্দোবস্ত, পানি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও বনায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬ টি সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রাণী সম্পদ, সমবায়, সমাজসেবা সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থারও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রকল্পের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অবহিতকরণ ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ বিষয়ক একটি সেমিনার গত ৩১ মে ২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন ও প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করা হয়।

তাছাড়া, চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র বিমোচনমূলক ও সফল প্রকল্প। পূর্বের ৩টি ফেইজের (১৯৯৪ হতে ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত) সফল বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ৪র্থ ফেইজটি (২০১১-২০১৮) হাতে নেয়া হয়। ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তিক বাস্তবায়িতব্য এই প্রকল্পটি ২০১৮ সালের বর্ধিত মেয়াদে সমাপ্ত হলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশে মোট ৪ টি ফেইজে ২৪ বছরে ৩৬,০০০ ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ৪৮,০০০ একর খাস জমি বন্দোবসেত্মর কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।

৯.উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা,ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দূর্বল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ৩৪৫ টি উপজেলা অফিস এবং ১০১৪ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ‘‘উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প’’ বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই’১৪ হতে জুন’১৯ মেয়াদে ৫৩৭.২৪৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ করা ;
(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ;এবং
(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(A) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণ করা ।
(B) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মত ভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।
(C) ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক তৈরীকৃত নকশা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং উপজেলা ভূমি অফিসের নকশা তৈরীর জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের নিমিত্তে ব্যয় বিবরণী তৈরীর জন্য প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।
(D) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রম্নটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরীর কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ(৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১৩৪.৩০৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন’১৭ পর্যন্ত ১৩৩.৮৮০৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৬৮%। জুন’১৭ পর্যন্ত ৩০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নিমার্ণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এ অর্থ বছরের মধ্যেই ১৮০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। বাকি ২০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণ করতে হলে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে।

১০. ভূমি ভবন কমপেক্সক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদিঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান এবং ভূমি সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য এবং জনদূর্ভোগমুক্ত করার লক্ষ্যে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর) একই ছাদের নীচে নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে এই ভবনে আবাসিত করার করার নিমিত্ত এই প্রকল্প “ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প” গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে স্থাপিত থাকবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্যঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ তেজগাঁও তে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতিঃ

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ১.৫৭৫০ কোটি টাকা। জুন’ ১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১.৪৮০৯ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯৪.০৩%। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাইলিং কাজ চলমান রয়েছে।

১১. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প:

সারাদেশে ১০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২.২৮৫৭ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৭.১৪%।

১২. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের গেজেটেড ও ননগেজেটেড কর্মকর্তাদের জন্য আবাসন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার নিমিত্ত আবকাঠামো নির্মাণ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিদ্যমান ভবনের ৬ষ্ঠ হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রকল্পটি অনুমোদিত হলেও এ অর্থ বছরের কোন আর্থিক বরাদ্দ ছিলনা।

ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

২০১৬ -১৭ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ এবং মন্ত্রণালয়ের রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য, ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত কিছু নতুন প্রকল্প সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে এই সকল প্রকল্প সংক্ষেপ পরিকল্পনা কমিশনের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় যা 'সবুজ পাতাভুক্ত' হিসাবে প্রচলিত। এই সকল প্রকল্পের তালিকা নিম্নরুপঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১.	ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প
২.	Strengthening Operational Capacity of the Department of Records and Surveys (DLR&s) for Digital Survey Project.
৩.	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 1 (one) Pourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh Project)
৪.	জেলা পর্যায়ে একটি করে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং সায়রাত মহালের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়ন প্রকল্প
৫.	উপজেলা পর্যায়ে খাস পুকুর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প
৮.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বসিন্মবাসী ও নিমণবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প
৯.	২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
১০.	বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প
১১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প
১২.	উপজেলা / সার্কেল ভূমি অফিস সমূহে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প
১৩.	বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
১৪.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ডরুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন

	প্রকল্প
	Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 1 (one) Pourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh Project

.....

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবন কার্যক্রম

১। অনলাইনে নামজারী।

- **সমস্যাঃ** নামজারীর দীর্ঘসূত্রিতা, সেবাগ্রহীতার হয়রানি, অর্থ ও সময়ের অপচয়।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** নামজারীর পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ।
- **সমাধানঃ** অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে নামজারী মামলা নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষার সাথে সাথে সেবাগ্রহীতার হয়রানি, অর্থ ও সময় ব্যয় বহুলাংশে কমেছে।
- **ফলাফলঃ** নামজারী মামলা আরও দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অনেকাংশেই সম্ভব হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ম কমেছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহঃ** কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণে ভীতি ও অনীহা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হচ্ছে। পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ আরও নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ। পাশাপাশি এ পদ্ধতি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ মেহেরপুর সদর উপজেলা, মেহেরপুর।**
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.১০.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** চলমান।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও** সংখ্যাঃ সকল সেবাগ্রহীতা।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, [সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর এর নিজ ব্যবস্থাপনায়]
- **বাস্তবায়নকারীঃ** সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
- **জেলাঃ** মেহেরপুর।
- **বিভাগঃ** খুলনা।

২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন

- **সমস্যাঃ** মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি পেতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং সময় ও অর্থের অপচয়।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণের কারণে রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সরবরাহে সময় বেশী লাগতো। এছাড়া অপতুলতাহেতু চাহিদা অনুযায়ী মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না।
- **সমাধানঃ** রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের হয়রানি কমেছে। দ্রুততার সাথে চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা বহুলাংশে সম্ভব হচ্ছে।
- **ফলাফলঃ** দ্রুততার সাথে চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি ও মৌজা ম্যাপ সরবরাহ করা বহুলাংশে সম্ভব হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে রেকর্ডের সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ফলে একইসাথে উপজাত হিসেবে রেকর্ডের ডাটা এন্ট্রিও সম্পন্ন হচ্ছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহঃ** কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নতুন পদ্ধতি গ্রহণে ভীতি ও অনীহা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** নিজস্ব কর্মচারী এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ জেলা রেকর্ডরুমের সকল রেকর্ডের ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করা।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** মেহেরপুর জেলা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সকল সেবাগ্রহীতা।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন প্রকল্প, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- **বরাদ্দের পরিমাণ:** ১৬.২০ লক্ষ টাকা।
- **বাস্তবায়নকারীঃ** জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর।
- **জেলাঃ** মেহেরপুর।
- **বিভাগঃ** খুলনা।

৩। প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন।

- **সমস্যাঃ** সেবাগ্রহীতাগণ তাঁদের কাজ বা সমস্যার বিষয়ে কার সাথে কথা বলবেন সে বিষয়ে হয়রানি এবং কখনও কখনও প্রতারণার শিকার হতেন। এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরতে হতো।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** কোন হেল্প ডেস্ক বা তথ্য কেন্দ্র বা এ ধরণের ব্যবস্থা না থাকা।
- **সমাধানঃ** প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- **ফলাফলঃ** সেবাগ্রহীগণকে হেল্প ডেস্কে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে তাঁদের কাজ বা সমস্যার বিষয়ে শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতাগণ অহেতুক হয়রানি বা প্রতারণা থেকে রেহাই পাচ্ছেন এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে কথা বলে তাঁদের কাজ বা সমস্যা সমাধান করতে পারছেন।
- **চ্যালেঞ্জসমূহঃ** পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদির অপ্রতুলতা।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** বিদ্যমান জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবাদানে আরও আন্তরিক উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। অবকাঠামোগত সুবিধাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থাপনা আরও উন্নতকরণ।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** সকল উপজেলা ভূমি অফিস।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.০৭.২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** চলমান।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সকল সেবাগ্রহীতা।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** নিজস্ব ব্যবস্থাপনা।
- **বাস্তবায়নকারীঃ** সহকারী কমিশনার (ভূমি), (সকল) মেহেরপুর জেলা।
- **জেলাঃ** মেহেরপুর।
- **বিভাগঃ** খুলনা।

৪। অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয়সেবা প্রদান

- **সমস্যাঃ** সেবাগ্রহীতাগণ নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা,অসচেতনতা ও আইসিটি সর্ম্পকে সচ্ছ ধারণা না থাকায় এবং নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ না থাকা
- **সমস্যার মূল কারণঃ** অত্র এলাকা অধিকাংশ কৃষি নির্ভর হওয়ায়সেবাগ্রহীতাগণ সঠিক সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় সঠিক সময়ে সঠিক সেবা না পাওয়া
- **সমাধানঃ** অনলাইনের মাধ্যেমে নির্দিষ্ট সাইটে আবেদন গ্রহণ ও মোবাইলের মাধ্যমে অবগত করণ
- **ফলাফলঃ** সঠিক সময়ে সঠিক সেবা প্রদান করা
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** আইসিটি সম্পর্কে অদক্ষতা ,অসচেতনতা পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ আইসিটি সম্পর্কে ভূমি সংশ্লিষ্ট সকলকে দক্ষতা বৃদ্ধি করণ করা
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** উপজেলা মোহনপুর,রাজশাহী
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ১২/০৮/২০১৬খ্রিঃ
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ০১/০৩/২০১৭খ্রিঃ
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** কৃষক,শিক্ষক,চাকুরীজীবি প্রায়-১,০০০,০০ জন
- **ব্যায়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ৭০,০০০/- টাকা,জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অনুদান, স্থানীয় অনুদান
- **বাস্তবায়নকারীঃ** উপজেলা নির্বাহী অফিসার,মোহনপুর,রাজশাহী
- **জেলাঃ** রাজশাহী
- **বিভাগঃ** রাজশাহী

৫। জনবান্ধব ভূমি অফিস

- **সমস্যাঃ** বসাব জায়গা, পানির ব্যবস্থা, সাইকেল/মোটরসাইকেল রাখা, রেকর্ডরুমে নথি রাখা
- **সমস্যার মূল কারণঃ** পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ
- **সমাধানঃ** ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ সাপেক্ষে
- **ফলাফলঃ** বসার জন্য গোল চত্তর নির্মাণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা গ্রহণ, সাইকেল/মোটরসাইকেল রাখার গ্যারেজ নির্মাণ, রেকর্ডরুমে নথি রাখার জন্য রেকর্ডরুম বিন্যাস্তকরণ ও র‍্যাক নির্মাণ
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** উপজেলা ভূমি অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.০১.২০১৬ খ্রি.
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ৩১.১২.২০১৬ খ্রি.
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সাধারণ জনগণ ১০,০০০ জন
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ১১,০০,০০০/- টাকা
- **বাস্তবায়নকারীঃ** সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- **জেলাঃ** চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- **বিভাগঃ** রাজশাহী

৬। ক) অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ, খ) মিস কেস সহজীকরণ, গ) খারিজ কেস সহজীকরণ

- **সমস্যা**: ক) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, খ) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, গ) সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রক্রিয়া ও সেবা মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞতা
- **সমস্যার মূল কারণঃ** ক) জনসচেতনা বৃদ্ধি, খ) জনসচেতনা বৃদ্ধি, গ) জনসচেতনা বৃদ্ধি
- **সমাধানঃ** ক) বাংলাদেশ বেতারের সহযোগিতায় অডিও রেকর্ডিং প্রস্তুতকরণ, খ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতির ফলে মিসকেসের সময় প্রায় ১৫০ দিন কম লাগছে খরচ প্রায় ৫৬০০/- টাকা কম লাগছে এবং দীর্ঘদিনের মিস কেস স্বল্প সময়ে নিস্পত্তি হচ্ছে। গ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতির ফলে এবং দীর্ঘদিনের মিস কেস স্বল্প সময়ে নিস্পত্তি হচ্ছে।
- **ফলাফলঃ** ক) অডিও রেকর্ডিং এর মধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং নিরক্ষর/অল্প শিক্ষিত জনগণ সহজে অডিও রেকর্ডিং শুনে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও উপকার পেতে শুরু করেছেন। খ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতি চালু হওয়ার মাধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কি সচেতন হচ্ছে এবং সহজে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও উপকার পেতে শুরু করেছে। গ) সফট্ওয়ারের এসএমএস, হাইপারলিংক পদ্ধতি চালু হওয়ার মাধ্যমে জনগণ সেবা সম্পর্কি সচেতন হচ্ছে এবং সহজে সেবা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন ও স্বল্প সময়ে উপকার পেতে শুরু করেছে।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** উপজেলা ভূমি অফিস, নাচোল
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.০১.২০১৬ খ্রি.
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ৩১.১২.২০১৬ খ্রি.
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** ক) ৭০০০ জন (খ) ১০০০ জন (গ) ১২০০০ জন
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** (ক) ৪০,০০০/- টাকা (খ) ২০,০০০/- টাকা (গ) ৩৫,০০০/- টাকা (আনুসংগিক খাত)
- **বাস্তবায়নকারীঃ** সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোল
- **জেলাঃ** চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- **বিভাগঃ** রাজশাহী

৭। সেবা প্রার্থীদের জন্য ওয়েটিং সিট নতুন রেকর্ডরুম নির্মাণ, অফিস এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণ ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস সংস্কার

- **সমস্যাঃ** দেরীতে বরাদ্দ প্রাপ্ত
- **সমস্যার মূল কারণঃ** দেরীতে বরাদ্দ প্রাপ্ত
- **সমাধানঃ** সময়মত বরাদ্দ প্রদান
- **ফলাফলঃ** সেবা প্রার্থীদের সমস্যা সরাসরি শ্রবণ, দ্রুততম সেবা প্রদান, জনহয়রানী হ্রাস, দালালদের দৌরাত্ম্য দূরীভূতকরণ, সেবার মান উন্নয়ন, টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিত করণ
- **চ্যালেঞ্জসমূহঃ** জনবল স্বল্পতা ও সেবা প্রার্থীদের অসচেতনতা
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** জনবল বৃদ্ধি ও সেবা প্রার্থীদের সচেতন করা
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ** ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** সমগ্র ভোলাহাট উপজেলা
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১.০৫.২০১৫
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ৩০.১২.২০১৬
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সেবা প্রত্যাশি নারী পুরুষ আনুমানিক ২৫,০০০
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ২,০০,০০০/-, ভূমি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ
- **বাস্তবায়নকারীঃ** সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- **জেলাঃ** চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- **বিভাগঃ** রাজশাহী

৮। ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে দ্রুত বাজেট স্থানান্তর

- **সমস্যাঃ** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা ও ভূমি অধিগ্রহন শাখা, উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন/পৌর/সার্কেল ভূমি অফিস সমূহের বাজেট ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে উপবিভাজন পূর্বক প্রেরণ করা হয়ে থাকে। উপবিভাজন এবং ডাকে প্রেরণের মাধ্যমে বাজেটের কপি সংশ্লিষ্ট অফিস সমুহে গিয়ে পৌঁছাতে বেশ বিলম্ব হয়। কখনও কখনও কোন কোন দূরবর্তি অফিসে বাজেটের হার্ডকপি পৌঁছাতে মাসাধিককাল বিলম্ব হয়ে যায়।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** অর্থ বিভাগ হতে বাজেট বরাদ্দের কপি পাওয়ার আগেই কিছু প্রাক্‌প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে উপবিভাজনের সময়কাল কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কোন কোন ভূমি অফিসে বাজেটের হার্ড কপি পৌঁছাতে বিলম্ব হয়।
- **সমাধানঃ** বাজেট দ্রুত উপবিভাজন পূর্বক স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত গ্রুপমেইল (aclandall.gov.bd)/ব্যক্তিগত ইমেইল এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের ওয়েব সাইটে (http://www.lrb.gov.bd/) আপলোড করে তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দ্রুত ফ্যাক্সের মাধ্যমে বাজেটের কপি পাঠিয়ে দেয়া হয়।
- **ফলাফলঃ** অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর প্রতিটি অফিসের বাজেট ৭-১০ দিনের মধ্যেই পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। পূর্বে এ সময় ছিল ২৫-৩০দিন। কখনও কখনও এর চেয়েও বেশী বিলম্ব হতো।
- **চ্যালেঞ্জ সমূহঃ**
  - (ক). সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে ই-মেইল ব্যবহারে অভ্যস্থ করে তোলা।
  - (খ). অধিকাংশ উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ফ্যাক্স মেশিন না থাকা।
  - (গ). নিয়মিত ইমেইল চেক করার অভ্যাস না থাকা।
  - (ঘ). কোন কোন ভূমি অফিসে কম্পিউটার/ইন্টারনেট যোগাযোগ ভাল নয়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাঃ** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহায়তায় সহকারী কমিশনার(ভূমি)গনের জন্য এবং ভুমি সংস্কার বোর্ডের জন্য গ্রুপমেইল তৈরী করা হয়েছে। গ্রুপ মেইল ব্যবহারে তাঁদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। গ্রুপ মেইল ব্যবহারে সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত ইমেইলে তথ্য পাঠানো হচ্ছে। উপজেলাওয়ারী সহকারী কমিশনার(ভূমি)গনের সুনির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর না থাকায় তা http://www.bangladesh.gov.bd/ ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।
- **পরবর্তি করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ** মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগের জন্য নূতন কোন সহজ ও দ্রুততর পদ্ধতি উদ্ভাবন না হওয়া অবধি বর্তমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। সহকারী কমিশনার (ভুমি)গণকে তাঁদের জন্য তৈরীকৃত গ্রুপ মেইল ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** সমগ্র বাংলাদেশ।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০৭/০৮/**২০১৬ খ্রিঃ ।**
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ৩১/০৮/২০১৬।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** ১৮,০০০ (আঠার হাজার) কর্মচারী।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** অফিসে ব্যবহার্য স্ক্যানার, কম্পিউটার, ফ্যাক্স মেশিন, টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট ।
- **বাস্তবায়নকারীঃ** ভূমি সংস্কার বোর্ড।
- **জেলাঃ** সকল।
- **বিভাগঃ** সকল।

৯। অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থা করা (১ম পর্যায়ে ঢাকা ও গাজীপুর)।

- **সমস্যাঃ** অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় না।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** অডিট রিপোর্ট প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে, ফলে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।
- **সমাধানঃ** অনলাইনে (দাপ্তরিক ওয়েবসাইট তৈরির মাধ্যমে) অডিট রিপোর্ট প্রদান।
- **ফলাফলঃ** ঢাকা ও গাজীপুর দপ্তরের ওয়েব সাইটে অডিট রিপোর্ট দাখিলের কার্যক্রম চুড়ান্ত পর্যায় রয়েছে।
- **চ্যালেঞ্জসমূহঃ** প্রযোজ্য নয়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** প্রযোজ্য নয়।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ** পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় জেলা সমূহে অডিট রিপোর্ট অনলাইনে দাখিল।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** ঢাকা, গাজীপুর জেলা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১/০৭/২০১৬খ্রিঃ
- **উদ্ভাবনী শেষ হোয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ৩১/১২/২০১৭খ্রিঃ
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** অডিট আপত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক ভাবে অবগত হন। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ১৫,০০০/- (পনর হাজার টাকা মাত্র)
- **বাস্তবায়নকারীঃ** হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)
- **জেলাঃ** ঢাকা
- **বিভাগঃ** ঢাকা

১০। অনলাইনে প্রশিক্ষণ কোর্সের রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ কোর্সের বক্তা মূল্যায়ন।।

- **সমস্যাঃ** প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীর নাম, ঠিকানা ও প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না।
- **সমস্যার মূল কারণঃ** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নোমিনেশন পাওয়ার পর প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন করে। ফলে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করতে অধিক সময় ব্যয় হয়।
- **সমাধানঃ** জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নোমিনেশন পাওয়ার সাথে সাথে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করলে প্রকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা জানা যাবে ও সেভাবে প্রস্তুত নেয়া সম্ভব হবে।
- **ফলাফলঃ** বাস্তবায়িত হয়েছে।
- **চ্যালেঞ্জ সমূহঃ** নিজস্ব সার্ভার না থাকায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন অ্যাপসটি বিসিসি' র সার্ভারে হোস্টিং করা। ফলে নিরাপত্তা জনিত কারণে অনেক ফাইল আপলোড নিয়ন্ত্রণ রাখা (Restrain) হয়।
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাঃ** সফটওয়ার ডেভলেপমেন্ট কোম্পানীর সাথে বিবিসি' র সংশ্লিষ্ট ডেস্ক এর সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ স্থাপন করে নির্ধারিত নিয়মে অ্যাপসটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচেছ।
- **পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপঃ** অন লাইনে হ্যান্ডআউট বিতরণঃ প্রশিক্ষণে মানোনয়ন।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** ৩/এ, নীলক্ষেত, কাটাবন ঢাল, ঢাকা।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** মার্চ ০১, ২০১৬
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ডিসেম্বর ৩১, ২০১৬
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** প্রশিক্ষণার্থী, ৬৭ জন।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা
- **বাস্তবায়নকারীঃ** "প্রমিতি কম্পিউটার এন্ড নেটওয়ার্ক (প্রাঃ) লিঃ" এর সহায়তায় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
- **জেলাঃ** ঢাকা
- **বিভাগঃ** ঢাকা।

অধ্যায় সপ্তম : শোকেসিং-এ অংশগ্রহণকারী উদ্ভাবনী উদ্যেগ

ক্র নং	প্রকল্পের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মুঠোফোন	ইমেইল	কর্মস্থল
১.	চান্দিনা ভিটি ইজারা ও নবায়ন প্রদান	শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮১৪৭১৫২৫২	mhah rafiqdu৯৮৯৯@gmail.com	মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী
২.	খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজীকরণ	মুহাম্মদ নাজমুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮৪৩০০৮৩৪০	leemon৩০@gmail.com	চাপাইনবাবগঞ্জ
৩.	চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ	মোঃ জাকিউল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১৭৯৭৭৫৩৩	zakiul.islam@yahoo.com	বাগমারা, রাজশাহী
৪.	রেজিস্টার-২ অনুযায়ী সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক অনলাইনে ডাটাবেইজ তৈরী করতঃ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সহজীকরণ	আবু আসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),	০১৯১৩৩৭১৯১৮	abuaslam২৮@gmail.com	কলমাকান্দা, নেত্রকোনা
৫.	রেজিস্টার-২ অনুযায়ী সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক অনলাইনে ডাটাবেইজ তৈরী করতঃ ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সহজীকরণ	শাহনাজ বেগম, উপজেলা নিবার্হী অফিসার	০১৭১৬৭০৯৯৯৪	shahnajhabib৫৪@gmail.com	ফুলতলা।
৬.	উপজেলা ভূমি অফিসের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য ও পরামর্শ সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য ‘ল্যান্ড ইনফো সেন্টার’ স্থাপন	মাসুমা আক্তার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭০৫৯৯৯০৩৪	masuma২১.২০১২@gmail.com	নলছিটি, ঝালকাঠি
৭.	Khasland Settlement Process Simplification Using Quantification Method (Comparative Analysis Tool)	গোলাম রব্বানী, উপজেলা নিবার্হী অফিসার	০১৭১৭৪৪৯২৫০	robbanibau০৪@gmail.com	চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
৮.	SMSএর মাধ্যমে নামজারী/জমা-খারিজ/অর্পিত সম্পত্তি/আপিল মিস কেস সহ সকল শুনানীর নোটিশ জারি নিশ্চিতকরণ	আহম্মদ আলী, সহকারি কমিশনার (ভূমি),	০১৫৫৭২৫৮১৮২	docx.bn@gmail.com	গোপালপুর, টাঙ্গাইল।
৯.	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করে মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে অবহিতকরণ ও আদায়	~~মোঃ সাঈদুজ্জামান খান~~ শরিফুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি),	~~০১৭১৫৫৮২৯৩৯~~ ০১৭১২২৬৬১৩৬	~~khan.sayeed৯৯@yahoo.com~~ shar_if০৭@yahoo.com	UNO মতলব, চাঁদপুর।
১০.	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ করে মোবাইলে এস এম এসের মাধ্যমে	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি),	০১৭১০৭৭৭৭৩৬	shafi_du@yahoo.com	রমনা সার্কেল, ঢাকা

ক্র নং	প্রকল্পের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	মুঠোফোন	ইমেইল	কর্মস্থল
	অবহিতকরণ ও আদায়				
১১.	হাট-বাজারে চান্দিনা ভিটির একসনা বন্দোবস্ত নবায়ন সহজীকরণ	দীপঙ্কর রায়, উপজেলা নিবার্হী অফিসার	০১৭২৩০১৯৪৪৬	diproy_৮২mopa@yahoo.com	কাউনিয়া, রংপুর
১২.	জনগনের দোরগড়ায় (নামজারি, লিজ, নবায়ন ও ভূমি উন্নয়ন কর) ভূমি সেবা।	মোঃ রায়হানুল হারুন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭১২২০২২২৩	lrdm৭৭৭@yahoo.com	চাটখিল, নোয়াখালী
১৩.	জনগনের দোরগড়ায় (নামজারি, লিজ, নবায়ন ও ভূমি উন্নয়ন কর) ভূমি সেবা।	মনিরা পারভীন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭২২৭৭১৬৪৭	monira১৬৪৭@gmail.com	লোহাগড়া, নড়াইল
১৪.	জনগনের দোরগড়ায় (নামজারি, লিজ, নবায়ন ও ভূমি উন্নয়ন কর) ভূমি সেবা।	তুষার কুমার পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭২১৩৫৪৯৫৫	tpal_du@yahoo.com	রামপাল, বাগেরহাট।
১৫.	ভূমি অফিস হতে প্রদত্ত সকল সেবা।	মোঃ নবীনেওয়াজ, সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭৫০২৪৭০৭৮	Newaz৯৯৫@gmail.com	কুড়িগ্রাম সদর
১৬.	ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	মোঃরবিউলহাসান, সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭৭০৩৪৩৪৯১	rhkajol@yahoo.com	চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
১৭.	ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	নুরুদ্দীন মোহাম্মদ শিবলী নোমান	০১৮১৫৬৯৯০০০	nmshiblyeng@gmail.com	উখিয়া, কক্সবাজার
১৮.	ব্যবহার ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ	মোঃ নাজমুল হুদা,সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭১৮৩৪৬০৫৭	Nazmulhuda৩৪৬০৫৭@gmail.com	মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
১৯.	ভূমিব্য বস্থাপনায় অটোমেশন ।	সরকার অসীম কুমার, সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭১৯-১৩২৪৭১	sakumar০৩ru@gmail.com	পাবনা সদর, পাবনা।
২০.	অর্পিত সম্পত্তি লীজ নবায়ন ।	মোঃ আনোয়ার সাদাত ,সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭১২-৬২৩৮৮৩	Sadat.du@yahoo.com	নাটোর সদর
২১.	জনগনের দোরগড়ায় (নামজারি, লিজ, নবায়ন ও ভূমি উন্নয়ন কর) ভূমি সেবা।	সত্যজিত রায় দাশ, সহকারি কমিশনার (ভূমি)	০১৭৫২১৫৫৯২৯	satyajit.roydas@gmail.com	করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
২২.	“অর্পিত সম্পত্তি ইজারা নবায়ন সহজীকরন”	মোঃ আহসান হাবিব অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	০১৭১২৬৮২৮৬০	aabib১৫৭১৫@gmail.com	লালমনিরহাট
২৩.		মোঃ ফরিদ হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার			তালা, সাতক্ষীরা
২৪.		গোলাম মাঈন উদ্দিন হাসান উপজেলা নির্বাহী অফিসার			কালিগঞ্জ সাতক্ষীরা
২৫.	“ভোগান্তিহীন রিভিউ মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ”	সৈয়দ শামসুল তাবরীজ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০১৭১৫১৪৭২৫৬	sstabrize@gmail.com	লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ

ক্র নং	**প্রকল্পের শিরোনাম**	**বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি**	**মুঠোফোন**	**ইমেইল**	**কর্মস্থল**
২৬.	শুনানীর তারিখ অবহিত করা।	কৃষ্ণ কমল দত্ত সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	০১৭১৬-৫১৫৭৩৬		লালমোহন, ভোলা
২৭.		বিকাশ চন্দ্র হাওলাদার সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	০১৭১৬-০৪২৯৮৩		মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল
২৮.	”ভূমি মালিকগণের জন্য হেল্পডেস্ক	মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	০১৭১২-২১৫১৬৭		বরিশাল সদর
২৯.		মোঃ আব্দুস সালাম সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার	০১৭৪৫-৩৭৪৬৮১		পিরোজপুর সদর
৩০	Increasing Challenge of Cyber Attack: A cost effective Cyber Security Model	এহছানুল পারভেজ উপসচিব	০১৭১৫০৮৭৭৭৮	parvez৭৭১@yahoo.com	ভূমি মন্ত্রণালয়

- সমাপ্ত -